# অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।

মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত।

নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতং।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি গুণবদ্ যুক্তং নানা বিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসনিরন্তরং।
পঞ্চাদিকাদশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

শ্রীনন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

---

# SAKUNTALA

OR

THE FATAL RING

BY

**KALIDAS**

TRANSLATED INTO BENGALEE

BY

**NUNDO COOMAR ROY.**

---

কলিকাতা।
নূতন আর্য্য যন্ত্রে
মুদ্রিত।
শকাব্দা ১৮০৪। ইং ১৮৮২।

# প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুরূপ অনুবাদ। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এই বাঙ্গলা অনুবাদে সেইরূপ প্রীতির প্রত্যাশা করা অসম্ভব, কেননা কোন গ্রন্থ, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইলে তাহার লালিত্য ও মিষ্টতা সহজেই হ্রাস পায়, বিশেষতঃ শকুন্তল নাটক স্থানে স্থানে এরূপ দুরূহ যে তাহা সুচারু রূপে ভাষান্তর করা দুঃসাধ্য। শকুন্তল নাটক অনুবাদ করিয়া যশ কি অযশ সঞ্চয় করিলাম, তাহা চিন্তা করিলে সংশয় মাত্র বৃদ্ধি হয়, যাহা হউক সাধারণের সমীপে ইহা প্রচারিত হইলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

গৌরীভা
সন ১২৬২ সাল }
ইং ১৮৫৫

শ্রীনন্দকুমার রায়।

# দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক সংশোধন পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিলাম।

১২৬২ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাষা নাটক রচয়িতাদিগের পক্ষেও আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা নিবাসি ৺আশুতোষ বাবুর বাটীতে তৎপরে জনাই নিবাসি জমিদার মুখোপাধ্যায় দিগের ভবনে অভিনীত হয়।

ইদানীং পরম সম্মানভাজন শ্রীলশ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনরল লিটন সাহেব বাহাদুর ও তৎপারিষদ বৃন্দ বেঙ্গল থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয়; অভিনয় কালে তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সে দিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।

এবারকার পরিবর্ত্তন এই—প্রথমবারে নাটকোক্ত ব্যক্তিদিগের কথা একপ্রকার ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, এবার ব্যক্তিভেদে সামাজিক ভাষার বিভেদ করা গিয়াছে, এবং কথোপকথনের মধ্যে মধ্যে পদ্যের আলোচনা স্বাভাবিক বোধ হয় না বলিয়া, পদ্য অংশের গদ্য করিয়া দিয়াছি।

সম্প্রতি নাটকের সংখ্যা অনেক হইয়াছে, যদ্যপি এখনও সকলে এই অনুবাদকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জানিব, অনুবাদ করিতে যে শ্রম করা হইয়াছে তাহা সার্থক।

গৌরীভা
সন ১২৮৯ সাল
ইং ১৮৮২

শ্রীনন্দকুমার রায়।

## কালিদাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মহাকবি শ্রীকালিদাস, উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ পণ্ডিত মণ্ডলী নবরত্নের মধ্যে, একজন পণ্ডিত ছিলেন।*

রাজতরঙ্গিনীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরে রাজ্য করেন। তিনি ৯৫ শকে শকাদিত্য নৃপতিকে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন।

বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কাশ্মীরের শাসন কর্ত্তৃপদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

কালিদাসের অপর একটি নাম মাতৃ গুপ্ত ছিল, তিনি কাশ্মীরদেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্যকরেন। বিক্রমাদিত্য মানবলীলা সংবরণ করিলে, কালিদাস ঐ রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রবর সেনকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া নিজে যতিধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বারাণসী বাস করেন।

কালিদাস কোন গ্রন্থেই আপন পরিচয় প্রদান করেন নাই। কথিত আছে তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল।

কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তলনাটক, বিক্রমোর্ব্বশীনাটক, মালবিকাগ্নি, মিত্রনাটক, নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ এবং সেতুকাব্য রচনা করিয়াছেন।

---

* নবরত্নের নাম। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি।

ধন্বন্তরিঃ, ক্ষপণকোঽমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো, নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচি, র্নব বিক্রমস্য॥

## FROM THE HINDOO PATRIOT,

*VOL* 111 *No* 35, *Bhowanipore in the Suburbs of Calcutta, Thursday, August* 30, 1855.

Review—Sacontola or the Fatal Ring of Kalidasa, translated into Bengalee by Nundo Coomar Roy.

We have had for sometime before us a translation in metrical Bengalee of the celebrated Sanscrit drama "Sacontola," the reputation of which, through the writings of Sir William Jones and one or two other Orientalists, has extended itself as widely over the learned world as the name of any other dramatic work in any other language. The merits of the drama have been placed by the universal consent of Scholars on a footing which precludes its being subjected to ordinary criticism, and it is therefore upon the manner and result of the translation alone that we feel ourselves called upon to speak.

The most remarkable feature in the translation is the success of its metrical execution. The ordinary forms of Bengalee verse have been retained without any gross perversion of the sense of the original. We doubt whether the Sacontola can be fitted by any process of excision and adaptation to histrionic purposes, but we can well understand its being extensively used as a book for reading. Towards the latter object, formed as Bengalee habits of reading now are, the metrical composition of the Bengalee version will operate most favorably. The Bengalees are a reading nation but no nation with such a confirmed habit of reading amongst all the better classes of the population, are so ill furnished with books to read. Every new addition, therefore, to the vernacular library which eschews the common vice of vulgarity should be received with cordial acceptance, and such a reception, we think, Baboo Nundo Coomar Roy's translation of Sacontola deserves.

## সংবাদপ্রভাকর হইতে উদ্ধৃত।

৫৩২৫ সংখ্যা। বুধবার ১৪ ভাদ্র ১২৬২ সাল।

ইং ২৯ আগষ্ট ১৮৫৫।

শ্রীনন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সমুদয় কাব্যগ্রন্থ যদিও উত্তম, তথাচ তন্মধ্যে শকুন্তল নাটকের অধিক প্রশংসা করিতে হইবেক, তাহাতে প্রণয়, করুণা, ভক্তি, পতিব্রতাধর্ম্ম ও স্বভাব বর্ণন ইত্যাদি অতি উত্তম রূপেই প্রকাশ আছে। অনুবাদক মহাশয় পয়ারাদি ছন্দে সুন্দর রূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠ করিবার সময়ে চিত্ত পুলকিত হয় অধিক পাঠে স্পৃহা জন্মে।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দুষ্মন্ত (নায়ক) .. .. পুরু বংশীয় রাজা।

মাধব্য, বিদূষক উপাধি, ... রাজা দুষ্মন্তের কুতূহল বিলাসী সহচর।

কণ্ব .. .. .. .. মহর্ষি, শকুন্তলার পালক পিতা।

বৈখানস .. .. .. ঋষি।

শার্ঙ্গরব, সারদ্বত মিশ্র } ... .. কণ্ব শিষ্যদ্বয়।

মারীচ, (কশ্যপ) ... .. মরীচি পুত্র।

মাতলী ... ... .. ইন্দ্রের সারথি।

মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, প্রতিহারী, কঞ্চুকী, ধীবর, রক্ষিপ্রধান, রক্ষি ইত্যাদি।

শকুন্তলা, (নায়িকা) .. মহর্ষি কণ্বের পালিত কন্যা।

প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া } ... ... ... শকুন্তলার সহচরীদ্বয়।

বসুমতী ... ... ... রাজা দুষ্মন্তের প্রথমা মহিষী।

গৌতমী .. .. .. .. মহর্ষি কণ্বের ধর্ম্ম ভগিনী।

অদিতি ... ... .. .. মারীচ ভার্য্যা।

মেনকা ... .... ... অপ্সরা, শকুন্তলার জননী।

মিশ্রকেশী .. .. .. অপ্সরা, মেনকার সখী।

তপস্বিনী; পরিচারিকা ইত্যাদি।

# অভিজ্ঞান

# শকুন্তল নাটক।

## প্রস্তাবনা।

আচার্য্যের প্রবেশ।

নান্দী।

আচার্য্য। সৃজন আরম্ভ করি, সলিল আকৃতি ধরি,
জীবের জীবন যিনি এভব সংসারে রে।
অনল আকার হ'য়ে, ঘৃতের আহুতি ল'য়ে,
ধারণ করেন যিনি লোক সবাকারে রে॥
নর রূপে যজ্ঞকারী, আবার আকাশচারী,
কালের বোধক রবি, শশীর আকারে রে।
বর্ণিবারে সাধ্য কার, অনন্ত গুণ যে তাঁর,
বিশ্বব্যাপী আকাশ আকারে দেখি যাঁরে রে॥
ওদন ওষধি যত, উৎপন্ন করিতে রত,
যিনি ধরা রূপে ধরি এ বিশ্ব আগারে রে।
বিহরেন বায়ু হ'য়ে, অন্তরে বাহিরে র'য়ে,
জগত-জনের যাতে জীবন সঞ্চারে রে॥
প্রত্যক্ষ এ মূর্ত্তিচয়, যাঁহার আকৃতি হয়,
সে শিবশঙ্কর হ'ন্ প্রসন্ন আমারে রে।
সভাজন সভাকারে, অষ্ট মূর্ত্তি সহকারে,
সদাই করুন রক্ষা নিবেদন তাঁরে রে॥

সূত্রধার। (নান্দ্যন্তে) আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই। (পরে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আর্য্যে! যদি তোমার নেপথ্যবিধান সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে এস্থানে আগমন কর।

নটী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য। এই আমি এসেছি, অনুমতি করুন, কোন্ আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে হবে।

সূত্র। আর্য্যে! এ অশেষরসভাবজ্ঞ পরমজ্ঞানগুরু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা, এ স্থলে বহুবিধ পণ্ডিত বিরাজ করিতেছেন, অদ্য এস্থানে কালিদাস কৃত "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নামক অভিনব নাটক অভিনয় করিব, অতএব এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিনেতাকে যত্নবান হইতে হইবেক।

নটী। আর্য্য! আপনি যাহাকে যাহা শিক্ষা দিবার তাহাকে তাহাতে সুশিক্ষিত ক'রেছেন, অতএব ইহার প্রয়োগে কেহই উপহাস ক'র্‌বেন না।

সূত্র। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর্য্যে! আমি তোমাকে একটি প্রকৃত কথা বলি।

আমার এ অভিনয় করি দরশন।
যতক্ষণ সন্তুষ্ট না হন সাধুজন॥
ততক্ষণ ইহারে কেমনে অনুরাগে।
প্রশংসা করিতে পারি বল আগে ভাগে॥
যদি কোন বিষয়েতে সুশিক্ষিত হয়।
তবু পরীক্ষার্থিচিত্তে না হয় প্রত্যয়॥

নটী। (সবিনয়ে) তাই বটে, আর্য্য! এখন কি ক'র্‌তে হবে, আজ্ঞা করুন।

সূত্র। আর্য্যে! এরূপ সভায় শ্রুতিসুখকর সংগীত ভিন্ন আর কি করণীয় আছে?

নটী। তবে বলুন কোন্ ঋতুকে অবলম্বন ক'রে সংগীত কোর্‌ব?

সূত্র। আর্য্যে! এক্ষণে উপভোগযোগ্য গ্রীষ্মকাল সমাগত, ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সংগীত কর, দেখ সম্প্রতি—

সলিলাবগাহে কিবা সুখী হয় মন।
বন ফুল গন্ধে কিবা সুরভি পবন॥
ছায়াতে শয়নে কিবা নিদ্রা সুখকর।
দিবসের পরিণাম কিবা মনোহর॥

নটী। (গীতারম্ভ করিল)

দেখ না শিরীষ ফুল কোমল কেমন হে।
কোমল কেশরে তার ভ্রমে অলিগণ হে॥
উপরে বসিতে যায়, বসিতে নাহিক পায়,
কেবল তাহার লাভ হ'তেছে চুম্বন হে।
ঐ দেখ প্রমদা কুলে, যতনে তুলে ও ফুলে,
মনের হরিষে করে কর্ণ অভরণ হে॥

সূত্র। আর্য্যে! কি মনোহর গীত! এই সমস্ত সভাসদ্ তোমার সংগীত শ্রবণে হৃতচিত্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন, এক্ষণে বল কি প্রকার অনুষ্ঠানে ইহাঁদিগের আরাধনা করিব?

নটী। কেন আর্য্য! প্রথমেইতো আজ্ঞা ক'রেছেন, যে অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় ক'র্‌তে হবে।

সূত্র। আৰ্য্যে! ভাল স্মরণ করিয়া দিয়াছ, আমি এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম।

তব গীতে আকর্ষণ ক'রেছিল মন।
দ্রুতগামী মৃগ দেখি দুষ্মন্ত যেমন॥

( সূত্রধার ও নটীর প্রস্থান )

# প্রথম অঙ্ক।

ঋষির আশ্রম, ধনুর্ব্বাণধারী মৃগানুসারী রথারূঢ় রাজা
এবং সারথির প্রবেশ।

সারথি। (রাজা ও মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ!

কৃষ্ণসারে একবার করি নিরীক্ষণ।
অধিজ্যকার্ম্মুক তব করি দরশন॥
সাক্ষাৎ হ'তেছে বোধ পিনাকী যেমন।
হ'তেছেন ধাবমান কুরঙ্গ কারণ॥

রাজা। সারথে! এই মৃগ আমাদিগকে অতি দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে; সে এখনও

রথে দৃষ্টি রাখি ধায়, মুহুর্মুহু ফিরে চায়,
গ্রীবা ভঙ্গী অতি সুললিত।
বিস্তারিত পূর্ব্বকায়, পশ্চাত কুঞ্চিত প্রায়,
শরের শঙ্কায় সশঙ্কিত॥
অর্দ্ধ ভুক্ত তৃণচয়, মুখেতে নাহিক রয়,
পথে পথে হ'তেছে পতন।
চলে দ্রুতলম্ফ-ভরে, ভূমিস্পর্শ মাত্র করে,
যেন শূন্যে করিছে গমন॥

(সবিস্ময়) একি! পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াও হরিণকে অতি যত্নে দেখিতে হইতেছে?

সূত। মহারাজ! এস্থান অত্যন্ত উচ্চ নীচ, এজন্য রশ্মি আকর্ষণ করিয়া রাখাতে রথের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে।

সেই হেতু মৃগ কিছু কষ্টে দৃষ্টিগোচর হইতেছে সম্প্রতি সমভূমি পাইয়াছি, আর সে আপনার দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

রাজা। তবে রশ্মি শিথিল করিয়া দাও।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ। (পুনরায় রথের বেগ বৃদ্ধি করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন! ঘোটকেরা এখন,—

মুক্ত রজ্জু পেয়ে বিস্তারিয়ে পূর্ব্বকায়।
নিজ নিজ পদ ধূলি উল্লঙ্ঘিয়ে যায়॥
কেশর নিশ্চল আর কর্ণ ঊর্দ্ধ করি।
দৌড়িছে কি উড়িতেছে বাজী বস্থোপরি॥

রাজা। (সহর্ষ) অশ্বগণ হরিণকে অতিক্রম করিয়াই বা যায়? কেননা—

দেখিয়াছি সূক্ষ্ম এখনি যাহা।
সহসা বিশাল হতেছে তাহা॥
আগেতে পৃথক্ আছিল যারা।
একত্রিত বোধ হতেছে তারা॥
প্রকৃতই বক্র দেখেছি যারে।
সমরেখা জ্ঞান হতেছে তারে॥
ওই ছিল দূরে এই সে কাছে।
ওই তারে ফেলে এসেছি পাছে॥

সারথে! এই দেখ মৃগকে বধ করি। (বলিয়া শর সন্ধান করিলেন।)

(নেপথ্যে)। মহারাজ! এ আশ্রম মৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।

সূত। (শ্রবণ করিয়া এবং চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) মহারাজ! আপনার বাণপাতের পথবর্ত্তী কৃষ্ণসারের অগ্রে দুই জন তপস্বী আসিতেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) তবে রশ্মি সংযত কর।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! (রশ্মি সংযত করিল)

সশিষ্য বৈখানস ঋষির প্রবেশ।

বৈখা। (হস্তোত্তোলন করিয়া) মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।

না কর না কর ভূপ ও শর সন্ধান।
তুলারাশি মৃগ দেহে অগ্নি তব বাণ॥
কোথা এই হরিণের চপল জীবন।
কোথা বজ্রসার শর, অমোঘ পতন॥
তাই বলি কর নৃপ সায়ক সংহার।
হয়েছে মৃগের প্রতি সন্ধান যাহার॥
আর্ত্ত পরিত্রাণ হেতু হয় তব বাণ।
নির্দ্দোষী নাশিতে তার না হয় সন্ধান॥

রাজা। (প্রণাম করিয়া) এই বাণ প্রতিসংহৃত হইল। (বলিয়া তাহাই করিলেন)

বৈখা। (সহর্ষ) আপনি পুরুবংশোদ্ভব নরেন্দ্র কুলের প্রদীপ, এ আপনার সদৃশ কার্য্যই হইয়াছে।

পুরুবংশ রাজার উচিত এই কাজ।
চক্রবর্ত্তী পুত্র তব হ'ক মহারাজ॥

শিষ্যও। (হস্তোত্তোলন করিয়া) আপনি সর্ব্বতোভাবে চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত পুত্ররত্ন লাভ করুন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম।

বৈখা। রাজন্! আমরা সমিধ আহরণার্থ গমন করিতেছি, ঐ মালিনী নদীর তীরে আমাদিগের গুরু, কুলপতি

কণ্বের আশ্রম। সেই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপা শকুন্তলা তথায় অবস্থান করিতেছেন, যদি আপনার কোন কার্য্য বিশেষের প্রয়োজন না থাকে, তবে সে স্থানে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন ; আরও—

পুণ্যবান্ ঋষিদের ধর্ম্ম কর্ম্ম যত।
নিরাপদে সুসম্পন্ন হ'তেছে নিয়ত॥
ইহা দেখি পারিবেন বুঝিতে রাজন্।
তব ভুজ সবে রক্ষা করিছে কেমন॥

রাজা। কুলপতি কি আশ্রমে উপস্থিত আছেন ?

বৈখা। না, তিনি সম্প্রতি স্বীয় দুহিতা শকুন্তলাকে অতিথি সৎকারে নিযুক্ত করিয়া তাঁহারি কোন প্রতিকূল দৈব-শান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।

রাজা। ভাল! তবে তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং তিনিই আমার ভক্তি বিদিত হইয়া মহর্ষির নিকট অবশ্য প্রকাশ করিবেন।

বৈখা। তবে অনুমতি হয়তো আমরা আসি। ( শিষ্য সহ বৈখানসের প্রস্থান। )

রাজা। সারথে! শীঘ্র অশ্ব চালনা কর, পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! ( পুনঃ পুনঃ রথের বেগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। )

রাজা। ( চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া ) সারথে! ইহা যে তপোবন, তাহা পরিচয় ব্যতীতও প্রতীয়মান হইতেছে।

সূত। কি প্রকারে!

রাজা। তুমি কি দেখিতেছ না, দেখ এস্থানে—

শুকের শাবক যত, কোটর হইতে কত,
উড়ি ধান্য ফেলিয়াছে দেখ তরু তলেতে।
ভাঙ্গিয়ে ইঙ্গুদী ফল, স্থানে স্থানে শিলাতল,
সমুজ্জ্বল করিয়াছে দেখ ওই স্থলেতে॥
নির্ভয়েতে মৃগগণে, ভ্রমিছে স্বচ্ছন্দ মনে,
স্যন্দনের শব্দ তারা অনায়াসে সহিছে।
জলাশয় পথোপরি, বল্কল অঞ্চল ঝরি,
বিন্দু বিন্দু জল পড়ি কত ধারা বহিছে॥

আরও—

দেখ এই সরোবরে, চপল পবন ভরে,
জলের তরঙ্গ উঠে, তরু মূল ধুয়েছে।
ওই দেখ শোভাময়, নবজাত কিশলয়,
যজ্ঞধূম সহযোগে ভিন্ন রাগ হ'য়েছে॥
দেখ এই উপবনে, হরিণশাবকগণে,
নব নব কুশাঙ্কুর নির্ভয়েতে খেতেছে।
তাদের বিশ্বাস কত, নির্ভয়েতে অবিরত,
খাইতে খাইতে দেখ অগ্রসর হ'তেছে॥

সূত। মাহারাজ! যাহা বলিতেছেন, সকলি সত্য বটে।

রাজা। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া) সারথে! আশ্রম পীড়া না হয় এমত করা কর্ত্তব্য, অতএব এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতরণ করি।

সূত। এই রশ্মি সংযত করিলাম, মহারাজ! অবতরণ করুন।

রাজা। ( অবতরণ করিয়া, আপনার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক ) সারথে! তপোবনে বিনীত বেশে গমন করাই উচিত,

অতএব আমার এই সমস্ত আভরণ ও ধনুঃ তোমার নিকটে রাখ। ( বলিয়া প্রদান, সারথিও গ্রহণ করিয়া বলিলেন) সারথে! আমি যতক্ষণ আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ তুমি ঘোটকদিগকে জলসেচন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ কর।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! ( বলিয়া নিষ্ক্রান্ত )

রাজা। ( কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, অবলোকন পূর্ব্বক ) এই যে আশ্রম দ্বার, তবে প্রবেশ করি। ( দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন সূচনা দেখিয়া ) অহো!

শান্তির আশ্রমে কেন বাহুর স্পন্দন।
কি লাভ হইতে পারে এখানে এমন॥
অথবা হতেও পারে আশ্চর্য্য কি তায়।
বিধির বিধানে নাহি স্থানের বিচার॥

( নেপথ্যে )। এই দিকে, এই দিকে, প্রিয়সখি!

রাজা। ( কর্ণ দিয়া ) অহো! এই বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণ দিকে, যেন কাহারা কথা কহিতেছে, যাহা হউক, একটু অন্তরাল হইয়া শ্রবণ করি। (অন্তরালে থাকিয়া, অবলোকন) এই যে, তপস্বি-কন্যারা স্ব স্ব প্রমাণানুরূপ সেচন-কলস দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ গুলিতে জল সেচন করিবার নিমিত্ত এই দিকেই আসিতেছেন, ( নিরীক্ষণ করিয়া ) অহো! ইহাঁদিগের কি সুন্দর রূপ!!!

দুর্ল্লভ ঈদৃশ রূপ রাজার ভবনে।
ঋষির আশ্রমে ইহা সম্ভবে কেমনে॥
বনলতা আজি তবে সৌন্দর্য্য শোভায়।
পরাজয় করিয়াছে উদ্যান লতায়॥

যাহা হউক এই ছায়ায় কিঞ্চিৎ অবস্থিতি করিয়া দেখি, ইহাঁরা কি করেন। (বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।)

(কলস কক্ষে, সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ।)

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে! বোধ হয়, তাত কণ্ব এই আশ্রম বৃক্ষ সকলকে তোমার অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, তা নইলে, তুমি নবমালিকা হ'তে সুকোমলা, তোমাকে এদের মূলে জলসেচন ক'র্‌তে নিযুক্ত কর্‌বেন কেন?

শকুন্তলা। ওলো অনসূয়ে! কেবল পিতার নিয়োগে যে এরূপ করি, তা নয়, আমারও এদের প্রতি সহোদরের ন্যায় স্নেহ। (বলিয়া বৃক্ষ সকলে জলসেচন করিতে লাগিলেন)

প্রিয়ম্বদা। সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্ম কালে যে গাছ গুলিতে ফুল হয়, তাদের মূলে জল দেওয়া হ'ল, এখন এস যে সকল গাছে এসময়ে ফুল হয় না, তাদের মূলে জল দিইগে, তাতে আমাদের লাভের আশা না থাকাতে গুরুতর ধর্ম্ম লাভ হবে।

শকু। প্রিয়ম্বদে! ভাল কথা ব'লেছ। (বলিয়া সেই সকল বৃক্ষ-মূলে জল-সেচন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া আত্মগত) এই কি সেই কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা? (সবিস্ময়) অহো! ভগবান্ কণ্ব কি অসাধু-দর্শী, তিনি ইহাঁকেও বল্কলধারিণী করিয়া কঠোর আশ্রম ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ধিক্ ধিক্ তপোধনে,　　এই কমনীয় জনে,
চান তপস্যার ক্লেশ দিতে।
পঙ্কজ দলের ধারে,　　সমী বৃক্ষ ছেদিবারে,
বাসনা হ'য়েছে তাঁর চিতে॥

যাহা হউক, এইবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া ইহাদের বিশ্বস্ত কথাবার্ত্তা গুলি শুনি। (পাদপান্তরালে অবস্থিতি।)

শকু। অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদা আমার বুকের উপরে এমন ক’সে বল্কল বেঁধে দিয়েছে যে, তাতে আমার বড় কষ্ট হ’চ্চে, তুমি একটু শিথিল ক’রে দাও। ( অনসূয়া শিথিল করিয়া দিতে লাগিল।)

প্রিয়। ( পরিহাস করিয়া ) সখি! তোমার পয়োধর দিন দিন বাড়্‌চে, আমি কি ক’র্‌ব, তোমার নবযৌবনকে তিরস্কার কর।

রাজা। ( স্বগত ) প্রিয়ম্বদা যথার্থ বলিয়াছে।

বল্কলে সর্ব্বাঙ্গ এঁর হ’য়েছে আবৃত।
নব পয়োধর তায় হয় আচ্ছাদিত॥
কেবল যেতেছে দেখা অমল বদন।
শুষ্ক পত্র মাঝে ফুল্ল কুসুম যেমন॥

অথবা, বল্কল এই শরীরের অনুরূপ ভূষণ না হইলেও তাহা অলঙ্কারের শোভা ধারণ করিয়াছে।

শৈবালের সহবাসে, সরসিজ পরকাশে,
তবু সে কতই শোভা পায়।
দেখ দেখি শশধরে, কাহার না মন হরে,
মলিন কলঙ্ক তবু তায়॥
কুসুমারী এই নারী, কিবা রূপ মনোহারী,
বল্কল করিয়ে পরিধান।
মধুর আকৃতি যার, কি নহে ভূষণ তার,
অপরূপ রূপের বিধান॥

আরও। মৃগাক্ষী বল্কল পরা, তবু রূপে আলো করা,
হেরি হয় মোহিত অন্তর।

শতদল সরোবরে, কি কর্কশ বৃন্ত ধরে,
তবু তাহা কেমন সুন্দর ॥

শকু। ( সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া ) সখি! এই আম্রবৃক্ষের পল্লবগুলি, বোধ হ'চ্চে, যেন আমাকে শীঘ্র যাবার নিমিত্ত পত্রাঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত ক'রে আহ্বান ক'র্‌চে, চল উহার নিকটে যাই। ( সখীদের সহিত শকুন্তলার তথায় গমন )

প্রিয়। শকুন্তলে! তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও।

শকু। কেন ?

প্রিয়। দেখ এই নবমালিকা সহকার বৃক্ষের সঙ্গে কেমন শোভা পাচ্চে, তোমাকেও ঐ প্রকার দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

শকু। এই জন্যেই তোমার নাম প্রিয়ম্বদা, তা ঠিক বটে।

রাজা। প্রিয়ম্বদা যথার্থ বলিয়াছে, ইহার—

সুন্দর অধর যেন নব কিশলয়।
বাহু দুটি কমনীয় লতা সম হয় ॥
যৌবন কুসুম যাঁর সর্ব্ব কলেবরে।
বিকশিত হ'য়ে তাহা কিবা শোভা ধরে ॥

অন। সখি শকুন্তলে! এই নবমালিকাটি সহকার বৃক্ষের স্বয়ম্বরবধূ, এর নাম তুমি বনতোষিণী রেখেছিলে, এখন কি একে ভুলে গেলে ?

শকু। তবে বা আপনাকেও ভুল্‌বো। ( সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অবলোকন পূর্ব্বক, সহর্ষে ) ওলো অনসূয়ে! দেখ এদের উভয়ের এখন বড় আহ্লাদের সময়, কেন না যুবতী নবমালিকা যেমন নব কুসুমে, তেমনই সহকার বৃক্ষও ফলভরে সুশোভিত

হ'য়েছে, এদের এখন উপভোগের সময়। ( বলিয়া দেখিতে লাগিলেন।)

প্রিয়। ( হাস্য করিয়া ) অনসূয়ে! শকুন্তলা এই বন-তোষিণীর প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, কি জন্যে তা জান?

অন। আমি ত তা জানি না, বল না বল না সখি কেন?

প্রিয়। এই বনতোষিণী যেমন অনুরূপ পাদপের সঙ্গে মিলেছে, "আমিও সেইরূপ মনের মত বর পাই" এই জন্যে।

শকু। এ তোমার মনের কথা। ( বলিয়া কলসীর জল প্রক্ষেপ।)

অন। শকুন্তলে! তাত কণ্ব তোমার মত এই মাধবীলতা-কেও স্বহস্তে পালন ক'রেছেন, তুমি তাকে ভুলে চ'লে যাচ্চ?

শকু। তবে বল্‌না কেন, আমি আপনাকেও ভুলে যাই। (পরে ঐ মাধবীলতার নিকটে গিয়া অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! প্রিয়ম্বদে! আমি তোমার একটি প্রিয়কথা বলি।

প্রিয়। সখি! আমার কি প্রিয়কথা?

শকু। অসময়ে এই মাধবীলতার মূল পর্য্যন্ত মুকুল হয়েছে, শীঘ্র ফুল ফুট্‌বে।

উভয়ে। ( সত্বরে সেই দিকে গমন করিয়া ) সখি সত্য সত্য।

শকু। সত্য কি না দেখ।

প্রিয়। (সহর্ষে নিরূপণ করিয়া) সখি! আমিও তোমার একটি প্রিয় কথা বলি।

শকু। আমার কি প্রিয় কথা?

প্রিয়। সখি! তোমারও শীঘ্র বিবাহের ফুল ফুট্‌বে।

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এ তোমার আপ্‌নার মনের অভিলাষ।

প্রিয়। সখি! আমি পরিহাস ক'র্‌চিনে, তাত কণ্বের মুখে শুনিছি, এ তোমার মঙ্গলের লক্ষণ।

অন। ওলো প্রিয়ম্বদে! তার জন্যেই বটে শকুন্তলা যত্ন ক'রে মাধবী লতায় জলসেচন করে?

শকু। কেন না জল সেচন ক'র্‌ব, ও যে আমার ভগিনী হয়। (বলিয়া কলসী ধরিয়া জলসেচন)

রাজা। এই কন্যা কি কুলপতি ঋষির অসবর্ণ ক্ষেত্র-সম্ভবা? অথবা সন্দেহ করা বৃথা।

ক্ষত্রিয় মহিষী যোগ্য বটে এ যুবতী।
নহে কেন এই রূপে ধায় মম মতি॥
তর্ক করি দেখ যাহা স্থির নাহি হয়।
মীমাংসা করে তো তাহা সাধুর হৃদয়॥

তথাপি ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক।

শকু। (ব্যস্ত হইয়া) জল দিলাম ব'লে একটা ভ্রমর নবমালিকা ত্যাগ ক'রে আমার মুখে ব'স্‌তে আস্‌চে। (বলিয়া ভ্রমরকে নিবারণ করিতে লাগিল)

রাজা। (সস্পৃহ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া) অহো! মধুকরকে তাড়না করিতেছেন, এই ভাবই বা কি রমণীয়।

যে দিকে ধাইছে অলি, বামাক্ষী "আঃ একি" বলি,
সেই দিকে ফিরায় লোচন।
দৃষ্টিভঙ্গি সমুদয়, কাম কৃত কভু নয়,
ভয়ে ভুরু করে বিবর্ত্তন॥

আরও ( কিঞ্চিৎ ঈর্য্যান্বিতের ন্যায় হইয়া কহিলেন )

ওহে ভৃঙ্গ বারবার করিছ চুম্বন।
চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গী রঞ্জিত নয়ন॥
সরস আখ্যার সম মৃদু মন্দ স্বরে।
গুঞ্জরব করিতেছ কর্ণের গোচরে॥
কর কাঁপাইয়ে ধনী করিছে বারণ।
তুমি তাহা না মানিছ কিসের কারণ॥
রতির সর্ব্বস্ব ধন ও বিধু বয়ান।
তার সুধা তৃপ্ত হ'য়ে করিতেছ পান॥
আমি অধর্ম্মের ভয়ে ভাবিয়া কাতর।
তুমি সবা হ'তে কৃতি হ'লে মধুকর॥

আরও। ভুরু লতা বিলাসেতে চঞ্চল নয়ন।
ইতস্তত করে কিবা দৃষ্টি বিতরণ॥
ত্রিবলি-শোভিত মাজা ঈষদ কম্পনে।
আহা মরি কিবা শোভা হয় নবস্তনে॥
শীৎকার সহিত হ'য়ে অধর স্ফূরণ।
করাগ্র পল্লব কিবা হয় সঞ্চালন॥
ভ্রমর লঙ্ঘন ভয়ে কাঁপে সর্ব্বকায়।
বাদ্য বিনা বালা যেন নাচিছে তথায়॥

শকু। সখি! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, এই বালাই মধুকর আমাকে ব্যাকুল ক'র্‌লে।

উভয়ে। ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) কে তোমাকে পরিত্রাণ ক'র্‌বে! এখন সেই তপোবন-রক্ষক রাজা দুষ্মন্তকে ডাক, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা।

রাজা। এইত আমার দর্শন দিবার উপযুক্ত সময়। ভয় নাই! ( এই অর্দ্ধোক্তি মাত্রেই, স্বগত ) আমি যে স্বয়ং

রাজা তাহা ইহারা জানিতে পারিবেক, অতএব আমি অতিথির ভাব অবলম্বন করি।

শকু। সখি! এখনো দুরন্ত ভ্রমরটা গেল না, আমি আর এক দিকে যাই, ( কিয়ৎ পাদান্তরে গিয়া, দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ) আঃ কি আপদেই পড়্‌লাম, এ যে এখানেও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসৃতে লাগ্‌ল, আমাকে পরিত্রাণ কর।

রাজা। ( সত্বর নিকটে গিয়া ) কি?

পুরুবংশ রাজার এ শাসিত ভুবন।
শাসিত হইয়া থাকে দুর্ব্বিনীত গণ॥
মুগ্ধা মুনিকন্যাগণ সরল-হৃদয়।
তাহাদের ক্লেশ দিতে কার সাধ্য হয়॥?

( সকলে রাজাকে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইল। )

অন। আর্য্য! এমন কিছু অনিষ্ট হয়নি, কেবল একটা দুষ্ট মধুকর আমাদের এই প্রিয়সখীকে ব্যাকুল ক’র্‌চে। (বলিয়া শকুন্তলাকে দেখাইল।)

রাজা। ( সকুন্তলার সম্মুখীন হইয়া ) কেমন তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে?

( শকুন্তলা অবাঙ্মুখী দণ্ডায়মানা রহিলেন। )

অন। হাঁ, সম্প্রতি অতিথিবিশেষের লাভ দ্বারা আরো বৃদ্ধি হ’ল।

প্রিয়। মহাশয়ের স্বাগত? ওলো শকুন্তলে! তুমি পর্ণশালা হ’তে, ফল সহিত অর্ঘ্যপাত্র ল’য়ে এস, এখানে যে জল আছে তা’তে পাদোদক হবে। ( বলিয়া ঘট দর্শাইল। )

রাজা। ভদ্রে! তোমাদের অমৃতময় কথাতেই আমার আতিথ্য গ্রহণ হইয়াছে।

অন। মহাশয়! তবে এই স্বভাবশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে, মুহূর্ত্তকাল উপবেশন ক'রে শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও জলসেচনে পরিশ্রান্তা হইয়াছ, তবে আইস আমরা সকলেই ক্ষণকাল এই স্থানে উপবেশন করি।

প্রিয়। (জনান্তিকে) সখি শকুন্তলে! আমাদের অতিথি-সেবার আয়োজন করা উচিত বটে, কিন্তু এস ইহাঁর কথার অনুরোধে সকলে একটু উপবেশন করি। (সকলের উপবেশন।)

শকু। (আত্মগত) ইহাঁকে দেখে আমার মনে, তপোবন-বিরোধী ভাবের উদয় হ'ল কেন?

রাজা। (সকলকে অবলোকন করিয়া) অহো! তোমাদের সকলের বয়স ও রূপ তুল্য রমণীয়, এ নিমিত্ত তোমাদের সৌহার্দ্দও অতি রমণীয় হইয়াছে।

প্রিয়। (জনান্তিকে) ওলো অনসূয়ে! এই শান্ত-স্বভাব গম্ভীর পুরুষ কে? ইনি আমাদের সঙ্গে যেরূপ আলাপ ক'র্‌চেন, বোধ হয়, ইনি কোন মহাপ্রভাবশালী পুরুষ হবেন।

অন। সখি! আমারও জান্‌তে কুতূহল হ'চ্চে, এস এঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। (প্রকাশে) আর্য্য! আপনার মধুর আলাপ-জনিত বিশ্বাস, আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস দিচ্চে. আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ উজ্জ্বল ক'রেছেন? আর কোন্ দেশকেই বা আপনার বিরহে কাতর ক'রেছেন? এবং কি জন্যেই বা এমন সুকুমারশরীরে তপোবন-দর্শনের পরিশ্রম স্বীকার ক'রেছেন?

শকু। হৃদয়! উৎকণ্ঠিত হ'য়ো না, তুমি যা জান্‌তে চাচ্ছিলে, অনসূয়া তাই জিজ্ঞাসা ক'রেছে।

রাজা। (স্বগত) আমি এখন কি প্রকারে আপনার পরিচয় দিই, আর কি প্রকারেই বা আত্মগোপন করি। (চিন্তা করিয়া) তবে এই রূপ বলি। (প্রকাশে) আমি বেদজ্ঞ, পুরুবংশোদ্ভব নৃপতির নাগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত হইয়া, সম্প্রতি পুণ্যাশ্রমদর্শনপ্রসঙ্গে এই ধর্ম্মারণ্যে আসিয়াছি।

অন। আজ ধর্ম্মারণ্যবাসিগণ সনাথ হলেন।

(শকুন্তলা লজ্জাভাব প্রদর্শন করিল)

সখীদ্বয়। ( উভয়ের আকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) ( জনান্তিকে) সখি শকুন্তলে! যদি আজ তাত এখানে থাক্‌তেন—

শকু। তা হ'লে কি হ'তো ?

সখীদ্বয়। তা হলে জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে এই অতিথি বিশেষকে কৃতার্থ কর্‌তেন।

শকু। ( কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ) যাও, তোমরা বুঝি মনে মনে কি মন্ত্রণা করেছ, আমি ও সব শুন্‌ব না।

( বলিয়া স্বতন্ত্রা বসিল )

রাজা। আমিও তোমাদের সখীসম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ কথা জিজ্ঞাসা করিব।

সখীদ্বয়। আর্য্য! এ আপনার অনুগ্রহ, তা অভ্যর্থনা কেন?

রাজা। ভগবান্ কণ্ব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অথচ তোমরা বলিতেছ এই সখী তাঁহার আত্মজা, এ কি প্রকার ?

অন। আর্য্য! শ্রবণ করুন, কৌশিক নাম গোত্রে এক মহাপ্রভাব রাজর্ষি আছেন—

রাজা। কে—ভগবান্ কৌশিক ?

অন। হাঁ, আমাদের এই প্রিয় সখীর তাঁহারি হইতে জন্ম

হয় কিন্তু তিনি ইহাঁকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে পর, তাত কণ্ব প্রতিপালন করেন, সে জন্য তিনিও এঁর পিতা।

রাজা। "পরিত্যাগ করিয়া গেলে," এই কথায় আমার অতি কৌতূহল জন্মিল, অতএব আমি ইহার আমূলবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

অন! আর্য্য! তবে শুনুন্, পূর্ব্বে সেই রাজর্ষি অতি কঠোর তপস্যা কর্‌তে প্রবৃত্ত হন, তাতে দেবতারা শঙ্কিত-চিত্ত হয়ে মেনকা অপ্সরাকে তাঁর তপস্যার বিঘ্ন কর্‌বার নিমিত্ত পাঠান।

রাজা। হাঁ, হাঁ, অন্যের সমাধিতে দেবতাদের ভয় হইয়া থাকে, তাহার পর?

অন। তার পর, এক দিন রমণীয় বসন্তকালে, তিনি মেনকার উন্মাদকারী রূপ লাবণ্য দেখে—

( এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জাভাব প্রকাশ করিলেন )

রাজা। হাঁ, বুঝিয়াছি, ইনি অপ্সরা-সম্ভবা।

অন। হাঁ, মহাশয়।

রাজা। তাহা না হইলে—

মানবীতে এত রূপ সম্ভব কি হয়।
ধরা হ'তে হয় কোথা চপলা উদয়?

( শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন )

রাজা। ( আত্মগত ) হাঁ, এখন আমার মনোরথ সাধন হইবার উপায় দেখিতেছি, কিন্তু সখীদিগের পরিহাস ছলে পরিণয় প্রস্তাব শুনিয়া আমার মন সন্দিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়া কাতর হইতেছে।

প্রিয়। ( শকুন্তলাকে দেখিয়া, সহাস্য নায়ক প্রতি অভিমুখী হইয়া ) আর্য্য! আপনি যেন আরো কিছু ব'ল্‌বেন, এরূপ আপনার আকার ইঙ্গিতে বোধ হ'চ্চে।

( শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদাকে অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিল )

রাজা। তুমি সম্যক্ অনুভব করিয়াছ, তোমাদের সুচরিতশ্রবণলালসায় আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়। আপনি সে জন্য সঙ্কুচিত হবেন না, তপস্বিরা অন্যায় আচরণ করেন না।

রাজা। আমার জিজ্ঞাস্য এই—

মৃগাক্ষীর পরিণয়, যদবধি নাহি হয়,
তদবধি রবেন কি এ ব্রত পালনে?
কিম্বা হ'য়ে কুতূহলী, চক্ষুর সদৃশ বলি,
চিরকাল মৃগসহ থাকিবেন বনে?

প্রিয়। আর্য্য! ধর্ম্মাচরণপরবশা আমাদের এই প্রিয়সখীকে, তাত কণ্ব অনুরূপ পাত্রে প্রদান কর্‌তে সঙ্কল্প করেছেন।

রাজা। ( আত্মগত, সহর্ষ ) তবে বুঝি আমার প্রার্থনা দূরগামী নহে—

ভেব না হৃদয়, ঘুচিল সংশয়,
সঞ্চারিল আশা এই।
অনল সমান, যারে ছিল জ্ঞান,
পরশ রতন সেই॥

শকু। ( রোষ ভাবে ) অনসূয়ে! আমি এখন যাই।

অন। কেন?

শকু। এই প্রলাপবাচী প্রিয়ম্বদার কথা, গোতমী পিশীকে বলে দিইগে। ( বলিয়া উত্থান )

অন। সখি! অতিথিসৎকার অসম্পন্ন রেখে, স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া, আশ্রমবাসীদের উচিত নয়।

( শকুন্তলা উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যতা )

রাজা। (মুখ ফিরাইয়া) কেন, কি নিমিত্ত চলিয়া যান? ( উত্থান পূর্ব্বক তাহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়া, পুনর্ব্বার সেই ইচ্ছা সম্বরণ পূর্ব্বক, স্বগত ) ওঃ কামিজনের ইচ্ছা কার্য্যবৎ প্রতীয়মান হয়। যে হেতু—

ভাবিয়ে ছিলাম যাব এখনি নিতান্ত।
শিষ্টাচার হেতু তাতে হইয়াছি ক্ষান্ত॥
শিষ্টাচারে করি নাই যদিও গমন।
তবু যেন গিয়ে পুনঃ ফিরেছি এখন॥

প্রিয়। ( শকুন্তলাকে রোধ করিয়া ) ওলো চণ্ডি! তুমি এখন যেতে পারবে না।

শকু। ( প্রত্যাগত হইয়া ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক ) কেন?

প্রিয়। তুমি আমার দু' কলসী জল ধার, আগে তা' শোধ দাও, তার পর যেও। ( বলিয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিল।)

রাজা। ভদ্রে! বৃক্ষে জল সেচন করাতে তোমাদের সখীকে পরিশ্রান্তা দেখিতেছি, কেননা,—

জল ভার তুলে তুলে. কষ্ট পান বাহুমুলে,
রক্তবর্ণ করতলে, রক্ত আভা ফুটেছে।
শ্বাস বহে ঘন ঘন, তাহাতে কাঁপিছে স্তন,
এখনও সে কম্পন, নিবৃত্ত না হতেছে॥
বদনেতে ঘর্ম্মবারি, এখনও র'য়েছে তাঁরি,
কর্ণফুল মনোহারি, তাহে বদ্ধ র'য়েছে।

বন্ধন খুলিয়ে গিয়ে, পড়ে কেশ এলাইয়ে,
এক হাতে অবশেষ, তাহা ধ'রে র'য়েছে ॥

অতএব ইহাকে আমি অনৃণা করিয়া দিই। ( বলিয়া আপন অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন )

( সখীদ্বয় তদুপরি নামাক্ষর পাঠ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন )

রাজা। সে জন্য তোমরা কিছু মনে করিও না, আমি ইহা রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ; আমি রাজকীয় পুরুষ।

প্রিয়। আর্য্য ! তবে এই অঙ্গুরী পরিত্যাগ কর্‌বার প্রয়োজন নাই, আপনার বচন মাত্রেই ইনি অঋণী হলেন।

অন। ( হাস্য মুখে ) ওলো শকুন্তলে ! তুমি এই মহানুভবের অথবা স্বয়ং রাজর্ষির অনুগ্রহে ঋণ হ'তে মুক্ত হলে, তা এখন কোথায় যাবে যাও।

শকু। ( স্বগত ) যেতে পার্‌লে ত যাব।

প্রিয়। এখন যাচ্চ না যে ?

শকু। আমি কি তোমার অধীনা ? আমার যখন ইচ্ছা হবে, তখন যাব।

রাজা। ( শকুন্তলাকে বিলোকন করিয়া, আত্মগত ) ইহাঁর প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, ইহাঁরও কি আমার প্রতি সেইরূপ ? অথবা আমার প্রার্থনা কি সফল হইবে ? কারণ—

যদিও আমার বাক্যে কথা নাহি কহে।
আমার কথায় কিন্তু কর্ণ-পাতি রহে ॥
দাঁড়ায়ে আমার দিকে নাহি বড় চায়।
কিন্তু অন্যত্রেও দৃষ্টি নাহিক ফিরায় ॥

নেপথ্যে। (শব্দ হইল) ভো ভো তপস্বিগণ! তপোবন-

সন্নিহিত প্রাণি সকলের রক্ষার্থে, আপনারা সজ্জীভূত হউন, মৃগয়া বিহারী রাজা দুষ্মন্ত নিকটবর্ত্তী। ঐ দেখুন্—

তুরগের খুরে হইয়া আহত,
অরুণ বরণ রেণুকাচয়।
শাখায় শুকায় বল্কল যাবৎ,
শলভ সমান পড়িছে তায়॥

রাজা। (স্বগত) অহো ধিক্! আমার অন্বেষণকারী সৈনিকেরা এই তপোবন রোধ করিয়াছে।

পুনর্নেপথ্যে। ভো ভো তপস্বিগণ! আপনারা সাবধান হউন, সাবধান হউন, একটা হস্তী, বৃদ্ধা স্ত্রী ও কুমার কুলকে পর্য্যাকুল করিয়া দৌড়িতেছে।

দেখে রথকায়, ভয়ে করী ধায়,
বেগে পরাজিয়া বাতে।
আঘাতে প্রখর, ভেঙ্গে তরুবর,
লাগিয়া রয়েছে দাঁতে॥
বন লতা কত, ছিঁড়ে শত শত,
পায়ে আছে জড়াইয়া।
দেখে তার গতি, মৃগ-যূথ-পতি,
ভয়ে যায় পলাইয়া॥
কি করি কি করি, ওই দেখ করী,
প্রবেশিল তপোবনে।
যেন মূর্ত্তিধর, বিঘ্ন অগ্রসর,
তপোধর্ম্ম বিনাশনে॥

(সকলে শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে উত্থান করিল)

রাজা। (স্বগত) অহো ধিক্! তপস্বিদিগের নিকট আমি অপরাধী হইলাম! এখন প্রতিগমন করিতে হইল।

সখীদ্বয়। মহাভাগ! এই আরণ্য-হস্তি-ভয়ে আমরা আকুলা হ'য়েছি, অতএব আমাদিগকে কুটীরে গমন ক'রতে অনুমতি করুন্।

অন। (শকুন্তলার প্রতি) ওলো শকুন্তলে! আর্য্যা গোতমী আকুলা হবেন, তা এস আমরা শীঘ্র যাই।

শকু। (গতিরোধ প্রকাশ করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার উরুদেশ এমন অবশ হ'ল কেন?

রাজা। তোমরা আস্তে আস্তে গমন কর, যাহাতে আশ্রমবাধা না জন্মে, আমি তাহা করিতেছি।

সখীদ্বয়। মহাভাগ! আপনি কে আগে জানিতে পারি নাই, মধ্যবিধ লোকের ন্যায় আপনার অতিথি সৎকার ক'রে আমরা অপরাধিনী হয়েছি, সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'রতে হবে; আর মহাশয়ের পুনর্ব্বার দর্শন পাবার নিমিত্ত আমরা আপনাকে নিবেদন ক'রতে লজ্জিত হইতেছি।

রাজা। সে কি? তোমাদের দর্শনেই আমার আতিথ্য লাভ হইয়াছে।

শকু। ওলো অনসূয়ে! কুশাঙ্কুর আমার পায়ে ফুটেছে, আবার এই কুরুবক শাখায় বল্কলখান জড়িয়ে গেল, তোমরা একটু দাঁড়াও আমি ছাড়িয়ে নিই। (কুশাঙ্কুর মোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া রাজাকে অবলোকন করিতে করিতে, সখী-দিগের সহিত শকুন্তলা নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সকলেই গেল, তবে আমিও যাই,—শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার আর নগর গমনে ঔৎসুক্য নাই, কি করি, অনুচরদিগকে

একত্র করিয়া তপোবনের অনতিদূরে গিয়া অবস্থিতি করি হায়! শকুন্তলার দর্শন হইতে আমার চঞ্চল চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে আমি নিতান্ত অশক্ত হইতেছি।

শরীর সম্মুখে যায়, মন পিছু দিকে ধায়,
চঞ্চল হইয়ে অতিশয়।
কেতুর অংশুকগণে, প্রতিকূল সমীরণে,
যথা বিপরীতগামী হয়॥

( সকলে নিষ্ক্রান্ত। )

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

---

ঋষির আশ্রম, নিকটবর্ত্তী প্রান্তর, রাজশিবির ও অনুচরগণ।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হায়, কি হত অদৃষ্ট! এই মৃগয়াশীল রাজার বয়স্য হ'য়ে, প্রাণ গেল। এই মৃগ, ঐ বরাহ, ঐ শার্দ্দূল ক'রে ক'রে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বিরল ছায়ায় বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌তে হয়। একে গ্রীষ্মকাল, এখানে তাই না একটু ভাল জল পান ক'র্‌তে পাই, পাতা লতা প'ড়ে, গিরিনদীর জল কটু কষায়, তাই পান করি। আবার তাই কি ভাল ক'রে নিয়মিত সময়ে আহার ক'র্‌তে পাই, সেই বেলা অবসানে কতকগুলো শূল্য মাংস, তাও সুসিদ্ধ হ'তে পায় না, তাই খাই। রাত্রিতে যদিও অতি কষ্টে নিদ্রার আবির্ভাব হয়, তাও তুরগ, গজ সমূহের শব্দে ভাঙ্গিয়া যায়। প্রভাত হ'তে না হ'তেই পক্ষিলুব্ধ হতভাগীর বেটা ব্যাধেরা, বনে গমন করে, কাণের নিকট কোলাহল ক'র্‌তে থাকে, তখনও একটু নিদ্রা আসে, তাও ভাঙ্গিয়া যায়। তা যা হ'ক্, এতেও তত কষ্ট বোধ হয় নি, কিন্তু এ যে আবার গণ্ডের উপর বিস্ফোড়া হ'ল, কেননা আমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রে, রাজা একাকী মৃগের অনুসারী হ'য়ে, ঐ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, সেখানে শকুন্তলা নামে এক তপস্বিকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে, আর

নগরগমনের কথাও কহেন না ; ইহা চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমার চকের উপর দিয়া রাত্রি প্রভাত হ'য়ে যায়। এখন উপায় কি ? প্রিয়বয়স্য যতদিন দার পরিগ্রহ না কর্‌ছেন, ততদিন এখানে থাক্‌তেই হবে। ( চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া ) এই যে প্রিয়বয়স্য, বনফুলের মালা গলায় দিয়ে, ধনুর্ব্বাণ হাতে ল'য়ে, প্রিয়জনকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন্। এখন আমি বিকলাঙ্গের মত হয়ে থাকি, তা হলেই আজ বিশ্রাম ক'র্‌তে পাব।

( ইহা বলিয়া দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া রহিলেন )

স্মরদশাপন্ন রাজার প্রবেশ।

রাজা। ( আত্মগত )

নিশ্চয় সুলভ নয় প্রেয়সী রতন।
তথাপি চিন্তিয়া তারে সুখী হয় মন॥
তাই বলি আমাদের না হলে সঙ্গতি।
উভয়ের প্রার্থনা উভয়ে করে রতি॥

( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) এইরূপে কামিজনেরা, প্রিয়জনের মনোবৃত্তিকে নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ মনে করিয়া বিড়ম্বিত হয়। কেননা—

সে প্রিয়া চাহিতে লাগিল সখী পানে।
ভাবিলাম করিতেছে স্পৃহা এই জনে॥
গজেন্দ্র গমন হেতু নিতম্ব বিলাস।
ভাবিলাম আমাকে করিছে অভিলাষ॥
যখন বলিল তারে এসগো ত্বরায়।
"রহ রহ" ক্রোধ ভাবে বলিল তাহায়॥
ইথে আমি সুনিশ্চয় জানিলাম মনে।
সে সকল ভঙ্গী তার আমারি কারণে॥

অথবা আমার পক্ষে নহে অসঙ্গত।
কামুকেরা দেখে সবে আপনার মত॥

বিদূ। (বিকল ভাবে থাকিয়া) মহারাজ! আমার হাত তুলিবার শক্তি নাই, সুধু কথায় আশীর্ব্বাদ করি, আপনার জয় হ'ক।

রাজা। (দেখিয়া সস্মিত) তোমার সকল শরীর এ প্রকার বিকল হইল কেন?

বিদূ। নাও, আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না, নিজে চকে আঙ্গুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'চ্চে, চকে জল কেন?

রাজা। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল।

বিদূ। নদীর তীরে বেত গাছ গুলো যে কুব্জ ভাব অবলম্বন করে, সে কি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কি নদীর বেগ-প্রভাবে সেরূপ করে?

রাজা। নদীর বেগই তাহার কারণ।

বিদূ। সেইরূপ আপনিও আমার পক্ষে।

রাজা। কি প্রকারে?

বিদূ। রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে এই নির্ম্মনুষ্য ভয়ঙ্কর বনে বনচরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকা কি আপনার উচিত, এতে আমার বলবার কি আছে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান, সর্ব্বদা বনপশুর অনুসরণ ক'রে, বনে বনে ঘুরে ঘুরে আমার সর্ব্ব শরীর বিবশ হ'য়ে পড়েছে, অতএব অনেক বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আমাকে একটা দিনও বিশ্রাম কর্‌'তে দিন।

রাজা। (আত্মগত) ইনিত এই রূপ বলিতেছেন,

আমারও চিত্ত কণ্বসুতাকে স্মরণ করিয়া, মৃগয়ার প্রতি নিরুৎ-সুক হইয়াছে, অতএব—

এই সংযোজিত বাণ, এই সংযোজিত বাণ।
করিব না আর আমি মৃগেতে সন্ধান॥
তারা থাকি প্রিয়া সনে, তারা থাকি প্রিয়া সনে।
শিখায়েছে প্রিয়ারে বিনোদ বিলোকনে॥

বিদূ। (রাজার প্রতি অবলোকন করিয়া) আপনি মনে মনে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন? আমার এ কেবল অরণ্যে রোদন করা সার হ'ল।

রাজা। (হাস্য করিয়া) সুহৃদ্বাক্য অবহেলা করা উচিত নহে, তবে তাহাই হউক। (অদ্য মৃগয়ায় যাওয়া রহিত করা গেল)

বিদূ। (পরিতুষ্ট হইয়া) আপনি চিরজীবী হ'ন।

(ইহা বলিয়া যাইতে উদ্যত)

রাজা। বয়স্য! স্থির হও, আমার শেষ কথা শুন।

বিদূ। আজ্ঞা করুন্।

রাজা। বিশ্রাম অন্তে, একটি অনায়াস-সাধ্য কর্ম্মে তোমাকে আমার সহায়তা করিতে হইবেক।

বিদূ। কি, মোদকের আয়োজন নাকি?

রাজা। তাহা নহে, যাহা বলি তাহা শুন।

বিদূ। ভাল, বলুন।

রাজা। কে আছে এখানে?—

দ্বারপাল। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিকে আহ্বান কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা। (ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত, পুনর্ব্বার

সেনাপতি সহ প্রবেশ করিয়া ) আসুন, আসুন, মহারাজ আপনাকে কি আদেশ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা ক'র্‌চেন ; নিকটে যা'ন।

সেনা। (রাজাকে অবলোকন করিয়া, স্বগত) মৃগয়াতে দোষ সকল প্রত্যক্ষ হইলেও আমাদের প্রভুর নিকট কেবল গুণের নিমিত্তই হইয়াছে। কেননা—

ধনুর্গুণ নিরন্তর, টানিয়ে কঠিনতর,
গিরি-করি-কলেবর সমদেহ হ'য়েছে।
রবির কিরণ সহে, স্বেদ বিন্দু সদা বহে,
ক্ষীণতাও লক্ষ্য নহে, সেই শক্তি রয়েছে॥

( রাজার নিকটে গমন করিয়া ) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! এই বন প্রায় মৃগশূন্য হইয়াছে, যে বনে শ্বাপদ আছে তাহার অনুসন্ধান হইয়াছে, এখন কি আজ্ঞা করেন।

রাজা। ভদ্রসেন! মাধব্য মৃগয়ার দোষ দেখাইয়া আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছে।

সেনা। ( জনান্তিকে ) সখে মাধব্য! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিও, আমি এখন মহারাজের মনোবৃত্তির অনুসরণ করি। ( প্রকাশে ) মহারাজ! এই বিধবার পুত্র প্রলাপ বলিতেছে। মৃগয়া দোষের কি গুণের, আপনিই তাহার সাক্ষী, দেখুন না,

মৃগয়ায় মেদ ক্ষয়, স্থূলোদর কৃশ হয়,
পটু হয় শরীর কেমন।
মাংস অস্থি দৃঢ়তর, কাজে সদা সুতৎপর,
উৎসাহে পুরিত হয় মন॥
ভয় ক্রোধে জন্তুগণ, কিরূপ বিকৃত মন,
হয় তার দিব্য পরিচয়।

চলিছে যে জন্তু তীরে, লক্ষ্য ক'রে যদি পারে,
প্রহারিতে কিবা সুখোদয় ॥
সেরূপ নিপুণ যেই, ধন্য ধনুর্দ্ধর সেই,
কেবা বলে মৃগয়া ব্যসন।
ইহাতে আমোদ যত, কিসে আর আছে তত,
কিসে এত তুষ্ট হয় মন ॥

বিদূ। (সক্রোধে) ওরে উৎসাহ বর্দ্ধক! ক্ষান্ত হ, আর জ্বালাস নে, আমি স্বামীকে কত ক'রে ক্ষান্ত কর্‌লাম, ও আবার এল উৎসাহ দিতে। তুই দাসীর পুত্র, কোন্ দিন বনে বনে ঘুর্‌তে, ঘুর্‌তে নর-নাসিকা-লোলুপ বাগ ভালুকের মুখে পড়বিই, পড়বি।

রাজা। সেনাপতে! আমরা আশ্রমের অতি নিকটে আছি, এজন্য তোমার বাক্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। অদ্য—

শৃঙ্গাঘাত করি জলে, মহিষেরা কুতূহলে,
পড়ি জলে হ'ক্ হৃষ্ট মন।
মৃগকুল ছায়া তলে, শুয়ে থেকে দলে দলে,
মুখ নেড়ে করুক্ চর্ব্বণ ॥
বরাহেরা এইক্ষণ, হইয়ে নিশ্চিন্ত মন,
পল্বলের মুস্তা তুলে খাক।
এই মম ধনু আর, ছাড়িয়ে রজ্জুর ভার,
শিথিল ভাবেতে আজি থাক ॥

সেনা। প্রভুর যেমন অভিরুচি।

রাজা। তবে অগ্রগামী ধনুর্ধারী সেনাগণকে প্রতিনিবৃত্ত কর, তাহারা যেন তপোবন অবরোধ না করিয়া দূরে অবস্থিতি করে। কেননা—

তপোবন যদ্যপিও শান্তিময় স্থান।
দাহাত্মক তেজ তাহে করে অধিষ্ঠান॥
সূর্য্যকান্ত মণি যথা স্বতঃ শৈত্য গুণ।
অন্য তেজ আবির্ভাবে প্রসবে আগুণ॥

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

বিদূ। ওরে উৎসাহবর্দ্ধক! দূর হ, দূর হ।

(সেনাপতি নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। (পরিজন বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোমরা সকলে মৃগয়া বেশ ত্যাগ কর। রৈবতক! তুমিও আপনার কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর।

রৈব। যে আজ্ঞা মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূ। মহারাজ! এখানে মাছিটি পর্য্যন্তও থাকৃতে দিলেন না, তবে এখন আপ্নি ঐ গাছ তলায় ছায়াতে শিলাতলে উপবেশন করুন। আমিও সুখে উপবেশন ক'রব।

রাজা। ভাল, তবে অগ্রসর হও।

বিদূ। আসুন, আসুন।

(উভয়ের তথায় উপবেশন)

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি চক্ষু পাইয়াছ, কিন্তু চক্ষুর ফল পাও নাই, কারণ দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই।

বিদূ। কেন আপ্নি ত আমার সম্মুখেই রয়েছেন?

রাজা। সকলে আত্মীয়কেই রমণীয় দেখে, কিন্তু আমি সেই আশ্রমললামভূতা শকুন্তলাকে অধিকার করিয়া বলিতেছি।

বিদূ। (স্বগত) ইহাঁকে উৎসাহ দেওয়া হ'বে না—

( প্রকাশে ) বয়স্য! যখন সে তপস্বিকন্যা, অপ্রার্থনীয়া, তখন তা'কে দেখে ফল কি ?

রাজা। ধিক্ মূর্খ!

ঊর্দ্ধে মুখ রাখি, হ'য়ে স্থির আঁখি,
কেন অনুরাগ ভরে।
নব সুধাকরে, লোকে দৃষ্টি করে,
পাবার কি আশা ধরে॥

ফলতঃ পরিহার্য্য বস্তুর উপভোগে, দুষ্মন্তের মন কখন প্রবৃত্ত হয় না।

বিদূ। তবে সে কি প্রকার, বলুন।

রাজা। অপ্সরার গর্ভে জন্মে সে নারী রতন।
অপ্সরা ত্যজিয়ে তারে করে পলায়ন॥
তাই অর্ক বৃক্ষে নব মালিকা সমান।
পালিলেন তাঁরে যত্নে মহর্ষি প্রধান॥

বিদূ। (হাস্য করিয়া) হাঁ, যেমন পিণ্ড খর্জ্জুর ভক্ষণে মুখ মিষ্ট হ'লে, তিন্তিড়ি খেতে শ্রদ্ধা হয়, তেমনি আপনার অন্তঃপুরের স্ত্রীরত্ন উপভোগে তৃপ্ত হ'য়ে এই ইচ্ছা হচ্চে।

রাজা। সখে! তাহাকে তুমি জাননা, এই নিমিত্ত এরূপ বলিতেছ।

বিদূ। হাঁ, যাহাতে আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছে সে অবশ্য রমণীয় হতে পারে।

রাজা। বয়স্য! অধিক আর কি বলিব—

বিস্তর ভাবিয়ে বিধি, কৃশাঙ্গীর রূপ নিধি,
রূপের চরম বলি করিল গঠন।

নারী জাতি মধ্যে তিনি,    শ্রেষ্ঠতর মনে গণি,
ধন্য বিধি ধন্য নারী চিন্তি সর্ব্বক্ষণ ॥

বিদূ। যদি এমন হয় তবে ত তিনি রূপবতী কুলকে পরাভব করেছেন।

রাজা। আমার ত এরূপ বোধ হয়, যে তিনি—

অনাঘ্রাত কুসুম, অচ্ছিন্ন কিসলয়।
অছিদ্র রতন বা অভুক্ত রস হয় ॥
অখণ্ড পুণ্যের ফল এই লয় মনে।
না জানি গড়িল বিধি কাহার কারণে ॥

বিদূ। তবে শীঘ্র শীঘ্র গিয়ে তাহাকে হস্তগত করুন, যেন তিনি কোন ইঙ্গুদী-তৈল-চিক্কণ-শীর্ষ তপস্বীর হাতে না পড়েন।

রাজা। তিনি পরাধীনা, বিশেষতঃ তাঁহার নিকটে এখন গুরুজন নাই।

বিদূ। ভাল, বলুন দেখি, আপনার উপর তাঁর মনের অনুরাগ কেমন ?

রাজা। বয়স্য ! তপস্বিকন্যারা প্রায়ই কিছু অপ্রগল্‌ভ-স্বভাবা, তথাপি—

যখন সঙ্গতি হ'ল নয়নে নয়নে।
অমনি সে ফিরাইল আপন বদনে ॥
চাপিতে না পেরে হাসি করে অন্য ছল।
হেসে মনোরমা মন করেছে বিহ্বল ॥
কৌশলে বিকার ভাব করেছে বারণ।
কামনা প্রকাশ নহে নহেও গোপন ॥

বিদূ। (হাস্য করিতে করিতে) দৃষ্টি মাত্রেই কি আপনার কোলে উঠ্‌বে ?

রাজা। আবার যখন তিনি সখীদের সহিত গমন করেন, তখনও আমার প্রতি নানাবিধ হাব ভাবের সহিত অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা

কুশাঙ্কুর পদ তলে, ফুটিল ফুটিল বলে,
ধনী আর যাইতে না চায় হে।
বল্কল মোচন ছলে, ফিরায়ে মুখ কমলে,
কতবার দেখিল আমায় হে ॥

বিদূ। তবে আপনি পথের সম্বল করেছেন, তপোবনে আসা আপনারি সার্থক।

রাজা। সখে! পরামর্শ দাও দেখি, কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া, আবার আশ্রম পদে গমন করি ?

বিদূ। অন্য সূত্র আর কি ? আপনি ত ভূস্বামী।

রাজা। তাহাতে কি হইবে ?

বিদূ। গিয়ে বলুন, নীবারের ষষ্ঠভাগ আমাকে রাজস্ব দাও।

রাজা! দূর মূর্খ! তপস্বীরা আমাকে অন্যবিধ রাজস্ব দিয়া থাকেন, তাহা রাশি রাশি রত্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। দেখ—

যে কর উদ্ভব হয় প্রজা সন্নিধান।
সেই কর বিনশ্বর, নহে মূল্যবান্ ॥
তপঃ ষষ্ঠভাগ কর দেন ঋষি-গণ।
সে কর অক্ষয় ধন মোক্ষের কারণ ॥

নেপথ্যে। আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইল।

রাজা। (কর্ণ প্রদান করিয়া) অয়ে! এ যে ধীর প্রশান্ত স্বর! বোধ হয় তপস্বীরা আগমন করিয়াছেন।

দৌবারিক। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজ! দুজন ঋষিকুমার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দাও।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (বলিয়া প্রস্থান ও ঋষিকুমার দিগের সহিত পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া) আপনারা এদিকে আসুন।

(তাঁহারা উভয়ে রাজাকে দর্শন করিতে লাগিলেন)

এক ঋষিকু। (রাজার প্রতি অবলোকন করিয়া) অহো! এরূপ প্রদীপ্ত আকৃতিতে কেমন বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে, অথবা ঋষিতুল্য এ রাজশরীরে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ—

সর্ব্ব ভোগ্য এ আশ্রমে থাকি মহোদয়।
প্রজা রক্ষা করি তপ করেন সঞ্চয়॥
রাজর্ষি বলিয়ে এঁরে গন্ধর্ব্বেরা গায়।
সুরলোকাবধি তায় প্রতিধ্বনি হয়॥

দ্বিতীয়। সখে গৌতম! ইনিই কি সেই ইন্দ্রসখা দুষ্মন্ত?

প্রথম। হাঁ।

দ্বিতীয়। না হইবেন কেন?

এই সসাগরা, দীর্ঘ বসুন্ধরা,
শাসেন যে মহোদয়।
দ্বিবাহু সরল, লম্বদ্বারার্গল,
সম দীর্ঘ যাঁর হয়॥
যাঁরে সুরগণে, অসুরের রণে,
পাইলে বিষম ভয়।
ইন্দ্রেরো শরণে, তৃপ্ত নহে মনে,
ইঁহারি আশ্রয় লয়॥

উভয়ে। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! বিজয়ী হউন।

রাজা। (আসন হইতে উত্থান করিয়া) আপনাদিগকে প্রণাম করি।

উভয়ে। আপনার মঙ্গল হউক। (এই বলিয়া ফলোপহার প্রদান করিলেন)

রাজা। (প্রণাম পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া) আপনাদিগের আগমনের প্রয়োজন শুনিতে ইচ্ছা করি।

উভয়ে। আপনি এস্থানে আছেন, বিদিত হইয়া, তপস্বীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

রাজা। ঋষিরা কি আজ্ঞা করিয়াছেন?

উভয়ে। কুলপতি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত না থাকায়, রাক্ষসেরা তপোবনে বিঘ্ন আরম্ভ করিয়াছে, অতএব মহারাজের নিকট ঋষিদিগের অনুরোধ যে আপনি সারথি সহিত কতিপয় দিবস এস্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে সনাথ করেন।

রাজা। ঋষিদিগের এই আদেশে আমি অনুগৃহীত হইলাম।

বিদূ। (অপবার্য্য) এ এখন আপনার অনুকূল গলহস্ত হ'ল।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রৈবতক! তুমি আমার নাম করিয়া সারথিকে বল, ধনুর্ব্বাণ সহিত রথ আনয়ন করেন।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ! (নিষ্ক্রান্ত)

উভয়ে। (হর্ষের সহিত)

ধন্য পুন্যবান্ ভূপ, পূর্ব্ব পুরুষানুরূপ,
উপযুক্ত তোমার এ কাজ।
বিপন্নে অভয় দানে, দীক্ষিত বিধি বিধানে,
ছিলেন যতেক পুরুরাজ॥

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনারা অগ্রসর হউন, আমি অবিলম্বে যাইতেছি।

উভয়ে। আপনার জয় হউক। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। মাধব্য! শকুন্তলাকে দেখিতে তোমার কৌতূহল হয়?

বিদূ। আগে কোন বাধা ছিল না কিন্তু এখন রাক্ষসের কথা শুনে বিলক্ষণ বাধা জন্মেছে।

রাজা। ভয় কি, তুমি আমার নিকটে থাকিবে।

বিদূ। তবে আমি রথের চাকার মাঝখানে থাক্‌ব; সে দিকে কেউ আস্‌বে না?

দৌবারিক। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয়, মহারাজ! আপনার বিজয় যাত্রার নিমিত্ত রথ প্রস্তুত, কিন্তু দেবীদের সমাচার ল'য়ে নগর হ'তে করভক এসেছে।

রাজা। (সাদরে) আর্য্যারা পাঠাইয়াছেন?

দৌবা। হাঁ মহারাজ।

রাজা। তাহাকে এখানে আসিতে দাও।

দৌবা। যে আজ্ঞা। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত ও করভকের সহিত পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া) করভক! ঐ মহারাজ, তুমি নিকটে যাও।

করভক। (রাজ সমীপবর্ত্তী হইয়া, প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজের জয়, মহারাজ! দেবীরা আজ্ঞা করেছেন—

রাজা। কি আজ্ঞা করিয়াছেন?

কর। "আগামী চতুর্থ দিনে পুত্রপিণ্ড পালন নামে উপবাস আছে, সে দিন তোমাকে আমাদিগের নিকট থাক্‌তে হবে।"

রাজা। এদিকে তপস্বিদিগের কার্য্য, ওদিকে মাতৃ আজ্ঞা, উভয়ই অলঙ্ঘনীয়, এখন কি করা বিধেয়।

বিদূ। হাস্য করিয়া কেন ত্রিশঙ্কুর মত মধ্য স্থানে থাকুন।

রাজা। সত্য, আমি অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছি—

দ্বিধা যুক্ত অতি হ'ল মম মতি,
নগরে বিপিনে ধায়।
শৈল প্রতিহত, যথা নদী স্রোত,
ফিরিয়া ফিরিয়া যায়॥

( বিচিন্ত্য ) সখে মাধব্য! মাতৃগণ তোমাকেও পুত্রবৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন অতএব তুমি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাও, আমি যে তপস্বিকার্য্যে ব্যাপৃত তাহা তাঁহাদিগকে জানাইও। তুমি তাঁহাদিগের নিকট থাকিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবে।

বিদূ। ভাল, চ'ল্‌লাম। কিন্তু এমন মনে ক'রবেন না যে আমি রাক্ষসকে ভয় করি।

রাজা। ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) হাঁ, এমনো কথা, তুমি মহা ব্রাহ্মণ, তোমাতে কি উহা সম্ভব হয়।

বিদূ। তবে আমি রাজ-অনুজের ন্যায় যেতে ইচ্ছা করি।

রাজা। ভালই ত, তপোবনের উপরোধ নিবারণ করা আবশ্যক হইয়াছে, সমুদয় অনুচরদিগকে তোমারি সঙ্গে পাঠাইতেছি।

বিদূ। ( সগর্ব্বে ) তবে আমি আজ যুবরাজ হ'লাম।

রাজা। ( স্বগত ) এ ব্রাহ্মণ বটু অত্যন্ত চপল। যদি আমার এই চেষ্টা অন্তঃপুরে বলিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রমাদ। কি করি, অথবা এই প্রকার বলিয়া ইহাকে বিদায়

করি। (বিদূষকের হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) সখে মাধব্য ঋষিদিগের গৌরবের নিমিত্ত আমি আশ্রমে যাইতেছি, সত্য সত্য সেই পরোক্ষ মন্মথ ঋষিকন্যার নিমিত্ত আমি অভিলাষী নহি। দেখ—

যে কামিনী থাকে বনে, মৃগের শাবক সনে,
সে বা কোথা আমি কোথা বুঝিয়া দেখনা হে।
রহস্য করিয়ে আমি, বলেছি হয়েছি কামী,
সত্য বলি সেই কথা মনেও রেখনা হে ॥

বিদূ। তা বই কি।

রাজা। মাধব্য! তুমি আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান কর, আমিও তপোবন রক্ষার্থে সেই দিকেই গমন করি।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল।)

---

# তৃতীয় অঙ্ক

ঋষির আশ্রম।

কুশ হস্তে যজমান শিষ্যের প্রবেশ॥

শিষ্য। (চিন্তা করিয়া, সবিস্ময়) অহো! রাজা দুষ্মন্ত কি মহা প্রভাবশালী!—তিনি সারথি মাত্র সমভিব্যাহারী হইয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করাতেই আমাদের সকল কার্য্য নিরুপদ্রব হইল।—

জ্যার শব্দে গেল বিঘ্ন কিবা কথা শরে।
ধনুর টঙ্কারে বিঘ্ন পলাল অন্তরে॥

বেদির আস্তরণ নিমিত্ত এই দর্ভগুলি ঋত্বিকদিগকে সম্প্রদান করিয়া আসি। (যাইতে যাইতে অবলোকন পূর্ব্বক) (আকাশে)—প্রিয়ম্বদে? তুমি কাহার নিমিত্ত উশীরানুলেপন ও সমৃণাল নলিনীদল লইয়া যাইতেছ? (শ্রুতি নিক্ষেপ পূর্ব্বক) কি বলিলে? আতপতাপে শকুন্তলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে—তাই তাহার সন্তাপ নিবারণার্থে লইয়া যাইতেছ? প্রিয়ম্বদে! যত্ন পূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষা করিও, তিনি কুলপতি কণ্বের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা। আমিও তাহার নিমিত্ত যজ্ঞীয় শান্তিজল গৌতমীর হস্তে পাঠাইয়া দিতেছি।

(নিষ্ক্রান্ত)

(বিষ্কম্ভক)

স্মরদশাপন্ন রাজার প্রবেশ।

রাজা। (চিন্তা করিতে করিতে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

তপোবল জানি, জানি অধীনা কুমারী।
তথাপি তাঁ হ'তে মন ফিরাতে না পারি ॥
নিম্ন অভিমুখে স্রোত চলিছে যখন।
কেবা পারে নিবারিতে তাহারে তখন ॥

ভগবন্ মন্মথ! তোমার শর কুসুমময়, তবে এত তীক্ষ্ণ হইল কেন? (স্মরণ করিয়া) হাঁ বুঝিয়াছি।—

অদ্যাপি তোমাতে হর-কোপানল জ্বলে।
যে রূপ বাড়বানল জলধির জলে ॥
অন্যথা, যদ্যপি তুমি হ'তে ভস্মময়।
এত তাপ না সহিত আমার হৃদয় ॥

আরও, তুমি এবং চন্দ্রমা উভয়ই বিশ্বাসের পাত্র, কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই কামিজনকে প্রতারণা কর।

তোমার কুসুম শর, চন্দ্রমার হিম কর,
মদ্বিধ বিরহিজনে সত্য কভু নয়।
কোথা স্নিগ্ধ সুধাকরে, অনল প্রসব করে,
তুমি কিনা ফুল শরে কর বজ্রময় ॥
অথবা হে মীনকেতো, পীড়া যে দিতেছ এত,
তাও ভাল লাগিত আমায়।
দহিতে পারিতে যদি, ফুলবাণে নিরবধি,
সে মৃগ-নয়নী ললনায় ॥

ভগবন্ কুসুমায়ুধ! আমি তোমাকে এত করিয়া সেবা করিতেছি আমার প্রতি তোমার কি দয়ার উদয় হয় না!

কতই যতনে, কত ভে'বে মনে,
বৃথা বাড়ায়েছি তোমারে স্মর।

তুমি তার ফুল, দিলে অবিকল,
আমারি উপর হানিছ শর ॥

( খিন্ন ভাবে পরিক্রম করিতে করিতে ) তপস্বিদিগের বিঘ্ন নিরাকৃত হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে আমাকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এখন কোথায় যাই, কোথায় গিয়া এই তাপিত প্রাণ শীতল করি ; প্রিয়াদর্শন ব্যতিরেকে আমার আর বিনোদনোপায় নাই, অতএব প্রিয়া কোথায় আছেন অন্বেষণ করি। ( ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া ) শুনিয়াছি দিবসের মধ্য ভাগে শকুন্তলা প্রায়ই লতা মণ্ডিত মালিনী তীরে সখী-দিগের সহিত আতপ কাল অতিবাহিত করেন, অতএব সেই স্থানেই যাই।—( যাইতে যাইতে অবলোকন করিয়া ) বোধ করি সেই সুতনু এই তরুণ তরুবীথি দিয়া, এই মুহূর্ত্ত গমন করিয়াছেন। কারণ—

এই সব নব ফুলে; প্রমদা গিয়েছে তুলে,
তাহাদের বৃন্ত মুলে, সঙ্কোচ না হয়েছে।
এই দেখি কিসলয়, ছিঁড়েছেন কতিপয়,
তারাও রসার্দ্র হয়, নব ভাবে র'য়েছে ॥

( স্পর্শ অনুভব করিয়া ) অহো ! এই বনদেশের বায়ু কি সুখস্পর্শ হইয়াছে—

কমলের পরিমলে সুরভি পবন।
মালিনী তরঙ্গ কণা করিয়া বহন ॥
অনঙ্গে আমার অঙ্গ তাপিত দেখিয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন বুঝি দিতেছ আসিয়া ॥

( কিয়ৎপদ গমন করিয়া, অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষ ) বোধ হয় শকুন্তলা এই সন্নিহিত বেতসলতা মণ্ডপে আছেন, কারণ—

দ্বারের সম্মুখে পাণ্ডু বালুকা উপরে।
অভিনব পদ পঁক্তি চিহ্ন শোভা করে ॥
বালুকা উন্নত পদাঙ্কের অগ্রধারে।
পশ্চাৎ বসিয়া গেছে জঘনের ভারে ॥

যাহা হউক, বিটপান্তরিত হইয়া অবলোকন করি। (সেইরূপ করিয়া, সহর্ষ) আঃ এখন আমার নেত্রযুগল সফল হইল! এই যে আমার মানসিক প্রিয়তমা, শিলাতলে কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সখীরা সেবা করিতেছে। এখন লতা ব্যবধানে থাকিয়া ইহাঁদের গোপনীয় কথাবার্ত্তা-গুলি শ্রবণ করি। (রাজা লুক্কায়িতভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন)

সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ।

সখীদ্বয়। (ব্যজন করিতে করিতে, স্নেহপূর্ব্বক) সখি শকুন্তলে! এই পদ্মপাতের বাতাসে কিছু তৃপ্তি বোধ হচ্চে?

শকু। (সখেদে) প্রিয়সখীরা কি আমাকে বাতাস ক'রচ? (ইহা শুনিয়া উভয়ে বিষাদের সহিত পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। (স্বগত) ইহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ দেখি-তেছি; (সবিতর্ক) আতপ তাপে কি এরূপ হইয়াছে? কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে, ইহারও তাহাই হইবে? (চিন্তা করিয়া) অথবা ইহাতে সন্দেহ করা বৃথা; কারণ—

উশীর দ্বারাতে স্তন,　　হইয়াছে বিলেপন,
শিথিল মৃণাল বালা হতেছে স্খলন।
কলেবর শীর্ণাকার,　　সে শরীর নাহি আর,
রূপের মাধুরী তবু কে করে বর্ণন ॥

নিদাঘ মকরকেতু, সমান সন্তাপ হেতু,
সমান সর্ব্বত্র দেখি উভয় লক্ষণ।
গ্রীষ্ম তাপে হলে নারী, নাহি হয় মনোহারী,
এ সুন্দরী দেখি আরো হরিতেছে মন ॥

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই শকুন্তলা চঞ্চলচিত্তা হয়েছে, ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নি?

অন। আমারও ঐ আশঙ্কা হয়, যা হ'ক জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি—(প্রকাশে) সখি! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার অঙ্গের সন্তাপ দিন দিন বাড়্‌ছে কেন?

রাজা। হাঁ, ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কারণ—

শশিকর উজ্জল বলয় ছিল যার।
মসী সম হইয়াছে তাপে অনিবার ॥

শকু। (পূর্ব্বার্দ্ধ শরীর শয্যা হইতে উত্থিত করিয়া) সখি! কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কর?

অন। সখি শকুন্তলে! আমরা তোমার মনের কথা কি, তা জানি না, কিন্তু যেরূপ ইতিহাস কথায় কামিজনের অবস্থা শুন্‌তে পাই, বোধ হয় তোমারও তাই হয়েছে, অতএব বল, কি নিমিত্ত তোমার এত অসুখ, দেখ রোগের প্রকৃত কারণ না জান্‌লে প্রতিকার চেষ্টা হ'তে পারে না।

রাজা। (স্বগত) আমার যে সন্দেহ অনসূয়ারও তাহাই হ'য়েছে।

শকু। সখি! আমার অতিশয় ক্লেশ হ'চ্চে, এখন বল্‌তে পার্‌ব না।

প্রিয়। অনসূয়া ভালই কথা বলেছে, কেন তোমার

মনের কথা গোপন ক'রে দিন দিন কষ্ট পাবে, আপনার শরীরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, লাবণ্যময়ী ছায়া ভিন্ন তোমার আর কি আছে।

রাজা। প্রিয়ম্বদা যথার্থ বলিয়াছেন।

শরীর হয়েছে ক্ষীণ, গাল দুটি প্রভাহীন,
স্তন ছিল যে কঠিন, তাহা গেছে শুকায়ে।
হইয়াছে যেন দীন, মাঝা ক্ষীণ প্রভাহীন,
বাহু ক্ষীণ দিন দিন, শোভা গেছে লুকায়ে॥
মদন পীড়ায় হায়, নাহি আর সেই কায়,
পাণ্ডুবর্ণ ছবি প্রায়, হইয়াছে যুবতী।
নিদাঘে মাধবী মত, বিশুষ্ক যদিও এত,
তথাপিও মনোমত, হইয়াছে শ্রীমতী॥

শকু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তোমাদের কাছে ব'লব না ত কার কাছে ব'লব, কিন্তু ব'লে কেবল তোমাদের দুঃখের কারণ হ'ব।

উভে। সখি! সেই জন্যেই ত তোমাকে ব'ল্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ছি। দুঃখ যদি প্রণয়িজনে বিভক্ত হয়, তা হ'লে তার বেদনা অনেক লাঘব হয়ে যায়।

রাজা। সম দুঃখ সুখী জনে জিজ্ঞাসে কারণ।
অবশ্যই মনো দুঃখ করিবে জ্ঞাপন॥
দেখেছে আমারে সে সস্পৃহ নয়নে।
তবু ব্যগ্র আমি তার উত্তর শ্রবণে॥

শকু। যে অবধি সেই তপোবন রক্ষক রাজর্ষি আমার দর্শনপথের পথিক হয়েছেন—(এই অর্দ্ধ বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন)—

উভে। বল বল প্রিয়সখী ?

শকু। সেই অবধি তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হ'য়ে আমার এই দশা হয়েছে।

উভে। ভাগ্যবশতঃ যোগ্য বরে তোমার অভিলাষ হ'য়েছে, অথবা সাগর পরিত্যাগ ক'রে মহানদী কোথায় প্রবেশ কর্‌বে।

রাজা। ( সহর্ষ ) যাহা শুনিবার তাহা শুনিলাম—

মদন আমার ছিল তাপের কারণ।
সেই পুনঃ সে তাপ করিল নিবারণ॥
প্রথমে গ্রীষ্মের হেতু হয়ে নব ঘন।
যেমন শীতল করে বরষিয়া পুন॥

শকু। এখন যদি তোমাদের মত হয় তবে এমন চেষ্টা কর, যা'তে আমার প্রতি সেই রাজর্ষির দয়া হয়, তা নহিলে আমি কেবল তোমাদের স্মরণের স্থলমাত্র হ'ব।

রাজা। এই কথায় আমার সকল সংশয় দূর হইল, যেমন প্রার্থনা হইয়াছিল তেমনি তাহার ফল প্রাপ্তিরও আশা হইতেছে, এখন মিলন হওয়া কেবল যত্নের অপেক্ষা করে। আহা! এ অবস্থাতেও আমাকে সুখী করিতেছে।

প্রিয়। ( জনান্তিকে ) অনসূয়ে! ইহার মনোরথ অতি উচ্চ হ'য়ে পড়েছে, ইনি এখন কালহরণ ক'র্‌তে পার্‌বেন না, অতএব শীঘ্র উপায় চেষ্টা করতে হ'বে।

অন। প্রিয়ম্বদে! এমন কি উপায় আছে, যাতে অবিলম্বে অথচ গোপনভাবে সখীর মনোরথসিদ্ধি ক'র্‌তে পারা যায়।

প্রিয়। অবিলম্বে হওয়া দুষ্কর নয় কিন্তু গোপন রাখাই কঠিন।

অন। কেন বল দেখি ?

প্রিয়। দেখনি, সেই রাজর্ষিরও ইহার প্রতি অনুরাগ হ'য়েছে, কতবার কামনার সহিত দৃষ্টি ক'রেছেন, বোধ কর্‌চি তিনিও এতদিনে ভেবে ভেবে রাত্রি জাগরণের মত কৃশ হ'য়ে গিয়েছেন।

রাজা। ( স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) যথার্থই আমি সেইরূপ হইয়াছি—

গালে হাত দিয়া ভাবি নিশি জাগরিয়া।
কত অশ্রু ফেলিয়াছি প্রিয়ার লাগিয়া॥
জ্যাঘাত সহিষ্ণু হস্ত গেল শুকাইয়া।
কনক বলয় পড়ে খসিয়া খসিয়া॥

প্রিয়। ( চিন্তা করিয়া ) এখন এস ইহাকে দিয়ে এক-খানি স্মরপত্র লেখাই, আমি সেইখানি ফুলের ভিতর ক'রে গোপনভাবে, দেবসেবার ছলে তাঁর হাতে দিয়ে আস্‌ব।

অন। সখি! ভাল যুক্তি করেছ, আমারো ঐ মত। এখন দেখ শকুন্তলা কি বলে।

শকু। তোমাদের যুক্তি শুনে আমার অনেক শান্তি বোধ হ'চ্চে।

প্রিয়। তবে আত্মসমর্পণের অনুরূপ একটি ললিত পদ্য লেখ।

শকু। চিন্তা করি কিন্তু মনে বড় ভয় হ'চ্চে, পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন।

রাজা। ( হাস্য করিয়া ) ভীরু !

যাহাতে অবজ্ঞা তুমি করিছ গণন।
তব সমাগম আশে দাঁড়ায়ে সে জন ॥
যাচকের ইষ্টলাভে ভাবনা যেমন।
ইষ্টের কি কাজ বল ভাবিতে তেমন ॥
অথবা প্রেয়সী তব ভাবনা বিফল।
তোমাকে প্রাপ্তির আশে আমিই চঞ্চল ॥
রতনের অন্বেষণে ভ্রমে সব নরে।
রতন লোকেরে কভু সন্ধান না করে ॥

সখীদ্বয়। ওলো আত্মগুণাবমানিনি! যাতে সন্তাপ নির্ব্বাণ হয় এমন শরৎকালীন জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দ্বারা কে নিবারণ করিয়া থাকে।

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তবে একটি গীত চিন্তা করি। (উপবেশন করিয়া চিন্তা)

রাজা। এই সময় নির্নিমেষ চক্ষু দ্বারা প্রিয়াকে মনের সাধে দেখি। আহা!

ভ্রূলতা উন্নত তাহে ঊর্দ্ধমুখ করি।
কবিতা রচনা হেতু ভাবিছে সুন্দরী ॥
লোমাঞ্চ শরীর আর কপোল ভঙ্গিতে।
মম প্রতি অনুরাগ কহিছে ইঙ্গিতে ॥

শকু। সখি! একটি গীত চিন্তা করেছি, কিন্তু লেখ্‌বার কোন সামগ্রী নিকটে নাই।

প্রিয়। এই শুকোদর সদৃশ কোমল নলিনী পত্রে নখ দিয়া লেখ।

শকু। (লিখন সমাপন করিয়া) শুন দেখি, অর্থ সঙ্গত হ'ল কি না।

উভয়ে। বল, শুনি।

শকু। (পাঠ করিতে লাগিলেন।)—

না জানি হৃদয় তব কেমন কঠিন।
তোমার লাগিয়ে আমি কাঁদি নিশি দিন॥
মদন হানিছে বাণ, সঁপেছি তোমারে প্রাণ,
কে আর করিবে ত্রাণ, হ'লে কৃপাহীন॥

রাজা। আমার দর্শন দিবার এই উপযুক্ত সময়। (সহসা নিকটে উপস্থিত হইয়া)

ক্ষীণাঙ্গি! তোমারে তাপ দিতেছে মদন।
আমারে সে নিরন্তর করিছে দহন॥
দিবসের খর করে, কুমুদীরে কিবা করে,
কিন্তু করে সুধাকরে, কত জ্বালাতন॥

সখীদ্বয়। (দেখিয়া সহর্ষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) হে প্রিয়-সখীর অবিলম্বিত মনোরথ ফল! আপনার মঙ্গলত?

(শকুন্তলা ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যতা)

রাজা। সুন্দরি! ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই।

কুসুম শয়নে লিপ্ত তোমার ও কায়।
মৃণাল বলয় দেখি বিদলিত তায়॥
গুরু পরিতাপে তুমি বিষম কাতর।
শরীরের প্রতি কেন এত অনাদর॥?

শকু। (লজ্জার সহিত, আত্মগত) হৃদয়! আগে অত উতলা হয়েছিলে এখন কিছু ক'রছনা যে?

অন। মহাভাগ! অনুগ্রহ ক'রে এই শিলাতলের এক পার্শ্বে উপবেশন করুন?

(শকুন্তলা কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন)

রাজা। (উপবেশন করিয়া) তোমাদের সখীর শরীরের তাপ কিছু উপশম হইয়াছে?

প্রিয়। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হাঁ, ঔষধ পাওয়া গিয়াছে এখনি উপশম হ'বে।

( শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতপ্রায় হইয়া থাকিলেন। )

প্রিয়। মহাশয়! যদিও আপনাদের উভয়ের অনুরাগ প্রত্যক্ষ করেছি, তথাপি সখীস্নেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছে।

রাজা। ভদ্রে! যাহা বক্তব্য তাহা গোপন করিও না, গোপন করিলে অনুতাপ জন্মে।

প্রিয়। মহাশয়! তবে শুনুন।

রাজা। বল, মন দিয়া শুনিতেছি।

প্রিয়। রাজা আশ্রমীদের দুঃখদূর কর্বেন, এই তাঁর ধর্ম্ম।

রাজা। তাহাতে আমার পক্ষে কি, বল?

প্রিয়। আমাদের প্রিয়সখী আপনাকে প্রার্থনা করে, ভগবান্ মন্মথ দ্বারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তা আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর জীবন দান করুন।

রাজা। ভদ্রে! সে প্রার্থনা উভয়ত, তোমরা যে আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিলে, ইহাই অনুগ্রহ।

শকু। ( প্রিয়ম্বদার প্রতি ) সখি! রাজার অন্তঃপুরে কত সুন্দরী মহিষী আছেন, এখন তাঁদের ভাবনা ভাব্বেন না তোমার উপরোধ রাখবেন।

রাজা। সুনয়নী মম মন, নহে অন্য পরায়ণ,
তুমি যদি ভাব অন্য মত।
একে স্মর শরে মন, নিরন্তর জ্বালাতন,
পুনর্ব্বার হব প্রাণে হত॥

অন। শুনেছি রাজাদের বহু পত্নী থাকে, তা যাতে আমাদের এই প্রিয়সখীর আত্মীয় জনেরা পরিতাপ না পান এমন্ কর্‌বেন।

রাজা। ভদ্রে! অধিক কি বলিব।

যদিও আমার বটে বহু পরিণয়।
তথাপি সর্ব্বস্ব ধন, জানএ উভয়॥
সসাগরা ধরা যাহা করি অধিকার।
আর তব সখী এই যুবতীর সার॥

উভয়ে। হাঁ, এখন আমরা নিশ্চিন্ত হ'লাম।

( শকুন্তলাও হর্ষ ভাব প্রকাশ করিলেন )

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! দেখ দেখ, গ্রীষ্মকালের অবসানে মেঘ বাতাসে যেমন ময়ূরী ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট হয় আমাদের প্রিয় সখীও সেই রূপ হয়েচে।

শকু। সখি! মহীপালের সম্মান অতিক্রম ক'রে আমরা কত প্রলাপ বলেছি, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সখীদ্বয়। ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) যে প্রলাপ বলেছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করুক, অন্যের কি?

শকু। মহারাজ! আপনাকে লক্ষ্য ক'রে যদি কিছু প্রলাপ বলে থাকি তা ক্ষমা কর্‌বেন, অসাক্ষাতে কে কি না বলে।

রাজা। ( ঈষৎ হাস্য করিয়া )

তব অপরাধ আমি ক্ষমিব কেমনে?
তবে যদি সুলোচনে,　　আপন ভাবিয়া মনে,
স্থান দিতে পার এই কুসুম শয়নে॥

প্রিয়। ( উপহাস করিয়া ) এই হলেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন ?

শকু। ( কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া ) আঃ নির্দ্দয়ে ! থাক, তোমার একটুও বিবেচনা নাই ; আমার একে এই অবস্থা, তা'র উপর আবার তোমার রঙ্গ।

অন। ( বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ) প্রিয়ম্বদে ! দেখ দেখ, ঐ মৃগ শাবকটী যাচ্চে আর এদিক ওদিক চাচ্চে, বোধ হয় ওর মাকে অনুসন্ধান কর্‌চে, আমি ওকে ওর মার কাছে দিয়ে আসি।

প্রিয়। ওলো ! ওকে চঞ্চল দেখ্‌চি তুমি একলা ধর্‌তে পার্‌বে না, আমিও তোমার সাহায্য করি গে'।

( উভয়ের প্রস্থান )

শকু। সখি ! আমাকে একলা ফেলে তোমরা কোথায় যাও।

উভয়ে। ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) সসাগরা পৃথিবীর রাজা যার কাছে, সেও আবার একালা। ( বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল )

শকু। প্রিয় সখি তোমরা সত্যই যে চলে গেলে।

রাজা। সুন্দরি ! উতলা হইওনা, আমিই তোমার সখীদের পরিবর্ত্তে তোমার সেবা করিব। এখন কি করিতে হইবে বল। ?

ভিজায়ে ভিজায়ে জলে, কোমল নলিনী দলে,
করিব কি বায়ু সঞ্চালন ?
অথবা করিয়া কোলে, রক্ত পদশতদলে,
সেবিব কি শান্তির কারণ॥ ?

শকু। না, আপনি পূজ্য লোক, আমাকে অপরাধিনী কর্‌বেন না। (বলিয়া অবস্থানুরূপ উঠিয়া যাইতে উদ্যতা)

রাজা। (বাধা দিয়া) সুন্দরি! একে মধ্যাহ্নকাল, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, তাহাতে তোমার শরীরের এই অবস্থা!—

সন্তাপ তোমার দেখ যায়নি এখন।
শতদল আবরণে ঢাকা আছে স্তন॥
এখন ত্যজিয়া তুমি কুসুম শয়ন।
কেমনে রৌদ্রের তাপে করিবে গমন॥

(এই বলিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন)

শকু। আমাকে ছেড়ে দিন্, ছেড়ে দিন্ আমি স্বাধীনা নই, আমার সখী মাত্র শরণ, এখানে একালা থেকে কি ক'রব।

রাজা। ছি! ছি! তুমি আমাকে অতিশয় লজ্জা দিলে।

শকু। আমি মহারাজকে বল্‌ছি না, দৈবকে তিরস্কার কর্‌ছি।

রাজা। দৈবকে অনুকূল বলিতে হইবে, তাঁহাকে তিরস্কার কর কেন?

শকু। কেন তিরস্কার কর্‌ব না, সে আমাকে স্বাধীনা করে নি, তবে কেন আমাকে পরের গুণে লোভিত করে।

রাজা। (স্বগত) অহো!

কুমারী কাতরা অতি আকাঙ্ক্ষা অন্তরে।
তথাপি নায়কে অঙ্গ কাতরে বিতরে॥
ধিক্ স্মর থাকি তার হৃদয় আগারে।
না পারিলে তারে তুমি বশ করিবারে॥

(শকুন্তলা প্রস্থান করিতে উদ্যতা)

রাজা। (স্বগত) আমি এখন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি

না করি কেন ? ( গমন করিয়া অঞ্চল ধারণ )

শকু। পৌরব ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন,—ঋষিরা চারিদিকে ভ্রমণ কর্‌চেন।

রাজা। সুন্দরি ! তুমি গুরুজনের ভয় করিও না, কুলপতি কণ্ব তোমার ধর্ম্ম অবগত আছেন, তিনি এ বিষয় জানিতে পারিলে দোষ গ্রহণ করিবেন না।

পূর্ব্বাপর শুনিয়াছি মুনি কন্যা কত।
গান্ধর্ব্ব বিধানে হয়েছেন বিবাহিত॥
গুরুজন তাহাদের শুনি বিবরণ।
হয়েছেন আমোদিত তাহার কারণ॥

( চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিয়া ) সুন্দরি ! কি বল ? এখন কি আমি হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হইব ? ( বলিয়া তাহার নিকট হইতে কয়েক পদ গমন করিয়া, পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন। )

শকু। ( দুই চারি পদ গমন করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অঙ্গভঙ্গির সহিত ) পৌরব ! আশা পূর্ণ হ'ল না বলে সম্ভাষণ মাত্র পরিচিত এই জনকে বিস্মৃত হবেন না।

রাজা। সুন্দরি !

দূরে তুমি যাইতেছ সুমন্দ গমনে।
হৃদয় আমার র'ল তব-সন্নিধানে॥
সূর্য্যাস্ত সময় হয়, তরু ছায়া দূরে যায়,
কিন্তু তাহা বদ্ধ রয়, তরু নিকেতনে॥

শকু। (আস্তে আস্তে কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, আত্মগত ) হায় ! এ কথা শুনে আমার পা আর চলে না, যা' হ'ক, এই পার্শ্বস্থ কুরুবকের অন্তরালে থেকে দেখি, আমার প্রতি এঁর কি রূপ অনুরাগ। ( সেইরূপে অবস্থিত )

রাজা। প্রিয়ে! তোমার একান্ত অনুরাগী এই জনকে পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া চলিয়া গেলে? কিঞ্চিৎ অনুরোধ রক্ষাও করিলে না?

কোমল শরীর তব রূপের নিধান।
কেন হেন হ'ল তব হৃদয় পাষাণ॥
কোমল শিরীষ ফুল রূপ চমৎকার।
কেন বিধি গড়িল্ল কঠিন বৃন্ত তার॥

শকু। একথা শুনে আমার যাবার ক্ষমতা গেল।

রাজা। সম্প্রতি প্রিয়াশূন্য এই লতামণ্ডপে থাকিয়াই বা কি করিব? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হায়! এই আবার গমনের ব্যাঘাত জন্মিল।

উশীর বাসিত এই মৃণাল বলয়।
পড়িয়া রহিছে ইহা প্রিয়ার নিশ্চয়॥
দেখিতেছি সম্মুখেতে অতি শোভাকর।
নিগড় হইয়ে হায় বাঁধিল অন্তর॥

(অতি আদর পূর্ব্বক তাহা তুলিয়া লইলেন)

শকু। (হস্ত বিলোকন করিয়া) তাইতো দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি, মৃণাল বালাগাছটা কখন হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, কিছুই জান্‌তে পারি নি।

রাজা। (মৃণাল বলয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) আঃ কি সুখস্পর্শ!

এই আভরণ, হয় অচেতন,
ছাড়িয়ে তোমার কর।
এই দুঃখি জনে, আশ্বাস প্রদানে,
সচেষ্টিত নিরন্তর॥

তুমি সচেতন, না কর তেমন,
দেখ একি অবিচার।
প্রিয়ে তব মন, কঠিন কেমন,
ভাবি তাই অনিবার॥

শকু। একথা শুনে আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারিনে, কিন্তু কি ব'লেই বা যাই, বালা নিতে এসেছি ব'লে দেখা দিই গে। ( নিকটে গমন )

রাজা। ( দেখিয়া সহর্ষ ) আঃ এই যে আমার জীবিতেশ্বরী এসেছেন, দেবতারা বুঝি আমার পরিতাপ শুনিয় সদয় হইয়াছেন।

পিপাসায় প্রাণ যায়, চাতক জলদে চায়,
কোথা জল পিপাসায় মরি।
নব জলধর সুখে, অমনি চাতক মুখে,
অর্পিলেন সুশীতল বারি॥

শকু। ( রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ) আর্য্য! অর্দ্ধেক পথে গিয়ে স্মরণ হ'ল, মৃণাল বালাগাছটা আমার হাত হতে প'ড়ে গিয়েছে, সেই জন্যই ফিরে এসেছি, আমার হৃদয় ব'লুছে আপনিই লয়েছেন, তা যদি হয়, আমাকে ফিরিয়ে দিন, মুনিদের নিকট উহা প্রকাশ হ'লে অতি লজ্জার বিষয় হবে।

রাজা। যদি আমার একটি কথা রক্ষা কর তবে দিতে পারি।

শকু। কি কথা?

রাজা। আমাকে যথাস্থানে পরাইয়া দিতে দিবে।

শকু। কি করি, তা'ই হবে। ( নিকটে গমন )

রাজা। তবে আইস, এই শিলাতলের এক পার্শ্বে উপবেশন করি। ( উভয়ের উপবেশন )

রাজা। (শকুন্তলার হস্ত ধারণ করিয়া) আঃ কি সুখস্পর্শ!

হর কোপ হুতাশনে পাদপ মদন।
হয়েছিল ভস্মরাশি জানে সর্ব্বজন॥
দেবতারা অমৃত বর্ষিয়া পুনর্ব্বার।
করিল কি এই কর অঙ্কুর তাহার॥?

শকু। (স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া) আর্য্যপুত্র! শীঘ্র, শীঘ্র।

রাজা। (সহর্ষ আত্মগত) হাঁ, এখন আমার বিশ্বাস জন্মিল, স্ত্রীলোকেরা ভর্ত্তাকেই "আর্য্যপুত্র" শব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। (প্রকাশে) সুন্দরি! এই মৃণাল বলয়ের সন্ধি স্থান সুন্দর রূপ মিলিত হয় নাই, যদি তোমার মত হয় ভাল করিয়া সংযোজন করিয়া দিই।

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনার যেমন অভিরুচি।

রাজা। (ছল পূর্ব্বক বিলম্ব করিয়া পরাইতে লাগিলেন) সুন্দরি! দেখ, দেখ—

নব নিশাকর আজি ত্যজিয়ে আকাশ।
বলয় হইয়ে হাতে হয়েছে প্রকাশ॥

শকু। দেখ্‌ব কি; কর্ণোৎপলের রেণু চক্ষে প'ড়ে চক্ষু চাইতে পার্‌ছিনে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) যদি আমাকে অনুমতি কর, ফুৎকার দিয়া তোমার চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিই।

শকু। তা হ'লে আমার প্রতি উপকার করা হয় কিন্তু আপনাকে অতদূর বিশ্বাস হয় না।

রাজা। ইহাও কথা, নূতন ভৃত্য কি প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত কিছু করিতে পারে?

শকু। ঐ অতিভক্তিই চোরের লক্ষণ!

রাজা। ( স্বগত ) এমন রমণীয় সময় নিরর্থক যাইতে দেওয়া হইবে না। (শকুন্তলার মুখ উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত)

শকু। না, না। ( এইরূপ নিষেধবাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন )

রাজা। মদিরেক্ষণে! তুমি আমার নিকট অবিনয় আশঙ্কা করিও না।

( শকুন্তলা ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া লজ্জাধোমুখী হইলেন )

রাজা। ( অঙ্গুলি দ্বারা শকুন্তলার মুখ উত্তোলন করিয়া আত্মগত ) আহা!

এই সুখকর, নূতন অধর,
স্ফুরিতেছে বোধ হয়।
অধর অমৃত, পিয় অভিমত,
যত তব মনে লয়॥

শকু। আর্য্যপুত্র! আপনাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞান শূন্য দেখ্‌ছি।

রাজা। সুন্দরি! কর্ণোৎপলের ছায়াতে আমিও ঈক্ষণ-মূঢ় হইয়াছি। (মুখমারুত দ্বারা চক্ষু সেবা করিতে লাগিলেন)

শকু। এখন আমার চক্ষু শান্তি হ'ল, চে'য়ে দেখ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু আর্য্যপুত্রের কোন প্রত্যুপকার ক'র্‌তে পারলেম না, সে জন্য লজ্জিত হ'চ্ছি।

রাজা। আমার কি প্রত্যুপকার করিবে?

এই উপকার, সুন্দরী তোমার,
দিয়েছ বদন ঘ্রাণ।
ভ্রমর কোথায়, আর কিছু চায়,
সৌরভে সন্তোষ প্রাণ॥

শকু। (সস্মিত বদনে) সন্তোষ না হ'লেই বা কি করে।

(রাজা শকুন্তলার মুখচুম্বন করিতে উদ্যত)

শকু। না, না। (বলিয়া মুখ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে)। চক্রবাকবধূ! শীঘ্র সহচরের সহিত সম্ভাষণ ক'রে লও, রজনী উপস্থিত।

শকু। (শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে) আর্য্যপুত্র! পিতার ধর্ম্ম ভগিনী গৌতমী পিসী আমার অসুখ শুনে দেখ্‌তে আস্‌ছেন, আপনি এই গাছের অন্তরালে যান।

( রাজা অগত্যা তাহাই করিলেন )

অনন্তর কমণ্ডলুহস্তা গৌতমীর প্রবেশ।

গৌত। যাদু! তোমার অমঙ্গল সংবাদ শুনে আমি এই শান্তিজল লয়ে এসেছি। ( শকুন্তলাকে শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া) বাছা! এখানে কেহই নাই, কেবল দেবতা-সহায়িনী হ'য়ে একালা র'য়েছ?

শকু। এই মাত্র অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা মালিনী তীরে গিয়েছেন।

গৌত। (শকুন্তলার গাত্রে শান্তিজল অভিষেচন পূর্ব্বক) বাছা! নির্ব্বিঘ্নে চিরজীবিনী হ'য়ে থাক,—( গাত্রে হাত বুলাইয়া ) কেমন তোমার অঙ্গের তাপ কিছু লঘু হয়েছে?

শকু। হাঁ, অনেক বিশেষ হয়েছে।

গৌত। যাদু! দিবস অবসান হ'য়ে এসেছে, এখন এস কুটীরে যাই।

শকু। ( কিঞ্চিৎ উঠিয়া স্বগত ) হৃদয় প্রথমে মনের সাধে কালহরণ করেছিলে এখন দুঃখ অনুভব কর। (দুই এক

পদ গমন করিয়া, প্রকাশে) সুখের লতা-গৃহ ! তোমার নিকট এখন বিদায় নিলেম কিন্তু পুনরায় যেন তোমাকে পরিভোগ ক'র্‌তে পাই। ( বলিয়া গৌতমীর সহিত প্রস্থান )

রাজা। ( পূর্ব্বস্থানে আসিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ) হায় ! অভীষ্ট সিদ্ধিতে কতই বিঘ্ন জন্মে—

প্রসারি কমল কর, চেপেছিল ওষ্ঠাধর,
মরি তার "না" "না" রব কি মধুর শ্রবণে।
ফিরায়েছি সে বদন, করিয়াছি উত্তোলন,
অক্ষম হয়েছি তবু সে অধর চুম্বনে॥

এখন কোথায় যাই, অথবা প্রিয়া পরিভুক্ত এই লতা-মণ্ডপেই ক্ষণকাল অবস্থিতি করি। ( চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া ) আহা—

এই সেই ফুলময়, প্রেয়সীর শয্যা হয়,
শিলার উপরে তাহা রয়েছে স্থাপন।
এই পত্র যায় দেখা, প্রিয়ার হাতের লেখা,
নলিনীর পত্রোপরি নখেতে লিখন॥
এই প'ড়ে আছে আর, নলিনী বলয় তাঁর,
কত ইচ্ছা হয় সদা করি দরশন।
গৃহ প'ড়ে শূন্যময়, দেখে হয় দুঃখোদয়,
তথাপি ছাড়িতে নাহি চায় পোড়া মন॥

( চিন্তা করিয়া ) হায় ! কি কুকর্ম্মই করিয়াছি,—তখন প্রিয়াকে হস্তে পাইয়া বৃথা কাল হরণ করিয়াছি—

যদি সুমুখীরে পুনঃ গোপনেতে পাই।
না হরিব কাল, নিধি দুর্লভ সদাই॥
এখন বুঝেছি, পূর্ব্বে না হইল জ্ঞান।
সময় ফুরালে লোক হয় বুদ্ধিমান॥

(নেপথ্যে)। ভো! ভো! রাজন্!

সন্ধ্যা যজ্ঞে ঋষিগণ, যখন প্রবর্ত্ত হন,
মেঘমালা সম যত নিশাচর দলে গো।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি, ঘোরতর নাদ করি,
বহ্নিযুত বেদী সব ঘেরে ঘোর বলে গো॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) তপস্বিগণ্! ভয় নাই, ভয় নাই, এই আমি আসিয়াছি।

(সকলের প্রস্থান।)

# চতুর্থ অঙ্ক।

## কুটীর সন্নিহিত পুষ্পোদ্যান।

পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সখীদ্বয়েব প্রবেশ।

অনসূয়া। সখি প্রিয়ম্বদে! যদিও গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা প্রিয়সখী শকুন্তলা ভাগ্যক্রমে অনুরূপ পাত্রের হাতে পড়েছেন তথাপি আমার মন প্রসন্ন হ'চ্চে না।

প্রিয়। 'কেন ?

অন। আজ সেই রাজর্ষি যজ্ঞ সমাপ্তির পর, ঋষিদের নিকট বিদায় পেয়েছেন, পাছে তিনি নিজ রাজধানীতে গিয়ে অন্তঃপুরের আমোদে প্রিয়সখীকে ভুলে যান ?

প্রিয়। সখি! সে চিন্তা কর্‌িও না, যাঁর অমন আকৃতি; তিনি কখনই গুণশূন্য হবেন না, বরং আমার এই ভাবনা হ'চ্চে, তাত যখন তীর্থযাত্রা হ'তে ফিরে আস্‌বেন তিনি এই বৃত্তান্ত শুনে না জানি কি বল্‌বেন।

অন। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তবে আমি বলি, এতে তাঁর সম্পূর্ণ মত হবে।

প্রিয়। কেমন ক'রে জান্‌লে ?

অন। সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বেন, ইহা তাঁর প্রধান সংকল্প, তা যদি সেইটি দৈবই সম্পন্ন ক'রে দিলেন তা কেন না তিনি বিনা আয়াসে কৃতার্থ হ'বেন।

প্রিয়। তা' যথার্থ বটে। ( পুষ্প ভাজন অবলোকন করিয়া) সখি! যথেষ্ট ফুল তোলা হ'ল, এতে পূজা সম্পন্ন হবে।

অন। প্রিয়সখী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতারও পূজা ক'র্‌তে হবে, আরও কতকগুলি ফুল তুলি।

প্রিয়। ভাল ব'লেছ। ( উভয়ে আরও পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন )

(নেপথ্যে)। কে কোথায় গো, আমি অতিথি এসেছি।

অন। ( কর্ণ দিয়া ) সখি! কে যেন অতিথির মত নিবেদন কর্‌ছেন।

প্রিয়। তা শকুন্তলা কুটীরে উপস্থিত আছেন।

অন। হাঁ, কিন্তু আজ তিনি আপনাতে আপনি নেই; তা যে ফুল তোলা হয়েছে তা'তেই হ'বে।

( উভয়ের প্রস্থান )

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)। কি! আমি অতিথি, আমাকে অবজ্ঞা।

যার ভাবে মত্ত হ'য়ে অবজ্ঞা করিলে।
তোরে না চিনিবে সে পরিচয়ও দিলে॥
যেমন প্রমত্ত জনে পূর্ব্বকৃত ক্রিয়া।
স্মরণ না হয় তার দিলে বুঝাইয়া॥

( সখীরা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ )

প্রিয়। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! যা মনের আশঙ্কা তা'ই অদৃষ্টে ঘ'টল, শূন্যহৃদয়া প্রিয়সখী কোন্ পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হ'লেন।

অন। ( সম্মুখে অবলোকন করিয়া ) সখি! উনি যে সে ন'ন, উনি সেই সুলভ-কোপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা! ঐ দেখ অভিশাপ দিয়ে ক্রোধ ভরে সত্বর গমন ক'র্‌চেন।

প্রিয়। হাঁ, জ্বলন্ত অগ্নি ভিন্ন আর কে পোড়াতে পারে, তা শীঘ্র যাও তাঁর পায়ে ধ'রে ফিরায়ে আন, আমি এই অবসরে তাঁর জন্যে পাদ্য অর্ঘ্য প্রস্তুত ক'রে রাখি।

অন। ভাল চল্‌লাম। ( নিষ্ক্রান্তা )

প্রিয়। ( দুই চারি পদ সত্তর গমনে পদস্খলন হইল ) আঃ মনের আবেগে পায়েরো ঠিক নাই। হাত থেকে পুষ্প-পাত্রটা প'ড়ে গেল। ( পুনর্ব্বার পুষ্পচয়ন )

অন। ( প্রত্যাগত হইয়া ) সখি! ঐ স্বভাবকুটিল ঋষি, সাক্ষাৎ যেন ক্রোধ মূর্ত্তিমান্, কারুর কি অনুনয় বিনয় শুনেন, তবু আমি তাঁকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন ক'রে এসেছি।

প্রিয়। ও আবার কিঞ্চিৎ, তাঁর পক্ষেওই বিস্তর হয়েছে,— ভাল বল দেখি, কি প্রকারে তাঁ'কে প্রসন্ন ক'র্‌লে ?

অন। যখন কোন মতে ফিরতে চাইলেন না, তখন আমি তাঁর পায়ে ধ'রে ব'ল্লেম, ভগবন্! ও অবোধ দুহিতা, আপনার প্রভাব মহিমা কি জানে। এই তা'র প্রথম অপরাধ আপনাকে ক্ষমা ক'র্‌তে হ'বে।

প্রিয়। তা'র পর, তা'র পর ?

অন। তার পর তিনি বল্লেন,—"আমার বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাতে পারিলে শাপ মোচন হইবে।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে চলে গেলেন।

প্রিয়। হাঁ, এখন আশ্বাসের পথ হ'ল ; সেই রাজর্ষি প্রস্থান সময়ে, শকুন্তলার অঙ্গুলিতে আত্মনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরী, স্মরণার্থ রহিল ব'লে, স্বয়ংই পরাইয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তা'ই পরিচয় দিবার উপায় হ'বে।

অন। সখি! এস এখন দেবপূজার উদ্যোগ করি গিয়ে। (বলিয়া উভয়ের গমন।)

প্রিয়। (শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া) অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা বাম হাতে বদন নিহিত ক'রে, আলিখিতের ন্যায় বসিয়া আছেন, পতি চিন্তায় মগ্ন, নিজেই আত্মজ্ঞান শূন্যা, অতিথির অভ্যর্থনা কেমন করে ক'রবেন।

অন। সখি! এ বৃত্তান্ত কেবল আমাদের দু'জনের মনে মনেই থাকুক, প্রিয়সখী একে কোমলস্বভাবা, একথা তাঁকে বলা হবে না।

প্রিয়। উষ্ণজলে নবমালিকাকে কে সেচন কর্‌বে।

(উভয়ের প্রস্থান) (বিষ্কম্ভক)

সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। ভগবান্ কণ্ব প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে সময় নিরূপণের জন্য আদেশ করিয়াছেন, অতএব প্রকাশ স্থলে গিয়া দেখি দেখি রজনীর কত অবশেষ আছে। (প্রকাশস্থলে আসিয়া পরিক্রম ও ঊর্দ্ধে অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে, রজনী প্রভাতা প্রায়।

এক দিকে অস্তাচলে চলে শশধর।
ওদিকে অরুণ সহ উঠে দিনকর॥
তেজদ্বয় এককালে উদয়াস্ত হয়।
লোকেরো এরূপ দশা দেয় পরিচয়॥

আরও—অন্তর্হিত হ'ল শশী দেখিতে দেখিতে।
কুমুদী বিষাদে মগ্ন হতেছে ত্বরিতে॥
পূর্ব্ব শোভা সুদ্ধ তার চিত্ত পথে রহে।
মলিন মন যেমন বিরহে॥

আরও—নিশির শিশির চয়ে, কর্কন্ধু-আবৃত হয়ে,
প্রভাতে অরুণে পেয়ে অরুণ বরণ।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিদ্রা ত্যজি এইক্ষণ,
কুটীর পটল ছাড়ি করিছে গমন॥
শুয়েছিল বেদিপাশে, কুরঙ্গ উঠিল ত্রাসে,
খুরাঘাত অঙ্গ ভঙ্গ করিয়ে সঘন।
নিতম্ব উন্নত করি, আলস্যেরে পরিহরি,
গাত্রোত্থান করি, দেখ করিছে গমন॥
আরও—ক্ষিতিধর অগ্রগণ্য, সুমেরু ধরায় ধন্য,
তাঁর শিরে করি পদার্পণ।
অতিশয় উচ্চতর, স্থানে যেই শশধর,
উঠেছিল ইতিপূর্ব্ব ক্ষণ॥
দেখ সেই শশধর, হইয়াছে হীনকর,
ক্রমে তার হতেছে পতন।
বুঝে দেখ জীবগণ, অতিবৃদ্ধি কিছুক্ষণ,
অতিশব্দ অনর্থ কারণ॥

অনসূয়ার প্রবেশ।

অন। (সচিন্ত) কি রূপ ব্যবহার করা উচিত, কি রূপ ব্যবহার করা উচিত নয়, তা' যদিও আমাদের মত বিষয়-বাসনা-বিমুখ লোকেরা বুঝ্তে না পারুক, তথাপি এটি বেস বুঝা যাচ্চে যে, রাজা শকুন্তলার প্রতি অন্যায় আচরণ কর্‌ছেন।

শিষ্য। যাই, হোমের বেলা উপস্থিত হইয়া উঠিল, ইহা গুরুকে নিবেদন করি। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত)

অন। রজনীত প্রভাত হ'ল, তা এখন শীঘ্র শীঘ্র শয্যা পরিত্যাগ করি, শীঘ্র উঠেই বা কি ক'র্‌ব? প্রাতঃকালে

অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যেও আমার হাত পা এগুচ্চে না। হায়! এখন সেই কন্দর্পেরি মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হ'ক, যিনি আমাদের সরলহৃদয়া প্রিয়সখীকে, অসত্যপ্রতিজ্ঞ সেই রাজর্ষির সঙ্গে মিলন করে দিয়েছেন।—( স্মরণ করিয়া ) সেই রাজর্ষির বা অপরাধ কি? দুর্ব্বাসার শাঁপই ইহার হেতু বিবেচনা করি, নচেৎ তিনি এখান হ'তে গিয়ে পর্য্যন্ত একখান লেখন মাত্রও পাঠালেন না কেন?—তবে এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরী কি তাঁর নিকট পাঠা'ব?—তা'ই বা কি রূপে হ'বে, দুঃখিনী তপস্বিনীর কথা কে শুন্‌বে?—তাত প্রবাস হ'তে ফিরে এসেছেন, তাঁর কাছে এ কথাও বল্‌তে পার্‌বো না যে, রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে পরিণীতা হ'য়ে শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন, কারণ তা'তে সখীর্ উপর দোষ পড়ে। এখন উপায় কি?

প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়। ( সহর্ষে ) সখি! সত্বর এস, সত্বর এস, আজ শকুন্তলা পতি গৃহে যাবেন্ তা'র সকল আয়োজন হচ্চে।

অন। ( সবিস্ময় ) সখি! কি বল্‌লে?

প্রিয়। শুন, আমি এই মাত্র শয়নের কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।—

অন। তা'র পর।?

প্রিয়। তা'র পর দেখ্‌লাম তাত কণ্ব, লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে অভিনন্দন ক'রে বল্‌ছেন, "বৎসে! যজমান ধূমাকুলিত লোচন হইলেও, ভাগ্যক্রমে তাঁহার আহুতি অগ্নিতেই পড়িয়াছে। বৎসে! সুশিষ্য পরিগৃহীত বিদ্যা যেমন অশোচনীয় হয়, তুমিও আমার তাদৃশী আনন্দহেতুকা হইয়াছ,

অতএব অদ্যই ঋষিদের সমভিব্যাহারে তোমাকে ভর্ত্তার সন্নিধানে পাঠাইয়া দিব।”

অন। সখি! তাত কণ্বকে এ কথা কে বল্‌লে ?

প্রিয়। তাত যখন অগ্নি শরণে প্রবেশ করেন, তখন সচ্ছন্দময়ী বাগ্‌দেবী তাঁ’কে বলেছেন।

অন। (সবিস্ময়ে) কি রূপে বল্‌লেন।

প্রিয়। তবে শুন। (বলিয়া সংস্কৃত পাঠ করিতে লাগিলেন)

“দুষ্মন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥”

“হে ব্রহ্মন্ তব কন্যে, ধরার মঙ্গল জন্যে,
“দুষ্মন্ত রাজার তেজ ধরে।
“বিটপি শমী যেমন, অনল করে ধারণ,
“স্বভাবত স্বকীয় জঠরে॥”

অন। (প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! এটি সুখের কথা কিন্তু আজই শকুন্তলাকে লয়ে যা’বে, এ কথা শুনে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হচ্চে।

প্রিয়। ভাল! আমাদের সে উৎকণ্ঠা যে কোন রূপে দূর হবে, কিন্তু দুঃখিনী শকুন্তলা এখন সুখী হ’কত।

অন। সখি! এই জন্যে আমি দিন থাকৃতে নাগকেশর, পুষ্পরেণু, নারিকেল কৌটাতে সঞ্চয় ক’রে ঐ আমগাছের শাখায় ঝুলিয়ে রেখেছি, তুমি ঐ গুলি লয়ে পদ্মপাতে রাখগে, আমি এদিকে গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দূর্ব্বা,

কিশলয়, এই সকল মাঙ্গলিক দ্রব্য সংগ্রহ করি। ( প্রিয়ম্বদা সেই রূপ করিতে লাগিলেন )

( অনসূয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন )

( নেপথ্যে )। "গৌতমি! শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত মিশ্রকে প্রস্তুত হইতে বল"।

প্রিয়। ( কর্ণ দিয়া ) অনসূয়ে! সত্ত্বর এস, সত্ত্বর এস, যে সকল ঋষিরা হস্তিনাপুরে যাবেন ঐ তাঁ'দের ডাকা হচ্চে।

অন। ( মঙ্গল সমালভন হস্তে করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক ) সখি! এই আমি এসেছি, চল যাই।

( তাহাদের গমন )

প্রিয়। ( বিলোকন করিয়া ) এই যে শকুন্তলা উদয় স্নান ক'রে বসে আছেন, তপস্বিনীরা আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্যে নীবারধান্য পূর্ণ পাত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন, চল চল নিকটে যাই। ( উভয়ের নিকটে গমন )

সপরিবারে শকুন্তলা ও গৌতমীর প্রবেশ।

শকু। আপনাদের নমস্কার করি।

গৌতমী। যাছু! ভর্ত্তার বহুমানসূচক দেবী শব্দ লাভ কর।

তপস্বিনীরা। তুমি বীরপ্রসবিনী হও।

( এই আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলের প্রস্থান )

সখীদ্বয়। ( সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ) সখি! তোমার স্নান মঙ্গলের জন্য হ'ক।

শকু। প্রিয় সখীরা ভাল আছত? এস এস, এইখানে ব'স। ( তাহাদের উপবেশন )।

সখীদ্বয়। সখি! সরল হ’য়ে বইস, আমরা তোমার মাঙ্গলিক অঙ্গরাগ করে দিই।

শকু। তোমাদের এ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু আজ এ সকল আমার বড় আদরের হয়েছে, কারণ প্রিয়সখীদের হাতের অঙ্গরাগ এর পর আমার দুর্ল্লভ হবে।

( বলিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন )।

সখীদ্বয়। সখি! মঙ্গল কার্য্যের সময় রোদন কর্‌তে নাই। ( বলিয়া অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে অলঙ্কার পরাইতে লাগিলেন। )

প্রিয়। সখি! মণিময় অলঙ্কার যে অঙ্গের উপযুক্ত ভূষণ সে অঙ্গ আশ্রম সুলভ আভরণ দ্বারা সাজাতে হ’ল।

আভরণ হস্তে করিয়া ঋষিকুমার দ্বয়ের প্রবেশ।

ঋষিকু। এই সকল অলঙ্কার দ্বারা শকুন্তলাকে সুশোভিতা কর।

( সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন )

গৌত। বাছা হারীত! এসকল কোথা হ’তে পে’লে?

হারীত। তাত কণ্বের প্রভাবে।

গৌত। এ কি তাঁর মানসিক সৃষ্টি?

হারি। না না, তবে শুনুন, তাত কণ্ব শকুন্তলার নিমিত্ত আমাদিগকে বৃক্ষ সকল হইতে পুষ্প আহরণ করিতে আজ্ঞা করেন। তার পর।

কোন তরু শশি-সম উজ্জ্বল বরণ।
মঙ্গল পাটের সাটী করিল ক্ষেপণ॥
কোন তরু লাক্ষারস পদ শোভাকর।
উদ্গার করিয়া দিল অতি মনোহর॥

অন্য হ'তে বাহির করিয়া করতল।
বনের দেবতা দিল ভূষণ সকল ॥

প্রিয়। (শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) কোটরে জন্ম হ'লেও মধুকরী পদ্মমধুতেই আশা করে।

গৌত। যাদু! দেবতাদের এই অনুগ্রহ দেখে জানা যাচ্চে, তুমি স্বামীগৃহে রাজলক্ষ্মী ভোগ কর্‌বে।

(শকুন্তলা শুনিয়া নম্রমুখী হইলেন)

হারী। ভগবান্ কণ্ব মালিনীতে অভিষেকার্থে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বনস্পতিদিগের এই অনুগ্রহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আসি। (নিষ্ক্রান্ত)

অন। সখি! আমি ত এসকল অলঙ্কার কখন চক্ষেও দেখিনি, তোমাকে কেমন ক'রে কোথায় কি পরা'ব? (চিন্তা করিয়া) তবে চিত্র পটের সাজান দেখে, তোমার শরীরে অলঙ্কার পরিয়ে দিই।

শকু। তোমাদের নৈপুণ্য আমি বিলক্ষণ জানি, ভাল কৌশল্ বাহির করেছ।

(সখীদ্বয় অলঙ্কার পরাইতে লাগিলেন)

অনন্তর স্নানোত্তীর্ণ কণ্বের প্রবেশ।

কণ্ব। (সচিন্ত)

অদ্য বালা শকুন্তলা, রূপে পূর্ণ ষোল কলা,
পতি গৃহে করিবে গমন।
ইহাতে আমার চিত, হইয়াছে ব্যাকুলিত,
জড়ীভূত হয়েছে দর্শন ॥
আমি উদাসীন ঋষি, ভাবিতেছি দিবা নিশি,
স্নেহ রসে বিকৃত হৃদয়।

না জানি গৃহস্থ জন, কতই কাতর হন,
তনয়া বিচ্ছেদ যবে হয় ॥

( চিন্তিত ভাবে পরিক্রম )

সখীদ্বয়। সখি শকুন্তলে! অলঙ্কার পরান হ'ল, এখন এই বিচিত্র পট্টবস্ত্র জোড়াটি পরিধান কর।

( শকুন্তলা উঠিয়া পরিধান করিলেন )

গৌত। যাদু! ঐ তোমার পিতা আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে তোমাকে সম্বোধন ক'র্‌তে আস্‌চেন, তা তাঁকে প্রণাম কর।

শকু। ( সলজ্জ ভাবে ) তাত? প্রণাম করি।

কণ্ব। বৎসে! শর্ম্মিষ্ঠা যেমন ছিল যযাতির প্রিয়া।
সেই রূপ হও তুমি ভর্ত্তৃ ঘরে গিয়া ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র ছিল পুরু নৃপবর।
তুমিও সম্রাট পুত্র পাবে গুণাকর ॥

গৌত। যাদু! এ বর কেবল আশীর্ব্বাদ নয়।

কণ্ব। বৎসে! এই সদ্যোহুত অগ্নি প্রদক্ষিণ কর।

( সকলে শকুন্তলাকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিলেন )

কণ্ব। বৎসে!

বেদি পার্শ্বে হুতাশন, জ্বলিতেছে সর্ব্বক্ষণ,
বিঘ্নরাশি নাশের কারণ।
যার পার্শ্বে দর্ভ চয়, হবিতে আবৃত ময়,
যার গন্ধে পাপ নিবারণ ॥
তপস্বির প্রিয় ধন, গৃহস্থের প্রয়োজন,
উগ্ররূপ পবিত্র আকার।
এই বহ্নি কৃপা করি, তব পাপ পরিহরি,
পূর্ণ কাম করুন তোমার ॥

( শকুন্তলা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন )

কণ্ব। বৎসে! তবে এইক্ষণে শুভ যাত্রা কর। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত মিশ্র কোথায় ?

শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।

শিষ্যদ্বয়। ভগবন্! এই আমরা উপস্থিত আছি।

কণ্ব। বৎস! তোমাদের ভগ্নীর পথ প্রদর্শক হও।

শিষ্যদ্বয়। (শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) আইস, আইস।

(সকলে গমনোদ্যত)

কণ্ব। ভো ভো সন্নিহিত বনদেবতাত্মক তপোবন তরুগণ!

ওহে তরুগণ,　　দেখহ যে জন,
　তোমা সবাকার মূলে।
বিনা জল দান,　　জল বিন্দু পান,
　কভু না করিত ভুলে॥
ভূষণের লাগি,　　ছিল অনুরাগী,
　তথাপি স্নেহের তরে।
তোমাদের অঙ্গ,　　না করিত ভঙ্গ,
　কখন আপন করে॥
তোমরা যখন,　　করিতে অর্পণ,
　কুসুম কলিকা ভার।
আহ্লাদে যাহার,　　সুখ পারাবার,
　উথলিত অনিবার॥
সেই শকুন্তলা,　　ঋষি কুল বালা,
　পতির ভবনে যায়।
দিয়ে অনুমতি,　　তোমরা সম্প্রতি,
　বিদায় করহ তায়॥

(আকাশে)। রমণীয় সরোবর,　　কমলিনী শোভাকর,
　পথি মাঝে রবে তার বারির কারণ।

উচ্চতর তরুবর, ফলে ফুলে মনোহর,
তপন কিরণ তাপ করিবে বারণ ॥
কমল পরাগসম, ধূলি হবে নিরুপম,
মৃদু মৃদু সমীরণ করিবে বহন।
নির্ভয় মঙ্গল মূল, পথ হবে অনুকূল,
সমস্ত সুখের মূর্ত্তি করিবে ধারণ ॥

( সকলে বিস্ময় সহকারে শ্রবণ করিলেন )

শার্ঙ্গ। ( কোকিলের শব্দ লক্ষ্য করিয়া ) ভগবন্!

বাস হেতু এক বনে, বন্ধু সম বৃক্ষ গণে,
কোকিলের প্রতিভাষে অনুমতি দিতেছে।
"যাও যাও যাও সতি" "পতি-গৃহে কর গতি,"
এইরূপ অনুভব মম হৃদে হ'তেছে ॥

গৌত। যাদু! হিতাকাঙ্ক্ষী বনদেবতারা তোমার গমনে অনুমতি দিচ্চেন, তুমি তাঁ'দের প্রণাম কর।

শকু। ( তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া প্রিয়ম্বদার নিকট গমন পূর্ব্বক জনান্তিকে ) প্রিয়ম্বদে! আমি আর্য্যপুত্রকে দর্শন কর্‌তে উৎসুক হয়েছি বটে কিন্তু এ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যেতে দুঃখে আমার পা অগ্রসর হচ্চে না।

প্রিয়। সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন বিরহে কাতরা হয়েছ তা নয়, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটেছে দেখ!—

ঐ দেখ মৃগীচয়, আর না আহার লয়,
দেখ ময়ূরীরা ঐ ছাড়িল নর্ত্তন।
ঐ দেখ বন লতা, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে পাতা,
তোমার কারণে সবে করিছে রোদন ॥

শকু। ( স্মরণ করিয়া ) তাত! বনতোষিণী মাধবীকে একবার সম্ভাষণ ক'রে আসি।

কণ্ব। বৎসে! মাধবীলতার প্রতি তোমার যে সহোদরার ন্যায় স্নেহ তাহা আমি জানি, সে ঐ তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে আছে, দেখ।

শকু। (নিকটে আসিয়া লতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) লতাভগিনি! তুমি শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন কর, আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হ'লাম। (কণ্বের প্রতি) তাত! আপনি আমার বিষয় যেমন চিন্তা ক'র্‌তেন এই লতা ভগিনীর প্রতিও সেইরূপ ক'র্‌বেন।

কণ্ব। বৎসে!

তোমায় সুপাত্রে দিতে ছিল মম মন।
স্বগুণে তেমতি ভর্ত্তা করেছ বরণ॥
নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি সকল প্রকারে।
মিলেছে মাধবী তব তরু সহকারে॥

এক্ষণে তপোবন হইতে প্রস্থান করিতে সত্বরা হও।

শকু। (সখীদের সম্মুখে আসিয়া) সখি অনসূয়ে! সখি প্রিয়ম্বদে! তোমাদের দু'জনের হাতে মাধবীকে সমর্পণ কর্‌লাম।

সখীদ্বয়। আমাদের দু'জনকে কার হাতে সমর্পণ ক'রে চল্লে। (বলিয়া রোদন)

কণ্ব। অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! কোথায় তোমরা শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, তাহা না করিয়া তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে। (সকলের গমন)

শকু। (বিলোকন করিয়া) তাত! কুটীরের পার্শ্বচারিণী গর্ভভারমন্থরা এই মৃগ-বধূ নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হ'লে আমি যেন সম্বাদ পাই,—ভুলে যা'বেন না।

কণ্ব। বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।

শকু। ( গতি ভঙ্গ হইলে ) আঃ আমার পায়ের নিকট এসে, কে পুনঃ পুনঃ বসন ধ'রে টান্‌ছে?

( পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ )

কণ্ব। বৎসে!

কুশেতে হইলে ক্ষত যাহার বদন।
করিতে ইঙ্গুদী তৈলে ক্লেশ নিবারণ॥
শ্যামাক তৃণেতে যারে করেছ বর্দ্ধিত।
সেই মৃগ যেতে চাহে তোমার সহিত॥

শকু। বাছা! আমি তোমার সহবাস পরিত্যাগ কর্‌ছি আর কেন তুমি আমার সঙ্গে আস্‌চ? তুমি মাতৃবিহীন হ'লে আমি যেমন তোমাকে প্রতিপালন করেছি, এখন আমার অবিদ্যমানে তাত তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন, অতএব বাছা ফিরে যাও। আর আমার অনুসারী হইও না।

( বলিয়া ক্রন্দন )

কণ্ব। বৎসে! আর বৃথা রোদন করিও না, স্থির হও, পথ দেখিয়া চল।

ক্রন্দন সম্বরি তুমি শান্ত কর মন।
উচ্চ নীচ পথে হবে করিতে গমন॥
অশ্রুজলে দৃষ্টি রোধ হইবে তোমার।
ভূমি অদর্শনে তব চলা হবে ভার॥

শিষ্য। ভগবন্! "জলাশয় পর্য্যন্ত স্নেহ ভাজন আত্মীয় ব্যক্তিকে অনুগমন করিবে," এই রূপ শুনিয়াছি, অতএব এই সরোবর তীর, এই স্থান হইতে আপনি আমাদিগকে যাহা কর্ত্তব্য হয় আদেশ করিয়া প্রতিগমন করুন।

কণ্ব। তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ উপবেশন করি।

( সকলে তথায় উপবেশন করিলেন )

কণ্ব। সেই মাননীয় রাজা দুষ্মন্তকে আমি কি যুক্ত রূপ আদেশ করিয়া দিব। ( বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন )

অন। সখি! এ আশ্রমে এমন কেহই নাই, যে তোমার বিরহে পরিতাপিত নয়, ঐ দেখ—

পদ্ম বনে চক্রবাক, না সরিছে তার বাক্,
জায়া তা'র সঘনে ডাক্‌ছে।
মৃণাল মুখেতে ছিল, মুখ হ'তে পড়ে গেল,
এক দৃষ্টে তোমারে দেখ্‌ছে॥

কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, আমার নাম লইয়া এই কথা বলিও।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! আজ্ঞা করুন।

কণ্ব। ''আমরা তপস্বী, ধর্ম্ম আমাদের ধন।
আপনার উচ্চকুল, নৃপের ভূষণ॥
এ কন্যারে আপনি বন্ধুর-অগোচরে।
করেছেন পরিণয় অনুরাগ ভরে॥
এই সব বিবেচনা করিয়া রাজন্।
ইহারে ভার্য্যার মধ্যে করিও গ্রহণ॥
এ অধিক ভাগ্যে থাকে, ভাল হবে পরে।
কন্যার বন্ধুরা তাহা আশা নাহি করে॥

শিষ্য। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম।

কণ্ব। ( শকুন্তলাকে স্নেহপূর্ণ লোচনে বিলোকন করিয়া ) বৎসে! সম্প্রতি তোমাকেও কিছু লৌকিক বিষয় শিক্ষা দিব, আমরা বনবাসী বটে কিন্তু লৌকিক ব্যবহারও জানি।

শিষ্য। ভগবন্! ধীমান্দিগের কোন বিষয়ই অবিদিত নাই।

কণ্ব। বৎসে! পতিগৃহে গিয়া—

করো তুমি গুরু জনে, সেবা ভক্তি হৃষ্ট মনে,
সপত্নীকে ভেবো সখী মত।
অবজ্ঞা করিলে পতি, হোয়ো নাক রুষ্টমতি,
স্নেহ কোরো পরিজনে যত॥
বিলাস বিষয়ে মন, দিও না মা কদাচন,
গৃহিণীর এই জেনো ধর্ম্ম।
এ সব না শিখে যারা, কলঙ্কিনী হয় তারা,
বাছা এই জেনো সার মর্ম্ম॥

কেমন গৌতমী তুমি কি বল?

গৌত। হাঁ কুলবধূদিগের প্রতি এই উপদেশ। (শকুন্তলার প্রতি) যাদু! এ কথা গুলি হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাখ।

কণ্ব। বৎসে! আইস, আমাকে এবং তোমার সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। প্রিয়সখীরা কি এখান হ'তে ফিরে যাবেন?

কণ্ব। বৎসে! উহাদেরও বিবাহ দিতে হইবে অতএব উহাদের সেস্থানে যাওয়া উচিত নহে। গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন।

শকু। (পিতাকে প্রণাম করিয়া) তাত! চন্দনলতা মলয়পর্ব্বত হ'তে উন্মূলিত হ'য়ে, দেশান্তরে জীবন ধারণ ক'র্‌তে পারে না, আমি আপনার কোল পরিভ্রষ্ট হ'য়ে, কিরূপে প্রাণ ধারণ ক'র্‌ব?

কণ। বৎসে! কেন এত কাতরা হইতেছ।

প্রধানা গৃহিণী হ'য়ে, নিত্য মহোৎসবে র'য়ে,
গুরুতর কার্য্যে সদা কালক্ষেপ করিবে।
পূর্ব্বদিক প্রভাকরে, যেমন প্রসব করে,
হেন পুত্র প্রসবিয়ে সব দুঃখ ভুলিবে॥

শকু। (পিতার পদতলে পড়িয়া) তাত! নমস্কার করি।

কণ্ব। বৎসে! আমি যে মঙ্গল ইচ্ছা করি তোমার তাহাই হউক।

শকু। (সখীদের নিকট গমন করিয়া) সখি? এসো, তোমরা দু'জনে আমাকে একেবারে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি! যদি সেই রাজর্ষি তোমাকে চিন্‌তে তৎপর না হ'ন, তা' হ'লে তাঁ'কে তাঁ'র নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি দেখাইও।

শকু। তোমাদের এই উপদেশ কথায় আমার হৃৎকম্প হ'য়ে উঠ্‌লো!

সখীদ্বয়। সখি! ভীত হইও না, অতি স্নেহ পাপকে আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! সূর্য্যদেব অতি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, অতএব শকুন্তলাকে ত্বরা করিতে বলুন।

শকু। (পুনর্ব্বার পিতাকে বন্দনা করিয়া) তাত! কত দিনে, আবার আমি এই তপোবন দেখ্‌তে পা'ব?

কণ্ব। বৎসে!

ধরার সপত্নী হয়ে, বহুদিন স্বামী ল'য়ে,
সুখে কাল করিয়া যাপন।
অদ্বিতীয় রথিবর, এক ছত্রে রাজ্যধর,
প্রসব করিয়া সুনন্দন॥

অতুল ঐশ্বর্য্য ভার, আর যত অধিকার,
তাঁ'র প্রতি করিয়া অর্পণ।
নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনে, আবার স্বামির সনে,
আসিবে মা এই তপোবন ॥

গৌত। যাদু! তোমার যাবার বেলা বহিয়া যায় অতএব পিতাকে ছেড়ে দাও। (কণ্বের প্রতি) অথবা ভগবান্ আপনিই নিবৃত্ত হ'ন।

কণ্ব। বৎসে! আমার তপোবনানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।

শকু। তাত! আপনি তপ জপে রত থেকে, আমাকে ভুলে যেতে পারেন কিন্তু আমার উৎকণ্ঠা চিরদিন মনে থাকবে।

কণ্ব। বৎসে! কেন আমায় আর অধিক মনঃপীড়া দেও? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

আমার শোকের শান্তি হইবে কেমনে।
তোমার রচিত শস্য রয়েছে ভবনে ॥
সে সব দেখিলে বাছা মনে হবে কত।
হায় কন্যা প্রিয়তমা তুমি দূরে গত ॥

এখন তুমি শুভগমন কর; তোমার পথ মঙ্গলবহ হউক। (গৌতমী শারঙ্গরব ও সারদ্বতের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান)

সখীদ্বয়। (অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া করুণ স্বরে) হায়! হায়! বনরাজী দ্বারা আমাদের প্রিয়সখী অন্তর্হিতা হ'ল।

কণ্ব। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিল, এখন তোমরা শোক সম্বরণ করিয়া আমার অনুগামিনী হও। (সকলের প্রত্যাগমন)

উভয়ে। তাত! শকুন্তলা বিরহিত তপোবন, শূন্যের ন্যায় দেখাচ্চে।

কণ্ব। স্নেহ প্রবৃত্তি এরূপ প্রদর্শিনী হয়। (সবিমর্ষে পরিক্রম) হায়! শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া আমি এখন স্বাস্থ্য লাভ করিতেছি।

দুহিতা পরের ধন; পর হেতু প্রপালন,
জ্বালাতন ভাবিয়া ভাবিয়া।
সে ভাবনা নাহি আর, গেল অন্তরের ভার,
যার ধন তারে সমর্পিয়া॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

# পঞ্চম অঙ্ক।

## হস্তিনাপুর-রাজ ভবন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হায়! এখন বয়েসেতে আমার কিরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছে!

আচার বলিয়া যারে করিয়া গ্রহণ।
রাজ-অন্তঃপুরে কাল করেছি ক্ষেপণ॥
এখন কালের বসে গতি শক্তি নাই।
সেই যষ্ঠি আলম্বন হয়েছে সদাই॥

যাহা হউক, এক্ষণে অন্তঃপুরোবর্ত্তী মহারাজকে মদীয় কর্ত্তব্য নিবেদন করিয়া আসি,-বিলম্ব করা হইবেক না। (কতিপয় পদ গমন করিয়া) কি নিবেদন করিতে হইবে? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ; স্মরণ হইয়াছে,—কণ্বশিষ্য তপস্বীরা, মহারাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য।

স্থবিরের মন হয় ক্ষণে ভ্রান্তিময়।
ক্ষণেক পরেতে হয় বোধের উদয়॥
নির্ব্বাণ সময়ে দীপ-শিখা যে প্রকার।
ক্ষণেকে উজ্জ্বল হয় ক্ষণে অন্ধকার॥

(কিঞ্চিৎ পরিক্রম করিয়া, অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে মহারাজ।

পুত্র প্রায় পালন করিয়া প্রজাগণে।
বিশ্রাম মানসে ভূপ আছেন নির্জ্জনে॥

স্বযূথ চরায়ে করী রৌদ্রেতে যেমন।
শ্রান্ত হয়ে করে স্নিগ্ধ গুহায় গমন॥

সত্য, যদিও মহারাজের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে কিছুমাত্র আলস্য নাই, তথাপি তিনি এইমাত্র ধর্ম্মাসন হইতে উত্থান করিয়াছেন, এই ক্ষণেই তাঁহার নিকট কণ্বশিষ্যদিগের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিতে আমি শঙ্কিত হইতেছি। অথবা লোক-পালদিগের বিশ্রাম কোথায়?

অশ্বযুক্ত দিবাকর,　　স্বীয় রথে করি ভর,
দিবা রাত্র গমনে বিরাম নাহি তাঁর।
যথা বায়ু সদা বহে,　　ভূভার অনন্ত সহে,
তথা শ্রান্ত নহে, রাজ ধর্ম্ম সে প্রকার॥

( এই বলিয়া পরিক্রম করিতে লাগিলেন )

রাজা, বিদূষক ও অন্যান্য রাজ-পরিজনদিগের প্রবেশ।

রাজা। ( অধিকারের কষ্ট নিরূপণ করিয়া ) সকলে প্রার্থিত বস্তু লাভ করিলে সুখী হয় কিন্তু রাজাদিগের চরিতার্থতা কোথায়? উত্তরোত্তর দুঃখই বৃদ্ধি হয়।

প্রতিষ্ঠা আশায়,　　অধিকার চায়,
উৎকণ্ঠা তাহার ফল।
যদি লভ্য হয়,　　কোথা সুখোদয়,
পালনে কষ্ট কেবল॥
ক্লেশ নিবারণ,　　না হয় তেমন,
যতদূর পরিশ্রম।
রাজ্য হাতে করা,　　নিজে ছাতি ধরা,
উভয় সুখের ভ্রম॥

( নেপথ্যে। ) ( বৈতালিকদ্বয় ) জয় হউক, মহারাজ!

এক। নিজ সুখ নাহি চাও,　　পর হেতু কষ্ট পাও,
অথবা তোমার সৃষ্টি তাহারি কারণ হে।

তরুগণ রবি কর, রাখিয়ে মস্তকোপর,
আশ্রিতের তাপ যথা করে নিবারণ হে ॥

দ্বিতীয়। কুপথগামীরে শাসি, করিতেছ গুণরাশি,
বিবাদ নাশিয়ে কর কুশল বর্দ্ধন হে।
এত যে বিভব রাশি, নহ তাহে অভিলাষী,
জ্ঞাতিগণ মধ্যে তাহা কর বিতরণ হে ॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য) আহা! আমি কার্য্যানুশাসনে এত যে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম এই কবিতা শ্রবণ করিয়া আবার যেন নূতন হইলাম?

বিদূ। (হাস্য করিতে করিতে) গরুকে দেবতা বল্‌লে কি ষাঁড়ের পরিশ্রম নিবারণ হয়?

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভাল ভাল এখন তুমি আসন পরিগ্রহ কর।

(উভয়ে উপবেশন করিলেন, পরিজনেরাও যথাস্থানে অবস্থিতি করিল।)

নেপথ্যে বীণার ধ্বনি।

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া) বয়স্য সঙ্গীতশালার দিকে একবার কর্ণ প্রদান করুন্, তাল লয় বিশুদ্ধ স্বরে বীণার সংযোগ শুনা যাচ্চে—বোধ হয় দেবী হংসবতী সঙ্গীত অভ্যাস ক'রূচেন।

রাজা। স্থির হও, শ্রবণ করি।

কঞ্চু। (বিলোকন করিয়া) অহো! মহারাজকে অন্যাসক্ত-চিত্ত দেখিতেছি, অতএব অবসর প্রতীক্ষা করি (বলিয়া একপার্শ্বে অবস্থিতি)

নেপথ্যে। (সঙ্গীত ধ্বনি)

"অভিনব মধুলোভে লোভী তুমি মধুকর।
নব মধু পান লোভে ফিরিতেছ নিরন্তর ॥
চূতমঞ্জরীর সনে, প্রেম করিলে গোপনে,
নলিনী পাইয়ে তারে ভুলিলে কি প্রিয়বর ॥

রাজা। আহা! কি মধুর রাগবিশিষ্ট গীতটী।

বিদূ। বয়স্য! এই গাণের ভাবার্থ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেন?

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) "ইহার সহিত একবার বই প্রণয় হয় নাই,"—ইহাই ইহার অর্থ,—দেবী হংসবতী অন্তর হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া সংগীত করিতেছেন। সখে মাধব্য! তুমি আমার বচনানুসারে দেবী হংসবতীর নিকট গিয়া বল যে, আমার সমুচিত তিরস্কার হইয়াছে।

বিদূ। যে আজ্ঞা মহারাজ! (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) বয়স্য! আপনার আর কি, পরের হাত দিয়ে কুপিত ভল্লুকের টুঁটি ধরা বৈত নয়, আমি শরণাগত আমার নিষ্কৃতি নাই।

রাজা। সখে! যাও, নাগরিক বৃত্তি অনুসারে দেবীকে সান্ত্বনা করিয়া আইস।

বিদূ। কি করি? (নিস্ক্রান্ত)

রাজা। (স্বগত) এই গীত শ্রবণ করিয়া, প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকেও, আমি অকস্মাৎ এমত আকুলচিত্ত হইলাম কেন? অথবা—

শ্রবণে মধুর ধ্বনি রম্য দরশনে।
সুখিত হ'লেও হয় উৎকণ্ঠিত মনে ॥
কালান্তরে ভিন্ন ভাব সুস্থির প্রণয়।
বুঝি হয় গুপ্ত ভাবে মনেতে উদয় ॥

(এইরূপ ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন)

কঞ্চুকী। ( নিকটে গিয়া ) মহারাজের জয় হউক, মহারজ! হিমালয়ের উপত্যকাস্থিত ধর্ম্মারণ্যবাসী সস্ত্রীক তপস্বীরা, মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেরূপ অনুমতি হয়।

রাজা। ( সবিস্ময়ে ) কি! সস্ত্রীক তপস্বীরা, মহর্ষি কণ্বের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন?

কঞ্চু। হাঁ মহারাজ।

রাজা। তবে শীঘ্র উপাধ্যায় সোমরাতকে আমার নাম করিয়া বল, যেন তিনি অভ্যাগত তপস্বীদিগকে বেদ বিধি অনুসারে সৎকার করিয়া অবিলম্বে আমার নিকট লইয়া আইসেন, আমি তপস্বিদিগের দর্শন যোগ্য স্থানে গিয়া প্রতীক্ষা করি।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! ( নিষ্ক্রান্ত )

রাজা। ( উত্থান করিয়া ) বেত্রবতি! আমাকে অগ্নি-গৃহের পথ দেখাইয়া চল।

প্রতিহারী। এই দিকে আসুন মহারাজ, এই দিকে। ( কতিপয় পদ গিয়া ) মহারাজ! এই অগ্নি ঘরের আলিন্দ দেশ, ইহা এইমাত্রে পরিষ্কার হওয়াতে অতি রমণীয় হয়েছে,— ঐ দেখুন এক পাশে হোমধেনু আছে,—মহারাজ এখানে উঠিয়া বসুন।

রাজা। ( আরোহণ পূর্ব্বক, প্রতিহারীর স্কন্ধ অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া ) বেত্রবতি! ভগবান্ কণ্ব কি উদ্দেশে আমার নিকট ঋষিদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন?

ঋষিদের যজ্ঞেতে কি ঘটেছে ব্যাঘাত।
কিম্বা কেহ প্রাণিদের করেছে উৎপাত॥

কিম্বা অভিনব পাদপের কিশলয়।
নষ্ট করিয়াছে হবে কোন দুরাশয়॥
এইরূপ ভাবনায় হয়ে শঙ্কাকুল।
হইয়াছে মম মন অত্যন্ত ব্যাকুল॥

প্রতি। মহারাজ! আপনি সে আশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা, আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ থাকতে সেখানে এমন ঘটবে কেন? বোধ হয় ঋষিরা মহারাজের শাসনে তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেচেন।

শকুন্তলাকে লইয়া গৌতমীর সহিত কণ্বশিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।
অগ্রে অগ্রে রাজ পুরোহিত ও কঞ্চুকী।

কঞ্চুকী। মহাশয়েরা এই দিক্ দিয়া, এই দিক্ দিয়া আসুন।

শার্ঙ্গরব। সখে শারদ্বত!

সৎ-স্বভাব নরপতি, শিষ্টাচার সবা প্রতি,
যে প্রতাপ করেন ধারণ।
অপকৃষ্ট বর্ণ যত, তারা ও সৎকার্য্যে রত,
নাহি করে কুমার্গে গমন॥
তথাপি ও এভুবনে, ভ্রম শূন্য হয়ে মনে,
প্রবেশ করিতে হয় ভয়।
যেন জনাকীর্ণ স্থান, দেখিয়ে কাঁপয়ে প্রাণ,
যেন চতুর্দ্দিক অগ্নিময়॥

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! এই রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তোমার মনে এরূপ উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। আমারও মনে সমধিক হইয়াছে।

স্নাত, তৈল লিপ্ত জনে, যেই রূপ ভাবে মনে,
পবিত্র অশুচি জনে, জাগ্রত নিদ্রিতে হে।

স্বচ্ছন্দ বিহারি জন, বন্দিরে দেখে যেমন,
সেরূপ বিষয়ি জনে ভাবিতেছি চিতে হে ॥

পুরো। এই নিমিত্তই আপনাদিগকে মহাত্মা বলিয়া থাকে।

শকুন্তলা। ( অশুভ লক্ষণ সূচনা করিয়া ) একি ? আমার ডান চক্ষু নেচে উ'ঠল কেন ?

গৌতমী। যাদু ! তোমার অমঙ্গল দূরে যা'ক্, পতির কুল দেবতারা মঙ্গল করুন্। ( সকলের আগমন )

পুরো। ( রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া ) তপস্বিগণ ! ঐ দেখুন, চারিবর্ণ ও আশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ অগ্রেই আসন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শার্ঙ্গ। হাঁ মহাত্মন্ ! এরূপ চরিত্র অভিনন্দনীয় বটে, কিন্তু মহাজনদিগের পক্ষে এরূপ ব্যবহার বিচিত্র নহে—

ফল ভরে নম্রমাণ হয় বৃক্ষ চয়।
জল ভরে জলধর অস্থির না হয় ॥
সমৃদ্ধিতে সাধুগণ না হন গর্ব্বিত।
হিতৈষিদিগের এই স্বভাব নিশ্চিত ॥

প্রতিহারী। দেব ! ঋষিদের হাসি হাসি মুখ দেখাচ্চে।

রাজা। (শকুন্তলাকে বিলোকন করিয়া) আহা !

কে এ রমণী ইনি কাহার কামিনী।
অবগুণ্ঠনে যেন মেঘে সৌদামিনী ॥
তপোধনগণ মধ্যে শোভে অতিশয়।
পাণ্ডুপত্র মাঝে যেন দেখি কিশলয় ॥

প্রতি। অতি সুন্দর আকৃতি, মহারাজের দেখ্‌বার যোগ্য বটে !

রাজা। কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে।

শকু। (বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া, স্বগত) হৃদয়! কেন কম্পিত হ'চ্চ? আর্য্যপুত্রের সেই সকল ভাব মনে ক'রে ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

পুরোধা। (সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের মঙ্গল হউক, মহারাজ! এই সেই তপস্বীগণ, ইহাঁদিগকে বিধিবৎ অর্চ্চনা করা হইয়াছে।—ইহাঁদিগের উপধ্যায়ের কিছু সন্দেশ আছে, তাহা শ্রবণ করুন্।

রাজা। (সাদরে) ভাল, অবধান করিতেছি।

শিষ্যদ্বয়। (হস্তোত্তোলন করিয়া) রাজন্! বিজয়ী হউন, বিজয়ী হউন।

রাজা। আমি আপনাদের সকলকে প্রণাম করি।

শিষ্যদ্বয়। মহারাজের মঙ্গল হউক।

রাজা। ঋষিদের নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা সাধন হইতেছে?

শিষ্যদ্বয়। ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা বিদ্যমানে।
ধর্ম্ম কার্য্যে বিঘ্ন হবে কেন অকারণে॥
দিনকর নিজ কর করিলে অর্পণ।
তমসার আবির্ভাব সম্ভবে কখন?॥

রাজা। অদ্য আমার রাজ-শব্দ সার্থক হইল,—কেমন ভগবান্ কণ্ব কুশলে আছেন?

শাঙ্গ´। সিদ্ধপুরুষদিগের কুশল সর্ব্বদাই আয়ত্ত। তিনি মহারাজের অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এই বলিয়া দিয়াছেন—

রাজা। ভগবান্ কি আজ্ঞা করিয়াছেন?

শাঙ্গ´। 'আপনি নির্জ্জনে মদীয় দুহিতার পাণিগ্রহণ

করিয়াছেন, আমি তাহাতে প্রীত হইয়া সম্মতি প্রদান করিয়াছি।” যেহেতুক

“পূজনীয় মধ্যে তুমি প্রধান যেমন।
মূর্ত্তিমতী শকুন্তলা সুশীলা তেমন॥
তুল্য গুণে বধূবরে ঘটায়ে মিলন।
চির দোষ প্রজাপতি করিল খণ্ডন॥”

“অতএব এইক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা আপনার সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মাচরণে গ্রহণ করুন।”

গৌতমী। ভদ্রমুখ! আমিও কিছু বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি কিন্তু বল্‌বার অবসর পাচ্চিনে।

রাজা। আর্য্যে! কি বলিবেন, বলুন।

গৌত। কি ক'র্‌লে সঙ্গোপনে, না বল্‌লে গুরুজনে,
কেবা জানে কবে হ'ল বিয়ে।
তুমিও না জিজ্ঞাসিলে, আপনা আপনি মিলে,
আসিয়াছ প্রণয় করিয়ে॥
বিবাহ সংসার মাজ, অতি গুরুতর কাজ,
চির সুখ দুঃখের নিদান।
হ'য়েছে উভয় মতে, ভালই হয়েছে তা'তে,
কে কারে কর্‌বে দোষ দান॥

শকু। (আত্মগত) দেখ! আর্য্যপুত্র কি বলেন।

রাজা। (আশঙ্কার সহিত শুনিয়া) এ উপন্যাস না কি?

শকু।.. (আত্মগত) কি সর্ব্বনাশ!!! কথা ত নয় যেন অগ্নিপাত হ'ল।

শার্ঙ্গ। কি বলিলেন; এ উপন্যাস, আপনারা লৌকিক ব্যবহার জানেন।

সতী যদি পিতৃ ঘরে,　　সতত বসতি করে,
অসতী আশঙ্কা তা'রে হয়।
পতিরো অপ্রিয় হ'লে,　　বন্ধুজনে যুক্তি বলে
লয়ে যাবে স্বামীর আলয়॥

রাজা। আমি কি পূর্ব্বে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম?

শকু। (সবিষাদে আত্মগত) হৃদয়! তোমার আশঙ্কা যথার্থ হ'ল।

শার্ঙ্গ। এ কি! পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়াছেন এক্ষণে অযোগ্য যদি বোধ হয়, বলিয়া কি অস্বীকার করিবেন?

রাজা। এ অসৎকল্পনার প্রসঙ্গ কোথা হইতে পাইলেন।

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে) ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিদিগের প্রায়ই এইরূপ বিকার জন্মিয়া থাকে।

রাজা। আপনি আমাকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন।

গৌত। (শকুন্তলার প্রতি) বাছা! এক মুহূর্ত্ত লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলে দিই, তা' হ'লে তোমার ভর্ত্তা তোমাকে চিন্‌তে পার্‌বেন। (এই বলিয়া তিনি তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন)

রাজা। (শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আত্মগত)

আহা কি মাধুরী,　　দরশন করি,
যুড়াল যুগল আঁখি।
পূর্ব্ব পরিণয়,　　না হয় প্রত্যয়,
কেমনে ইহাঁরে রাখি॥
যেমন ভ্রমর,　　তুষার অন্তর,
কুন্দেরে পাইয়া ঠাঁই।

না পারে ত্যজিতে, নাপারে ভজিতে,
আমারও হইল তাই ॥

( এইরূপ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন )

প্রতি। ( স্বগত ) আমাদের মহারাজের মত ধর্ম্মভয় কা'র আছে, এমন স্ত্রীরত্ন হাতে পেয়ে কে বিচার করে।

শার্ঙ্গ। মহারাজ! কি হেতু মৌনভাব অবলম্বন করিলেন।

রাজা। হে তপস্বিগণ! আমি বিস্তর চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছি এমন স্মরণই হয় না সুতরাং কি প্রকারে অন্তঃসত্ত্বা এই রমণীকে গ্রহণ করিয়া আমি ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক প্রদান করি ?

শকু। ( মুখ ফিরাইয়া স্বগত ) হায়! কি সর্ব্বনাশ! পরিণয়েও সন্দেহ! মনে মনে আশা করেছিলাম, রাজমহিষী হয়ে কত সুখ ভোগ ক'র্‌ব, কিন্তু সে দুরারোহিণী আশালতা ভগ্ন হ'ল।

শার্ঙ্গ। তা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন।

চুরি করা ধন, চোরেরে যেমন,
আপনি যাচিয়া দাম।
সেই রূপ পিতা, দিলেন দুহিতা,
তাঁর কিনা অপমান ॥

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! তুমি এখন ক্ষান্ত হও। ( শকুন্তলার প্রতি ) শকুন্তলে! আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি, মহারাজ এইরূপ কহিতেছেন, এখন তোমার যদি প্রত্যয় করিয়া দিবার কোন উত্তর থাকে, দাও।

শকু। ( স্বগত ) যখন তাদৃশ অনুরাগ এরূপ অবস্থা

অবলম্বন করেছে, তখন আর স্মরণ করে দিলেই বা কি হ’বে, কিন্তু আত্মশোধনের জন্য কিছু বলা উচিত। ( প্রকাশ্যে ) আর্য্যপু—( এই অর্দ্ধ বলিয়াই, লজ্জিতা ভাবে ) অথবা যখন এই বাক্য সংশয়স্থল হ’য়েছে ( প্রকাশ্যে ) পৌরব ! আপনি পূর্ব্বে আশ্রমপদে থাকিয়া সরল হৃদয়া এই জনের প্রতি তৎকালোচিত অনুরাগ প্রকাশ ক’রে, এখন এমন দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিতই বটে।

রাজা। (হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া) ছি! ছি!

কলুষ করেছ ধনী আপনার কুল।
আমারেও বিনাশিতে হয়েছ ব্যাকুল॥
কুল ভাঙ্গি নদী যথা নষ্ট করি কুল।
তীর তরুকুলে চাহে করিতে নির্ম্মূল॥

শকু। ভাল, যদি তুমি আমাকে যথার্থই পরস্ত্রী মনে ক’রে শঙ্কিত হয়ে থাক, কোন অভিজ্ঞান দর্শন দ্বারা তোমার আশঙ্কা দূর করি?

রাজা। এ ভাল কথা।

শকু। (অঙ্গুরীয় স্থানে হস্ত দিয়া) হায়! আমার অঙ্গুলে অঙ্গুরী যে নাই ( এই বলিয়া বিষণ্ন বদনে গৌতমীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন )।

গৌত। তবে নিশ্চয় যখন তুমি শক্রাবতারে শচী-তীর্থের ঘাটে স্নান করে ছিলে, তখন তোমার অঙ্গুরী অঙ্গুলি হতে জলে পড়ে গিয়েছে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) “স্ত্রীজাতি যে প্রত্যুৎপন্ন-মতি”, তাহা এই জন্যই বলিয়া থাকে।

শকু। বিধাতা বল্‌তে দিয়েছেন তাই বল্‌লে, ভাল আর কোন কথা বলি, যা'তে তোমার প্রত্যয় জন্মে।

রাজা। বল, শ্রবণ করিতেছি।

শকু। এক দিন নবমালিকা-মণ্ডপে তোমার হাতে পদ্মপাতার ভাজনে জল ছিল।—

রাজা। ভাল বলিয়া যাও, শুনিতেছি।

শকু। সেই সময়, আমার কৃত-পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগ শাবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়,—তুমি দয়া করে বল্‌লে "এ প্রথমে পান করুক" বলিয়া জল পান করিতে দিলে, কিন্তু তোমাকে অপরিচিত দেখে সে জল পান কর্‌তে আসিল না। পরে আমি যখন সেই জলপাত্র হাতে কর্‌লাম তখন সে তাহাতে প্রণয় বদ্ধ করিল, সেই অবসরে তুমি পরিহাস করে বল্‌লে, "সকলে স্বজাতিকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু তোমরা উভয়ই অরণ্যবাসী।"

রাজা। স্ত্রীজাতি কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এইরূপ শ্রবণ-মধুর মিথ্যা বাক্য দ্বারা বিষয়াসক্ত লোকদিগ্‌কে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহাভাগ! এমন কথা বল্‌বেন না, ইনি জন্মা-বধি তপোবনে প্রতিপালিত হয়েছেন—প্রতারণা কোথায় শিখ্‌বেন।

রাজা। ও তাপসবৃদ্ধে!

জ্ঞান নাই পক্ষিণীর চাতুরী যখন।
বুঝে দেখ বুদ্ধিমতী মানবী কেমন॥
শাবকেরা যত দিন নাহি চলে বলে।
কোকিলা বায়সী নীড়ে পোষায় কৌশলে॥

শকু। ( সক্রোধে ) অনার্য্য! আপনার যেমন মন তেমনি অন্যকেও দেখ, তোমার মত ধর্ম্ম বর্ম্মধারী হ'য়ে কে অধর্ম্ম ক'র্‌তে পার্‌বে, তুমি যে বক-ধর্ম্মি তৃণাচ্ছন্ন কূপ, তা' আমি পূর্ব্বে জান্‌তাম না।

রাজা। ( আত্মগত ) বনবাস হেতু ইহার কোপ বিভ্রম শূন্য দৃষ্ট হইতেছে,—ইহা কৃত্রিম বোধ হয় না। যেহেতু

ঈক্ষণ ভঙ্গিমা নাই আরক্ত লোচন।
ভাবের ভঙ্গিমা নাই কঠোর বচন॥
বিম্বাধর কম্পমান, হিমে আর্ত্তপ্রায়।
ভ্রূযুগল একেবারে কুঞ্চিত দেখায়॥

অথবা আমাকে সন্দিগ্ধ বুদ্ধি দেখিয়া ইহার যথার্থ ক্রোধই উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা চক্ষুর রক্তিমা ও ভ্রূভঙ্গি কেন হইবে?

স্মৃতি হীন হ'য়ে আমি করিনে স্বীকার।
গোপনেতে হয়েছিল প্রেম পূর্ব্বকার॥
তাই ভেবে ক্রোধভরে আরক্ত নয়নে।
ভ্রুভঙ্গের ছলে ভাঙ্গে কাম শরাসনে॥

( প্রকাশ্যে ) ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, কিন্তু তোমার ন্যায় কুত্রাপি এরূপ দেখি নাই।

শকু। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া )—

তোমরা প্রমাণ ধর্ম্ম জান বিলক্ষণ।
অবলা মহিলা তাহা না জানে কখন॥
সরলা অভাগা যদি জানিতাম আগে।
না হ'ত এমন দশা প'ড়ে অনুরাগে॥

হায় অদৃষ্ট! তুমি আমাকে ভেবেছ এক জন স্বেচ্ছাচারিণী প্রকৃত গণিকা এসে উপস্থিত হয়েছে।

গৌত। যাহু! তুমি পুরুবংশীয়দিগের ধর্ম্মশীল স্বভাব মনে ক'রে, যার মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ, এমন লোকের হাতে পড়েছ।

( শকুন্তলা মুখে অঞ্চল ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন )

শার্ঙ্গ। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, কর্ম্ম করিলে শেষে এই রূপেই জ্বলিতে হয়।

বিধিপূর্ব্ব রীতি মতে পরীক্ষা করিয়া।
করিবে লোকের সহ প্রণয় প্রক্রিয়া॥
জানি নাই কুল শীল হৃদয় যাহার।
তার সঙ্গে মিত্রভাব শত্রুতা সঞ্চার॥

রাজা। আপনারা ইহার কথা প্রত্যয় করিয়া আমাকে কেন অকারণ ভর্ৎসনা করিতেছেন?

শার্ঙ্গ। ( সক্রোধে ) শুন্‌লেন বিপরীত কথা।

আজন্ম জানেনা যেই শঠতা কেমন।
অপ্রমাণ হইবেক তাহার বচন॥
বিদ্যা ব'লে শেখে যারা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
সত্যবাদী তাহাদের করিব বর্ণনা॥

রাজা। অহো! সত্যবাদী মহাশয়েরা মনে করুন, আপনারা যাহা বলিতেছেন আমি তাহাই, কিন্তু বলুন দেখি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবে?

শার্ঙ্গ। "নিপাত।"

রাজা! পৌরবেরা নিপাত লাভ করিবে এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! আর উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন

নাই, আমরা গুরু নিয়োগ অনুষ্ঠান করিয়াছি, এখন চল প্রতিগমন করি। ( রাজার প্রতি ) রাজন্ !—

তোমার রমণী ইনি, করহ গ্রহণ।
অথবা করহ ত্যাগ অভীষ্ট যেমন॥
পতির প্রভুত্ব আছে, নিজ দার প্রতি।
যাহা মনে লয় তাহা করহ সম্প্রতি॥

—গৌতমি ! তুমি অগ্রসর হও।

( শকুন্তলাকে রাখিয়া সকলের প্রস্থান )

শকু। এই শঠ আমাকে প্রতারণা ক'র্‌লে তোম্‌রাও কি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চল্‌লে।?

( এই বলিয়া গৌতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন )

গৌত। ( পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়া ) বাছা শাঙ্গ´রব ! শকুন্তলা রোদন ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌চে, আহা ! ভর্ত্তা তা'কে পরিত্যাগ কর্‌লেন আর এখানে থেকে কি ক'র্‌বে ?

শাঙ্গ´। ( সরোষে ফিরিয়া ) আঃ হতভাগিনি ! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছিস ?

( শকুন্তলা ভীতা হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন )

শাঙ্গ´। শকুন্তলে ! শ্রবন কর,—

সত্য যদি হয় যাহা বলিল ভূপতি।
পিতৃ পরিত্যজ্য তুমি হইলে সম্প্রতি॥
শুচি সত্য বলি যদি জান নিজ মনে।
পতি গৃহে দাস্য শ্রেয় তোমার এক্ষণে॥

অতএব এখানে থাক, আমরা চলিলাম।

রাজা। হে তপস্বিগণ ! আপনারা ইহাকে প্রতারণা

কেন করিতেছেন? আমিই পরস্ত্রী গ্রহণ করিব না। দেখুন—

নিশাকর নিজ করে, কুমুদে প্রফুল্ল করে,
প্রভাকর পঙ্কজিনী প্রিয়।
পর প্রণয়িনী সনে, অঙ্গ সঙ্গ কভু মনে,
না করে পুরুষ জিতেন্দ্রিয়॥

শার্ঙ্গ। রাজন্! যদি আপনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও তো দার পরিত্যাগ হেতুক অধর্ম্ম হয়।

রাজা। (পুরোহিতের প্রতি) ভাল, আপনাকেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন। কেননা—

আমি বা মোহে অজ্ঞানী, কিম্বা এঁর মিথ্যাবাণী,
যে স্থলে এরূপ দ্বিধা হ'ল।
পর দার পরশিয়ে, অশুচি হওয়ার চেয়ে,
দার ত্যাগ শ্রেয় কিনা বল॥?

পুরো। (বিচার করিয়া) ভাল, যদি এরূপ করা যায়।

রাজা। কি আজ্ঞা করিবেন করুন।

পুরো। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইনি আমার গৃহে অবস্থিতি করুন।

রাজা। তাহাতে কি হইবে?

পুরো। সিদ্ধ পুরুষেরা এরূপ কহিয়াছেন যে, মহারাজের প্রথমেই চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে, যদি মুনিদৌহিত্র সেই লক্ষণাক্রান্ত হয়েন তাহা হইলে অভিনন্দন

পূর্ব্বক ইহাঁকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবেন, অন্যথা ইহাঁর পিতৃসমীপে যাওয়াই স্থির রহিল.।

রাজা। আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন ?

পুরো। ( উত্থান করিয়া ) বৎসে! এই দিকে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে তোমার অন্তরে স্থান দাও।

(রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের সহিত শকুন্তলারপ্রস্থান)

(অন্য দিক দিয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমীর প্রস্থান।)

( রাজা শাপবিমোহিতচিত্ত হইয়া শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন )

নেপথ্যে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

রাজা। ( কর্ণপাত করিয়া ) কি! কি!

পুরো। (প্রবেশ করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক) মহারাজ! এক অতি অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গেল।

রাজা। কি! অদ্ভুত ঘটনা ?

পুরো। মহারাজ! কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করিলে পর—

সেই বালা স্বীয় ভাগ্য নিন্দিতে নিন্দিতে।
বক্ষে করাঘাত করি লাগিল কান্দিতে॥

রাজা। তাহার পর কি হইল ?

পুরো। তাহার পর, অপ্সরা তীর্থের নিকট—

এক জ্যোতি নারী রূপে হয়ে উপনীত।
কোলে করি লয়ে তায় হ'ল অন্তর্হিত॥

( ইহা শুনিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিল )

রাজা। ভগবন্! ও বিষয় পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা

হইয়াছে, আপনি কেন বৃথা তর্ক দ্বারা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন, এক্ষণে গিয়া বিশ্রাম করুন।

পুরো। মহারাজ! বিজয়ী হউন। ( বলিয়া নিষ্ক্রান্ত )

রাজা। বেত্রবতি! আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি, তুমি আমাকে শয়ন গৃহে লইয়া চল।

প্রতিহারী। মহারাজ! এইদিক দিয়া আসুন।

রাজা। ( যাইতে যাইতে, স্বগত )

মুনি তনয়ার সহ, আমার যে পরিগ্রহ,
নাহি হয় কিছুই স্মরণ।
কিন্তু আজি মম চিত, হইয়াছে ব্যাকুলিত,
ইহাই কি প্রত্যয় কারণ॥?

( ইতি সকলে নিষ্ক্রান্ত। )

# অঙ্কাবতার

পঞ্চমাঙ্কের অংশ।

রাজপথ—নগরপাল ও দুইজন রক্ষির সহিত পশ্চাৎ বাহুবদ্ধ ধীবরেব প্রবেশ।

রক্ষিদ্বয়। (ধীবরকে তাড়না করিতে করিতে) ওরে বেটা চোর! বল তুই রাজনামাঙ্কিত উজ্জ্বল মণিময় এ অঙ্গুরী কোথা পেলি ?

ধীবর। (কাঁপিতে কাঁপিতে) মশায়রা দয়া কর, মুই কখন চুরি করিনি।

প্রথম। না, সুব্রাহ্মণ দেখে রাজা তোরে দান করেছেন ?

ধীবর। মশায় শুনন আগে, শকরাবতারে মোর ঘর, মুই জেলে—

দ্বিতীয়। মর বেটা গাঁটকাটা, আমি কি তোর ঘর বাড়ী, জাতি কুল জিজ্ঞেস ক'চ্চি ?

নগরপাল। সূচক! ওকে সব কথা বল্‌তে দাও, বাধা দিও না।

উভে। যে আজ্ঞা কর্ত্তা।—বলরে বেটা বল।

ধীবর। যা বলেছি, মুই জেলে, জাল বড়শি ছিপ নে মাচ ধরে মাগ ছেলেকে খাওয়া দিই।

নগরপাল। (হাস্য করিয়া) তোর বড় শুদ্ধ জীবন বৃত্তি, যা হ'ক—

ধীবর। মশায়! এমন কতা কবেন না।

ইটি মোগার জাতির ধম্ম ছাড়তি নারি তাই।
ধম্মাধম্ম সবার মদ্দি ন্যাকেচে গোঁসাই॥
দ্যাকো ছিরিত্তির বামুনেরা পুণ্যি ভরা প্যাটে।
জ্যান্তো জ্যান্তো জন্তু গুলো যগ্যি হলে কাটে॥

নগরপাল। তার পর কি বল?

ধীবর। মুই একদিন একটা বড় রুই মাচ পেলুম, তার পর তারে খান খান করে কাটতে গিয়ে দেকি, তার পেটের মদ্দি এই আঙটি—ঝক ঝক ক'চ্চে। তার পর বেচবার জন্যে এইখানে দশজনকে দেকাচ্চি, অমনি মশয়রা গাঁক করে ধল্লেন, এইতো মুই জানি, এখন মারুন বা কাটুন, যা করুন।

নাগ। (অঙ্গুরীয় আঘ্রাণ করিয়া) জালুক! ইহা মাচের পেটের ভিতর ছিল তার সন্দেহ নাই, কারণ ইহাতে আমিষের গন্ধ বেরুচ্চে, অতএব ও যা বল্লে সেই কথাই সত্য মনে কর্‌তে হবে, তা চল এরে রাজবাটীতে নিয়ে যাই।

রক্ষি। (ধীবরের প্রতি) চল্ বেটা গাঁটকাটা চল।

(সকলের রাজবাটী অভিমুখে গমন)

নাগ। সূচক! এই পুরীদ্বারে তোমরা সাবধানে একে বসাইয়া রাখ, যাবৎ আমি রাজপুরী হ'তে ফিরে না আসি তাবৎ আমার অপেক্ষায় বসে থাক।

রক্ষিদ্বয়। হাঁ কর্ত্তা প্রভুকে সন্তুষ্ট করে ফিরে আসুন।

(নগরপালের রাজবাটীতে প্রবেশ)

দ্বিতীয় রক্ষি। জালুক! আমাদের কর্ত্তা ফিরে আস্‌তে অনেক দেরি কর্‌চেন?

১ম রক্ষি। ভাই! রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি সকল সময়ে ঘটে?

২য় রক্ষি। তবেইতো, ( হস্ত ভঙ্গি করিয়া ) এই চোর বেটাকে যমের বাড়ী পাঠাতে আমার হাত নিস্‌পিস্ ক'চ্চে।

ধীবর। মিনি দোষে মোরে মার্‌বেন না।

১ম রক্ষি। ( বিলোকন করিয়া ) ঐ যে আমাদের কর্ত্তা রাজশাসন পত্তর হাতে করে এই মুখেই আস্‌চেন। ভাই! এ বেটা, ছেলে পিলের মুখ দেখ্‌তে থাকবে, কি শিয়াল কুকুরের পেটে যাবে বলা যায় না।

নাগ। ( প্রবেশ করিয়া ) শীঘ্র শীঘ্র এরে—

( এই অর্দ্ধ কহিতেই )

ধীবর। হায়! হায়! এইবারেই মুই গেলুম।

( বলিয়া বিষাদ করিতে লাগিল )

নাগ। ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, ঐরূপে ওর আংটি পাওয়াই ঠিক প্রমান হ'ল।

২য় রক্ষি। যে আজ্ঞা কত্তা, বেটা যমের বাড়ী থেকে ফিরে এলো। ( বলিয়া ধীবরের বন্ধন মোচন করিয়া দিল )

ধীবর। ( নগরপালকে প্রণাম করিয়া ) মশায় মোর পরাণটা কিনে আকলে। ( বলিয়া তাহার পদতলে পড়িল )

নাগ। উঠ, উঠ, মহারাজ তোকে অঙ্গুরীর সমান মূল্য পারিতোষিক দিয়েছেন। এই নে,—

( ধীবরকে অর্থ প্রদান )

ধীবর। ( সহর্ষে প্রণাম পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ) মশায়! মোরে বড় দয়া কল্লে।

১ম রক্ষি। তোর কপাল ভাল, মহারাজ তোর প্রতি এত অনুগ্রহ কল্লেন যেন শূল থেকে নামিয়ে হাতির কাঁদে চড়ালেন।

২য় রক্ষি। মান্য ! পারিতোষিক দেখে বোধ হচ্চে এই আংটি মহা মূল্য। মহারাজের বড় প্রিয় সামগ্রী হবে।

নাগ। মহামূল্য বলে যে মহারাজের বড় প্রিয় এমন বোধ হ'ল না।

উভয়ে। তবে কি ?

নাগ। অঙ্গুরী দেখে মহারাজের কোন প্রিয় জনকে মনে পড়েছে, কারণ সেটি পেয়ে তিনি, স্বাভাবিক অতি গম্ভীর হয়েও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেন আর তাঁর মনটা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

সূচক। মহাশয় ! তবে আপনি মহারাজের তোষ ও বিষাদ দুইই জন্মে দিয়েছেন।

জালুক। এই বেটার জন্যেই। ( বলিয়া তাহার প্রতি সক্রোধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল )

ধীবর। এর অদ্দেক মশায়দের মদের কড়ি হবে।

জালুক। ধীবর ! ভাই তুই বেশ লোক, তোর সঙ্গে মিতে পাতাতে হবে। মদকে সাক্ষী করে হলেই ভাল হয়। আয় ভাই তবে শুঁড়ির দোকানেই যাওয়া যাক।

( সকলের নিষ্ক্রান্ত। )

# ষষ্ঠ অঙ্ক।

আকাশ-যানে মিশ্রকেশীর প্রবেশ।

মিশ্রে। **নির্ব্বর্ত্তিতং পর্য্যায়নির্ব্বর্ত্তনীয়ং অপ্সরতীর্থসন্নিধ্যং তদ্যাবত্ অস্য সাধুজনস্য অভিষেককালো ভবেত্, তাবত্ সাম্প্রতং অস্য রাজর্ষেঃ বৃত্তান্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি, মেনকাসম্বন্ধেন মে শরীরভূতা শকুন্তলা তয়া সন্দিষ্টাস্মি। (সমন্তাদবলোক্য) কিন্নু খলু উপস্থিতোৎসবেপি দিবসে নিরুৎসবারম্ভং ইব রাজকুলং দৃশ্যতে, অস্তি বিভবঃ সর্ব্বং প্রণিধানেন জ্ঞাতুং, কিন্তু সখ্যাময়া আদরো মানয়িতব্যঃ, ভবতু এষাং এব উদ্যানপালকানাং পার্শ্ব-পরিবর্ত্তিনী ভূত্বা, তিরস্করিণ্যা বিদ্যয়া প্রচ্ছন্ন উপলপ্স্যে। (নাট্যেনাবতীর্য্য স্থিতা)** *

---

* অপ্সরা তীর্থের সকল কর্ম্ম পর্য্যায় ক্রমে করা হ'ল, এখন সাধুদিগের অভিষেকের বেলা যাবৎ না হয় তাবৎ আমি রাজর্ষির বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ক'রে আসি।—মেনকার সম্বন্ধে শকুন্তলা আমার শরীর বল্লেই হয়, মেনকাও শকুন্তলাকে দেখে আস্‌তে আমাকে বলে দিয়েছেন। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) একি? আজ নিশ্চয় উৎসবের দিন, সমস্ত রাজকুলকে নিরুৎসব দেখ্‌ছি কেন? যদিও আমি প্রণিধান দ্বারা সব জা'ন্‌তে পারি কিন্তু সখী আমাকে আদর পূর্ব্বক স্বচক্ষে দে'খে আ'স্‌তে ব'লে দিয়েছেন। তিরস্করিণী বিদ্যা প্রভাবে উদ্যান পালকের পার্শ্ববর্ত্তিনী হ'য়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে সব দে'খ্‌ব। (বলিয়া আকাশ হইতে অবতরণ করত প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিলেন)

রাজপুরীসংক্রান্ত উদ্যান,—আম্রমঞ্জরী দর্শন করিতে করিতে দুই চেটীর প্রবেশ।

প্রথমা। কি! এই যে মধুমাস এ'সে উপস্থিত হ'য়েছে।

বসন্ত এ'সেছে মরি সুখ সজ্জা করি রে।
কিবা শোভা মনোলোভা আমের মঞ্জরী রে॥
তাম্র হরিদ্বর্ণে হায়, বৃন্তকুল শোভা পায়,
দুলিছে হিল্লোলে বায়, মৃদুগন্ধ ধায় রে।
এই সব বৃন্ত ল'য়ে, কৃতাঞ্জলিপুট হ'য়ে,
তুষিব মনের সাধে মদন রাজায় রে॥

দ্বিতীয়া। ওলো পরভৃতিকে! একালা দাঁড়ায়ে উন্মত্তের মত কি বক'ছ।

প্রথমা। সখি মধুকরিকে! সত্য চূতমঞ্জরী দেখ্‌লে পরভৃতিকা উন্মত্তাই হ'য়ে থাকে।

দ্বিতীয়া। (আহ্লাদে সত্বর নিকটে আসিয়া) তা'ইত মধুমাস উপস্থিত হ'য়েছে যে?

প্রথমা। হাঁ মধুকরিকে! এ উন্মত্ত হবার কাল বটে, সখি! এ তোমারও গান কর্‌বার সময়।

দ্বিতীয়া। সখি! আমাকে ধরত, আমি পায়ের আগায় ভর দিয়ে ঐ চূতমঞ্জরী কয়টি পাড়ি, পেড়ে কামদেবের পূজা করি।

প্রথমা। সখি! তা' হ'লে কিন্তু পূজার অর্দ্ধেক ফল আমার হ'বে।

দ্বিতীয়া। সখি! একথা বলা বাহুল্য, তোমার আমার একই প্রাণ, বিধাতা কেবল শরীরের দ্বারা ভিন্ন করেছেন বৈত নয়। (সখীকে ধারণ পূর্ব্বক চূতমঞ্জরী গ্রহণ করিয়া)

সখি ! দেখ, চূতমঞ্জরী এখনো ফুটেনি কিন্তু ভাঙ্গুতেই কেমন মিষ্ট গন্ধ বেরু'ল।

( কপোত হস্ত করিয়া ) ভগবান্ মকরধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার করি। ( চূতমঞ্জরীর প্রতি ) :—

সঁপিলাম চূতাঙ্কুর তোমারে কামের করে।
ব্যাপুক প্রতাপ তাঁর এই বিশ্ব চরাচরে॥
যুবা কি যুবতী জন, কে স্থির রাখিবে মন,
যবে পঞ্চশর ধরে তোমা হেন পঞ্চশরে॥

( বলিয়া এক অঞ্জলি আম্র মুকুল নিক্ষেপ করিল )

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। ( সক্রোধে ) কেরে অনভিজ্ঞে ! কি করিস্, মহারাজ মধূৎসব নিষেধ করিয়া দিয়াছেন তো'রা কি না চূতমুকুল ভাঙ্গুছিস্।

উভয়ে। (ভীতা হইয়া) মহাশয় ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হ'ন, আমরা এ সব কিছুই জানিনে।

কঞ্চু। কি তোমরা মহারাজের শাসন শুন নাই ? বসন্তের তরু লতা প্রভৃতি ও তৎ আশ্রিত বিহঙ্গম পর্য্যন্ত সে শাসন প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। তাহার সাক্ষ্য দেখনা—

আমের মুকুল যত অর্দ্ধ বিকসিত।
সুরাগে পরাগ তাহে নাহি করে স্থিত॥
কুরুবক ফুটিয়াও প্রফুল্লিত নয়।
কোরক ভাবেতে আছে এমন সময়॥
শিশির অতীত তবু ম্রিয়মাণ সব।
কোকিল পঞ্চমস্বরে নাহি করে রব॥
জ্ঞান হয় মৌনভাব ধরিয়া মদন।
তুনির ভিতরে বাণ করিছে গোপন॥

মিশ্র। **নাস্তি অত্র সন্দেহো মহাপ্রভাবঃ খলু এষ রাজর্ষিঃ*।**

প্রথমা। মহাশয়! এই সে দিন প্রভু মিত্রাবসু আমাদিগকে চিত্রকর্ম্ম ক'রতে এই প্রমোদবনে পাঠ্য়েছিলেন, তা কই এ সব বৃত্তান্ত তখন ত কিছুই শুনিনি।

কঞ্চু। তাহাই বলিয়া যেন পুনর্ব্বার এমন কর্ম্ম করিও না।

উভয়ে। (সকৌতূহলে) আর্য্য! যদি আমাদের শুন্‌বার কোন বাধা না থাকে, তবে বলুন না কি জন্য মহারাজ বসন্ত উৎসব নিষেধ করেছেন।

মিশ্র। **উৎসবপ্রিয়রাজানো ভবন্তি, ননু গুরুণা কারণেন অত্র ভবিতব্যং †।**

কঞ্চু। (স্বগত) এ কথা ত চারিদিকে প্রচার হইয়াছে, তবে বলি না কেন? (প্রকাশে) সাধ্বী শকুন্তলাকে মহারাজ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এ কথা কি তোমরা শুনিয়াছ?

উভয়ে। হাঁ, আর্য্যমিত্রাবসুর মুখে অঙ্গুরী পাওয়া পর্য্যন্ত সব শুনেছি।

কঞ্চু। তবে অল্প বলিলেই হইবে—সেই অঙ্গুরীয় দর্শনমাত্র মহারাজের শকুন্তলাবৃত্তান্ত সমস্ত স্মরণ হয় যে মোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহার পশ্চাত্তাপের আর সীমা নাই।

রম্যবস্তু দর্শনেও বিরক্ত রাজন।
মন্ত্রির মন্ত্রণা নাহি করেন গ্রহণ॥

---

* এই রাজর্ষি মহা প্রভাবশালী তাহাতে সন্দেহ নাই।

† রাজারা উৎসবপ্রিয় অতএব কোন গুরুতর কারণ থাক্‌বে।

একাকী শয্যার প্রান্তে করেন লুণ্ঠন।
নিদ্রা নাই জাগরণে যামিনী যাপন।
দাক্ষিণ্য প্রযুক্ত এক সখিকে ডাকিতে।
শকুন্তলা নাম ল'য়ে লজ্জা পান চিতে॥

মিশ্র। প্রিয়ং মে প্রিয়ং *।

কঞ্চু। এই মনোদুঃখ হেতুক মহারাজ বসন্তোৎসব নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

উভয়ে। হাঁ, তা' হ'তে পারে।

নেপথ্যে। মহারাজ! এই দিকে, এই দিকে আসুন,—

কঞ্চু। (কর্ণ দিয়া) অহো! মহারাজ এই দিকে আসিতেছেন, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র আপন কার্য্যে গমন কর।

উভে। যে আজ্ঞে, আমরা চল্লাম। (তাহাদের প্রস্থান)

অনুতাপোচিত বেশভূষাধারী রাজা, বিদূষক ও
প্রতিহারীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) আহা! স্বভাবতঃ সুন্দর আকৃতি সকল অবস্থাতেই রমনীয় হয়, দেখ মহারাজ এত যে মনোবেদনা পাইয়াছেন, তথাপি কেমন প্রিয়দর্শন—

বিশেষ ভূষণ নাই বলয় বাম করে।
তাহাও স্খলিত প্রায় প্রকোষ্ঠ উপরে॥
নিশ্বাসে রক্তিম হয় ওষ্ঠাধর তাঁর।
চিন্তা জাগরণে চক্ষু তাম্রের আকার॥
কৃশ হয়েছেন তবু রূপ চমৎকার।
শান দ্বারা শোভা পায় মণি যে প্রকার॥

---

* এ আমার অতি প্রিয় কথা।

মিশ্র। ( রাজানমবলোক্য ) স্থানে খলু প্রত্যাদেশ বিমানিনাপি অস্মাৎ কারণাৎ শকুন্তলা ক্লিশ্যতি *।

রাজা। ( চিন্তাকুল মনে ধীরে ধীরে গমন করিয়া )

কুরঙ্গ নয়নী হায়, বুঝাইল যে আমায়,
তবু না বুঝিল মম মন।
অনুতাপ সহিবারে, বুঝি দেহ দহিবারে,
প্রবোধিত হয়েছে এখন॥

মিশ্র। ঈদৃশানি তপস্বিন্যা ভাগধেয়ানি †।

বিদূষক। ( পরোক্ষে ) হাঁ, আবার সেই শকুন্তলা ব্যাধি-বায়ু লাগ্‌ল, এখন কেমন ক'রে চিকিৎসা হ'বে, জানি না।

কঞ্চুকী। ( নিকটবর্ত্তী হইয়া ) মহারাজের জয় হউক, মহারাজ! প্রমোদ বনের সমস্ত স্থান আমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছি, তথায় অনেক বিনোদন স্থান আছে—

রাজা। বেত্রবতি! তুমি যাইয়া আমার বচনানুসারে, অমাত্য পিশুনকে এই কথা বলিও যে, বহু দিবসের পর স্মরণ হওয়াতে অদ্য আমি ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিতে অসক্ত,— তিনি যে সকল পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন সে সকল যেন একখান পত্রে লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ! ( বলিয়া নিষ্ক্রান্ত )

রাজা। ( কঞ্চুকীর প্রতি ) পর্ব্বতায়ন! তুমিও আপনার কার্য্যে গমন কর।

---

* ( রাজাকে অবলোকন করিয়া ) শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান জন্য অপমানিত হইয়াও যে অনুতাপ করেন তাহা অসঙ্গত নয়।

† তপস্বিনী দুঃখিনীর ভাগ্যই এইরূপ।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! ( নিষ্ক্রান্ত )

বিদূ। এখন ত সব নির্জ্জন কর্‌লেন, এবং সম্প্রতি শীত ঋতুর বিচ্ছেদে এই প্রমোদ বন মনোহর হ'য়েছে, অতএব মহারাজ! এখানে আত্মবিনোদন করুন।

রাজা। ( নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) বয়স্য! সকলে বলিয়া থাকে যে অনর্থ পরম্পরা ছিদ্র পাইলেই আইসে, এ কথা মিথ্যা নহে—দেখ,—

মুনিসুতাপ্রেমরোধি মোহ যেই ক্ষণ।
পরিত্যাগ করিয়াছে এই মম মন॥
মনসিজ অমনি রসাল শর ল'য়ে।
আইল হানিতে বাণ কৃপাহীন হ'য়ে॥

আরও—অঙ্গুরী দর্শনে যাই হয়েছে স্মরণ।
প্রিয়াকে করেছি ত্যাগ আমি অকারণ॥
অমনি বসন্তকাল দলবল সনে।
আইল তাপিত প্রাণ পুনঃ জ্বালাতনে।

বিদূ। বয়স্য! স্থির হ'ন, আমি এই যষ্টির আঘাতে, কন্দর্পবাণের শ্রাদ্ধ করি। ( বলিয়া যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক চূতাঙ্কুরের প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত )

রাজা। ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) তোমার ব্রহ্মতেজ দেখা গিয়াছে সখে! এখন, বল দেখি, কোথায় উপবেশন করিয়া প্রিয়ার কিয়ৎ অংশেও অনুকারি লতাতে, দৃষ্টি বিনোদন করি।?

বিদূ। কেন, আপনার পার্শ্বপরিচারিকা লিপিকরী মেধাবিনীকে আপনি আজ্ঞা করেছেন যে, "আমি মাধবীলতা গৃহে এ বেলাটা অতিবাহিত ক'রব, সেখানে আমার স্বহস্ত লিখিত শকুন্তলার সেই চিত্রখানি লয়ে এস।"

রাজা। হাঁ এখন এই প্রকারেই হৃদয়কে আশ্বাস দিতে হইল। তবে সেই মাধবীলতার গৃহ কোথায়?

বিদূ। এই দিক দিয়া আসুন। ( উভয়ের তথায় গমন ) ( মিশ্রকেশীরও অনুগমন ) এই সেই মণিময় শিলাপট্ট-বিশিষ্ট মাধবীলতার মণ্ডপ, এ স্থান অতি নির্জ্জন ও রমণীয়, এ লতাগৃহ আপনার উপহার স্বরূপ হয়েচে এবং এখানকার স্বাভাবিক শীতল বায়ু আপনার আগমন প্রার্থনা ক'র্‌চে,— আপনি ইহার মধ্যে উপবেশন করুন।

( উভয়ের তথায় প্রবেশ এবং উপবেশন )

মিশ্র। **লতান্তরিতা প্রেক্ষিষ্যে তাবৎ প্রিয়সখ্যাঃ প্রতিকৃতিং ততো অস্যা ভর্ত্তুঃ বহুমতং অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি। (তথা স্থিতা *।)**

রাজা। ( দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে! এখন শকুন্তলার দর্শন বৃত্তান্ত প্রথম অবধি আমার সমুদয় স্মরণ হইতেছে, সে সকল কথা তোমায় ত আমি বলিয়াছিলাম, প্রত্যাদেশের সময় তুমি নিকটে ছিলে না সত্য বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ত তুমি একদিনও তাহার নাম কর নাই, তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে?

মিশ্র। **অতএব মহীপতিভিঃ ক্ষণমপি সুহৃদয়াঃ সহায়া ন বিরহিতব্যাঃ †।**

বিদূ। আমি বিস্মৃত হইনি, কিন্তু আপনি সকল কথা

---

* এই লতার অন্তরাল হ'তে আমি প্রিয়সখীর প্রতিমূর্ত্তি দেখি পরে তাঁর প্রতি তাঁহার ভর্ত্তার যেরূপ অনুরাগ তা' তাঁ'কে বিশেষ করে জানাব। ( সেইরূপে অবস্থিতি। )

† সেই হেতু মহীপতিদিগের ক্ষণমাত্রও সবন্ধু ছাড়া থাকা উচিত নয়।

বলিয়া শেষে আবার বল্লেন, "বয়স্য! এ পরিহাস কল্পিত কথা বাস্তবিক নয়," আমিও মন্দবুদ্ধি তা'ই যথার্থ বিবেচনা করেছিলাম, অথবা সকলি ভবিতব্যের বলে ঘটেচে।

মিশ্র। **এবমেতত্** *।

রাজা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া) সখে! আমাকে রক্ষা কর।

বিদূ। বয়স্য! এ আপনার কি উপস্থিত হইল। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা কখনই শোকের অধীন হ'ন না, দেখুন প্রবল বায়ুতে পর্ব্বত কখন কম্পিত হয় না।

রাজা। বয়স্য! সেই নিরাকরণবিষন্না শকুন্তলার অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হইতেছি।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে ধনী, মনেতে বিষম গণি,
স্বজন নিকটে যেতেছিল।
গুরু তুল্য গুরু ছাত্র, থাক বাক্য কহা মাত্র,
সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রহিল॥
সজল নয়নে হরি, নিষ্ঠুর এ জনোপরি,
চাহিয়া রহিল কতক্ষণ।
সে সব পড়িলে মনে, দহে প্রাণ অনুক্ষণে,
বিষ সিক্ত বিশিখ যেমন॥

মিশ্র। **অহো! ঈদৃশী পরবশতা অস্য মামপি সন্তাপয়তি** †।

বিদূ। বয়স্য! আমি বিবেচনা করি কোন আকাশচারী দেব দানব তাহাকে ল'য়ে গিয়াছে।

---

* এরূপ হ'তে পারে।

† অহো! ইনি যেরূপ দুঃখ পরবশ হয়েছেন, তা' দেখে আমারও দুঃখ হচ্চে।

রাজা। বয়স্য! অন্য কে সেই পতিব্রতাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইবে, তাঁহারি সখীদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়, বোধ হয়, মেনকা অথবা তাঁহার কোন সহচরী তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে।

মিশ্র। সম্মোহেপি বিস্ময়নীয়: খলুষা প্রতিবোধ: *।

বিদূ। তা' যদি হয় তবে অত কাতর হ'বেন না, কালে তাহার সহিত আপনার সমাগম হ'বে।

রাজা। কি প্রকারে জানিলে।

বিদূ। মাতা পিতা চিরদিন কন্যার ভর্ত্তৃবিয়োগ দুঃখ দেখ্‌তে পারেন না, ইহাতেই জানিলাম।

রাজা। বয়স্য!

স্বপনে কি হায় হায়, দেখিলাম সে প্রিয়ায়,
মায়ায় হইল কিম্বা কুহক সৃজন।
কিম্বা ভ্রম দরশন, অথবা কি সেই ক্ষণ,
ফুরাল পুণ্যের ফল দিয়া দরশন॥
হায় কি এমন হবে, প্রিয়া পুনঃ দেখা দিবে,
আর কি জুড়াবে আঁখি, জুড়াইবে মন।
গেল জনমের তরে, আর না আসিবে ফিরে,
অতি উচ্চ আশা মম হইল পতন॥

বিদূ। সখে! এরূপ বল্‌বেন না, ভবিতব্যের কথা কিছুই বল্‌তে পারা যায় না, অসম্ভবনীয় ও অচিন্তনীয় সমাগম কোথা হইতে এসে উপস্থিত হয় দেখুন, এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় আপনার নিকট আ'স্‌বে এমন কে মনে ভেবে ছিল।

রাজা। (অঙ্গুরীয় অবলোকন করিয়া) হায়! সেই

---

* মোহ অবস্থায় যে এরূপ জ্ঞান হওয়া এ অতি আশ্চর্য্য।

দুর্ল্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই অঙ্গুরীয়ের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে—

রে অঙ্গুরী হীন মতি, তোর পুণ্য অল্প অতি,
ফলে তার পাই নিদর্শন।
করাঙ্গুলি মনোহর, ছিলি তাহে শোভাকর,
কি হেতু হইলি তুই তা'হতে পতন ॥

মিশ্র। **যদি অন্য হস্তগতং ভবেৎ তদা সত্যং শোচনীয়ং ভবেৎ। সখি! দূরে বর্ত্তসে একাকিনী এব কর্ণসুখানি অনুভবামি** *।

বিদূ। আপনি কি উদ্দেশে তাঁ'র অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরী পরায়ে দিয়ে ছিলেন।

মিশ্র। **মমাপি কৌতুহলেন ব্যাপারিত এষ:** †।

রাজা। বয়স্য! শ্রবণ কর, যখন আমি তপোবন হইতে স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করি, তখন প্রিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, "আর্য্য-পুত্র! পুনর্ব্বার কত দিনে আমাকে স্মরণ করবেন।"

বিদূ। তা'র পর, তা'র পর।

রাজা। তাহার পর, আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম—

বিদূ। কি কহিলেন—

রাজ। প্রিয়ে!

---

* যদি অন্য হস্তগত হ'ত, তা' হ'লে সত্য সত্যই শোকের বিষয় হ'ত, সখি! তুমি দূরে আছ আমিই এখানে একাকিনী কর্ণসুখ অনুভব করতে লাগলুম।

† এ কথা জা'নতে আমারও কৌতূহল হচ্চে।

"মম নামে আছে ইথে যে কয় অক্ষর।
"গণিবে প্রত্যেক বর্ণ প্রত্যেক বাসর॥
"যে দিনে গণনা শেষ হ'বে বর্ণচয়।
"তোমাকে আনিতে লোক আসিবে নিশ্চয়॥"

কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয় আমি, মহান্ধ প্রযুক্ত তাহা করি নাই।

মিশ্র। **অব হি বিধিনা রমণীয়: খলু বিসম্বাদিন:** *।

বিদূ। ভাল, এই আংটি বড়সির মত, রোহিত মৎসের উদরে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হ'ল ?

রাজা। যখন তোমার সখী শচীতীর্থে গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন, তখন ইহা শ্রোতে ভ্রষ্ট হয়।

বিদূ। হাঁ, এটি সম্ভব হ'তে পারে।

মিশ্র। **অত: খলু তপস্বিন্যা: শকুন্তলায়া: অধর্ম্মভীরো: অস্য রাজর্ষে: পরিণয়ে সন্দেহো জাত: অথবা ন ঈদৃশ অনুরাগ: অভিজ্ঞানং অপেক্ষতে তত্ কথমিবেদম্** †।

রাজা। সখে! এই অঙ্গুরীয়কে আমি যথোচিত তিরস্কার করিব।

বিদূ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমিও এই যষ্টি গাছটাকে অতিশয় তিরস্কার করব, বলি আমি এমন সরল ও কুটিল হ'ল কেন ?

রাজা। (ওকথা না শুনিয়া)

কেনরে অঙ্গুরী তুই সে কর কমল।
ত্যজিয়া পড়িয়া জলে হইলি বিফল॥

---

* বিধাতা রমণীয় সময়ে বাদ সেধে ছিলেন।

† এই জন্যই নিরপরাধা তপস্বিনী শকুন্তলার পরিণয় বিষয়ে এই অধর্ম্ম ভীরু রাজর্ষির সন্দেহ জন্মেছিল, অথবা এ প্রকার অনুরাগ কখনই কোন অভিজ্ঞান অপেক্ষা করে না তবে কেমন ক'রে এটি ঘ'টল।

অথবা—অচেতন তুই, গুণ বুঝিবি কেমনে।
আমি কেন ত্যজিলাম হৃদয় রতনে॥

মিশ্র। স্বয়মেব প্রতিপন্ন: যহ্মি বক্তুকামা *।

বিদূ। সখে! এরূপে কি এখানে ক্ষুধায় ম'রতে হবে।

রাজা। (সে কথা অনাদর করিয়া) প্রিয়ে! আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া দগ্ধ হৃদয় শীতল কর।

চিত্রপট হস্তে চেটীর প্রবেশ।

চেটী। ঠাকুর! এই চিত্রপটে মহিষী রহিয়াছেন।

(বলিয়া চিত্রপট দেখাইল)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আহা! চিত্রপটে লিখিত প্রিয়ার রূপ লাবণ্য অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

সুদীর্ঘ অপাঙ্গ হয়, আকর্ণ লোচন দ্বয়,
ভ্রূযুগল কিবা মনোহর।
কিবা দশনের পাশে, কিরণ কৌমুদী হাসে,
কিবা স্নিগ্ধ তাহাতে অধর॥
পক্ক বদরীর সম, কিবা ওষ্ঠ মনোরম,
কিবা তাহে শোভিছে বদন।
হেন মম মনে লয়, সহাস্য বদনে কয়,
মৃদু ভাবে মধুর বচন॥

বিদূ। (বিলোকন করিয়া) সাধু বয়স্য! সাধু! আপনি ঠাকুরাণীর অতি মধুর ভাব ভঙ্গি প্রদর্শন করেছেন, স্তনাদির উপর দৃষ্টি পড়্‌লে তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরায়ে লইতে হয়, অধিক কি ব'লব ইহাঁকে চৈতন্যশালিনী মনে ক'রে এক এক বার কথা কহিতে কৌতূহল হচ্চে।

* আমার যা' বল্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল তা' ইনি স্বয়ংই বল্লেন।

মিশ্র। অহো! রাজর্ষেঃ বর্ত্তিকারেখানিপুণতা জানে প্রিয়সখী অগ্রতো বর্ত্ততে। *

রাজা। বয়স্য!

চিত্রেতে অসাধ্য যাহা, অন্যথা করেছি তাহা,
দেখিতে কুদৃশ্য পাছে ঘটে।
তথাপি তাহার রূপ, নহে ইহা অনুরূপ,
যাহা দেখ এই চিত্র পটে॥
আরও—কুচদ্বয় উচ্চ মত, নাভিরন্ধ্র নিম্ন গত,
কটিতে ত্রিবলি অবিকল।
চিত্র পট সমতল, উচ্চ নীচ এ সকল,
কেবল সে চিত্রের কৌশল॥
রঙ্গ তৈল করি দান, কোমলতা দৃশ্যমান,
সে কারণ সরস বদন।
যেন ওহে প্রেম ভরে, মৃদু মৃদু হাস্য করে,
বোধ হয় কহিবে বচন॥

মিশ্র। স্নেহং পশ্চাত্ তাপঃ গুরোঃ স্নেহস্য। †

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

স্বয়ং আগত প্রিয়া করি পরিহার।
দেখিতেছি কোন্ প্রাণে আলেখ্য তাহার॥
জল-পূর্ণ নদী ত্যজি যথা তৃষ্ণাতুর।
ভ্রান্তি-জলে সে তৃষ্ণা করিতে চাহে দূর॥

বিদূ। বয়স্য! এই চিত্রপটে তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দে'খ্‌ছি, তিনটিই দর্শনমনোরমা, এর মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলা?

---

* অহো! রাজর্ষির কি চমৎকার চিত্রনৈপুণ্য, আমারও বোধ হচ্চে প্রিয়সখী যেন সম্মুখে বর্ত্তমানা রয়েছেন।

† স্নেহ গুরুতর হ'লে পশ্চাত্তাপের এই রূপ দৃষ্টান্ত হয়।

মিশ্র। অনভিজ্ঞ এষ সখ্যারূপস্য মোঘচক্ষুঃ ইয়ং খলু নাস্ত্র গতা প্রত্যক্ষতাং। *

রাজা। তুমি ইহার মধ্যে কোন্‌টিকে শকুন্তলা বোধ কর?

বিদূ। (অনেকক্ষণ বিলোকন করিয়া) আমি বোধ করি, এইটী যাঁহার কেশপাশ বন্ধনের শিথিলতা প্রযুক্ত কুসুম সকল পতিত হ'চ্চে, যাঁহার বদন মণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দৃষ্ট হ'চ্চে, যাঁহার বাহুলতা ঈষৎ শিথিল হয়ে পড়েছে, যাঁহার কটিবসন কিছু শ্লথ হয়েছে, এবং যাঁহাকে ঈষৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় বোধ হচ্চে, ও জলসেকহেতু স্নিগ্ধ পল্লবশালী নব-আম্র-বৃক্ষের পার্শ্বে চিত্রিত রয়েছেন, এইটিই শকুন্তলা এবং অপর দুইটি ইহাঁর সহচরী।

রাজা। তুমি যথার্থ অনুভব করিয়াছ, কিন্তু এস্থলে আমার কিঞ্চিৎ ভাবের ব্যত্যয় আছে।

অঙ্গুলির ঘর্ম্ম ইথে হইয়ে মিলন।
চিত্র প্রান্ত হয় কিছু মলিন দর্শন॥
গণ্ডোপরি অশ্রু বিন্দু পড়িছে বুঝায়।
সেই হেতু ওই স্থান উজ্জ্বল দেখায়॥

(চেটীর প্রতি) চতুরিকে! আমার বিনোদন স্বরূপ এই চিত্র খানি সম্পূর্ণ রূপ লেখা হয় নাই,—অতএব তুমি গিয়া বর্ত্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস।

চেটী। আর্য্যমাধব্য! এই পটখানি ধরুন, আমি আসৃচি।

রাজা। হস্তে দাও, আমিই ধারণ করিতেছি।

(বলিয়া চিত্রপট নিজে গ্রহণ করিলেন)

(চেটী প্রস্থান করিল)

* ইনি প্রিয় সখীর রূপ প্রত্যক্ষ করেন নি ইহাঁর চক্ষু নিষ্ফল।

বিদূ। বয়স্য ইহাতে আর কি লিখিবেন ?

মিশ্র। **যোয: প্রিয়সখ্যা অভিমত: প্রদেশ: তং তং আলেখিতু-কাম, ইতি তর্কয়ামি।** *

রাজা। সখে শ্রবণ কর—

করিব মালিনী নদী ইহাতে অঙ্কিত।
হংসের মিথুন যার সৈকতে শোভিত॥
করিব অঙ্কিত গৌরী হিম গিরিবর।
চমরী মৃগেরা যথা খেলে নিরন্তর॥
করিব অঙ্কিত আর সেই তরুবর।
যাহার শাখায় ঝুলে বল্কল সুন্দর॥
যথা এক মৃগী কৃষ্ণসার শৃঙ্গোপরে।
বামচক্ষু প্রেমাবেশে কণ্ডূয়ন করে॥

বিদূ। ( স্বগত ) ভেবে ছিলাম কতক গুলো কুৎসিত বল্কলধারী লম্ব-শ্মশ্রু-তপস্বির প্রতিমূর্ত্তি এঁকে পটখানি পরিপূর্ণ কর্‌বেন।

রাজা। বয়স্য! শকুন্তলার আর একটি অভিপ্রেত ভূষণ লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছি।

বিদূ। কি সে ?

মিশ্র। **বনবাসস্য কন্যকা ভাবস্যচ সদৃশং অস্যা ভবিষ্যতি।** †

রাজা। সখে!

করিনি শিরিষ ফুলে কর্ণ বিভূষিত।
কপোল অবধি যাহা হইত শোভিত॥

---

* প্রিয় সখীর যে যে প্রদেশ অভিমত, বোধ করি, সেই সেই প্রদেশ চিত্র কর্‌তে অভিলাষী হয়েছেন।

† সেটি তাঁর বনবাসের এবং কুমারী দশার কোন উপযুক্ত ভূষণ হবে।

চন্দ্রের কিরণ তুল্য মৃণালের হার।
কুচমধ্যে বিলম্বিত করিনি তাঁহার॥

বিদূ। সখে! ইনি রক্তপদ্ম সদৃশ অগ্রহস্ত দ্বারা মুখ ঢেকে অতি ভয়চকিতার ন্যায়, রয়েছেন কেন? (মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া) হাঁঃ বুঝেছি,—একটা পুষ্পরসচোর দুষ্ট মধুকর ইহাঁর মুখকমল অভিলাষ করচে।

রাজা। বটে! তবে ঐ দুর্ব্বিনীতকে বারণ কর।

বিদূ। আপনিই দুর্ব্বিনীতদের শাসন কর্ত্তা, আপনিই বারণ করুন।

রাজা। বটে, ওহে কুসুম-লতার প্রিয়-অতিথি! তুমি এখানে বসিয়া কেন কষ্ট অনুভব করিতেছ?

ওই তব মধুকরী,　　বসিয়ে কুসুমোপরি,
প্রতীক্ষা করিছে দেখ তোমার কারণ হে।
অনুরাগে তব প্রতি,　　তৃষিত যদিও অতি,
নাহি করে সে সুব্রতী নব মধু পান হে॥

মিশ্র। অন্যথা খলু বারিতঃ। *

বিদূ। ও কি তেমন জাতি যে মানা কল্লে শুন্‌বে।

রাজা। (সক্রোধে) ওরে! আমি শাসন করিলাম তথাপি রহিলি—তবে শ্রবণ কর—

বরণ পাটল,　　অতি সুকোমল,
অধর যুগল যাঁর বিম্বের বরণ রে।
কত ভয়ে ভয়ে,　　সঙ্কুচিত হয়ে,
যতনেতে আমি যাঁরে করেছি চুম্বন রে॥

---

* বিলক্ষণ বারণ করা হ'ল।

তুই মূঢ়মতি, লজ্জা হীন অতি,
নির্দ্দয় হইয়ে তাঁরে করিছ পীড়ন রে।
না শুনিবি যদি, তোরে নিরবধি,
পদ্মরূপ কারাগারে করিব বন্ধন রে॥

বিদূ। আপনি এমন তীক্ষ্ণ দণ্ড দেখালেন, তবে কেন না ভয় পাবে। ( সহাস্যে আত্মগত ) ইনি ত উন্মত্ত হয়েছেন, আমিও যে সঙ্গে সঙ্গে থেকে তা'ই হ'তে বসেছি।

রাজা। ওরে তোকে বারণ করিলাম, তথাপি রহিলি।

মিশ্র। **অহো! ধীরমপি জনং রসো বিকারযতি।** *

বিদূ। ( প্রকাশে ) বয়স্য! এ যে চিত্র!

রাজা। কি! এ চিত্র!

মিশ্র। **অহমপি ইদানীং অবগতার্থা, কিং পুনর্যথা চিন্তিতানুসার্য্যেষঃ।** †

রাজা। আঃ তুমি কি দুষ্কর্ম্মই করিলে।

হয়ে চিত তদ্গত, সাক্ষাত প্রিয়ার মত,
বোধ হয়ে হতেছিল কত সুখোদয় হে।
তোমার কথায় হায়, মনে হ'ল পুনরায়,
চিত্ররূপী কান্তা এই বাস্তবিক নয় হে॥

( এই বলিয়া নয়ন জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন )

মিশ্র। **অহো! পুর্ব্বাপরবিরুদ্ধ এষ বিরহিণাং মার্গঃ।** ‡

রাজা। বয়স্য! কি রূপে অবিশ্রান্ত দুঃখ ভোগ করিব।

* অহো! অতি অনুরাগ ধীর ব্যক্তিকেও বিকৃত করে।

† আমিও বুঝেছি ইনি যে রূপ মনে চিন্তা করে'ছেন, কাযেও বা তা'ই করেন।

‡ অহো! বিরহিদের ব্যবহার এই রূপ পুর্ব্বাপর বিরুদ্ধ।

সারা নিশি জাগরণ,　　নাই নিদ্রা আকর্ষণ,
স্বপনে দর্শন নাহি ঘটে।
নয়নে সলিল ধারা,　　দৃষ্টি রোধ করে তারা,
দেখিতে প্রিয়ায় চিত্র পটে॥

মিশ্র। **সর্ব্বথা বয়স্য মার্জ্জিতং ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং প্রিয়সখ্যাঃ প্রত্যক্ষং এব সখীজনস্য।** *

চতুরিকা। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) স্বামীর জয় হ'ক। স্বামি'! তুলি ও বর্ণ পাত্র নিয়ে আমি এই দিকে আস্‌ছিলাম।

রাজা। তাহার পর কি হইল ?

চেটী। দেবী বসুমতী পিঙ্গলিকার কাছে জান্‌তে পেরে "আমিই আর্য্য পুত্রের নিকট লয়ে যাচ্চি" বলে আমার হাত হ'তে তাহা বল পূর্ব্বক কেড়ে নিয়েছেন।

বিদূ। তুমি কেমন করে পালিয়ে এলে ?

চেটী। দেবীর অঞ্চল লতায় বেঁধে গিয়েছিল, পিঙ্গলিকা খুলে দিতে লাগ্‌'ল, আমি সেই অবসরে পালিয়ে এসেছি।

রাজা। বয়স্য! তবে দেবী আগত প্রায়, তিনি বহু মান-গর্ব্বিতা, অতএব তুমি এই চিত্রখানি রক্ষা কর।

বিদূ। (স্বগত) কেবল চিত্র কেন, আপনাকে ও রক্ষা করুন ? (চিত্রফলক গ্রহণ করিয়া, উত্থান পূর্ব্বক) যদি আপনি অন্তঃপুরের পাশরূপী দেবীর হাত হ'তে মুক্ত হন, তবে মেঘাচ্ছন্ন প্রাসাদ হ'তে আমাকে ডা'কবেন। আমি সেখানে ইহা এমন করে লুকিয়ে রা'খব যে সেখানকার পারাবত ভিন্ন অন্যে দেখ্‌তে পাবে না।

(এই বলিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।)

* প্রিয় সখীকে প্রত্যাখ্যান করে যে দুঃখ হয়েছিল, তাহা সখীর সখিজনের সম্মুখে প্রকাশ করাতে মার্জ্জিত হ'ল।

মিশ্র। **অহো! অন্যসংক্রান্তহৃদয়োপি প্রথমসম্ভাবনং রক্ষতি স্থিরসৌহৃদং তাবৎ এষঃ।** †

পত্র হস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হ'ক, মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। বেত্রবতি! তুমি দেবী বসুমতীকে পথে আসিতে দেখিয়াছ?

প্রতি। হাঁ মহারাজ দেখিয়াছি কিন্তু তিনি আমার হাতে পত্র দৃষ্টিকরে ফিরে গিয়েছেন।

রাজা। হাঁ, তিনি অবসর বুঝেন, পাছে আমার কার্য্যের বিঘ্ন হয় বলিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

প্রতি। মহারাজ! অমাত্য নিবেদন করেছেন,—"অদ্য প্রভূত রাজকার্য্য উপস্থিত হওয়ায়, আমি একটি পৌর-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, সেইটি পত্রে আরোপিত করিয়া মহারাজের নিকট প্রেরণ করিতেছি, দৃষ্টি করিবেন।"

রাজা। পত্র আমাকে দেখাও।

(প্রতিহারী সমর্পণ করিল)

(রাজা পাঠ করিতে লাগিলেন)

"মহারাজ! বিদিত হউন, ধনবৃদ্ধি নামে এক জন বণিক, জলপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইয়া তাহার লোকান্তর হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিঃসন্তান কিন্তু তাহার অনেক কোটি ধন আছে, ইদানীং সেই ধন রাজারই অধিকারে আসিতেছে, অতএব মহারাজের যে রূপ আদেশ হয়, ইতি।

† অহো; অন্য স্ত্রীতে নিতান্ত আসক্তচিত্ত হইয়াও স্থিরসৌহৃদ্য প্রযুক্ত প্রথম ভার্য্যার সম্মান রক্ষা করেছেন।

( সবিষাদে ) নিঃসন্তান হওয়া কি দুঃখের বিষয়! বেত্রবতি! ধনমিত্রের বহুধন ছিল অতএব তাহার বহু পত্নীও থাকিতে পারে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি, তাহাদের মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা আছে কি না।

প্রতি। অযোধ্যা নিবাসী শ্রেষ্ঠির কন্যা, তাঁ'র এক স্ত্রী, কিছু দিন গত হ'ল, তাঁর পুংসবন হয়েছে, এরূপ শুনা যাচ্চে।

রাজা। তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান, সমুদয় পিতৃধনের অধিকারী হইবে, তুমি এই কথা অমাত্যকে গিয়া বল।

রাজা। একবার ফিরিয়া আইস ফিরিয়া আইস।

প্রতি। ( প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ) এই আমি এসেছি।

রাজা। অথবা সন্ততি থাকুক বা না থাকুক—

প্রজা মধ্যে কেহ যদি বন্ধুহীন হয়।
দুষ্মন্ত তা'দের পক্ষে হইবে আশ্রয়॥
পাপকার্য্য সম্বন্ধে কেবল তাহা নয়।
এই কথা প্রচারিত করো রাজ্য ময়॥

প্রতি। এই রূপই ঘোষণা করে দিব—( নিক্রমণ করিয়া পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক ) দেব! সময়ে বৃষ্টি হ'লে লোক যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, মহাজনেরা মহারাজের শাসনও সেই রূপ অভিনন্দন ক'রে গ্রহণ করেছেন।

রাজা। (দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! নিঃসন্তান হইলে এই প্রকারে কুলক্রমাগত যাবদীয় সম্পত্তি, মূল-পুরুষের অবসানে পরহস্ত গত হয়। আমারও লোকান্তর হইলে পুরু বংশের সম্পত্তি এই রূপ হইবে।

প্রতি। এমন অমঙ্গল না হ'ক। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। আমাকে ধিক্ আমি স্বয়ং উপস্থিতা রাজলক্ষ্মীর অনাদর করিয়াছি।

মিশ্র। **অসংশয়ং প্রিয়সখীং এব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতঃ অনেন আত্মা।** *

রাজা। ধিক্ আমি অভাজন, ধিক্ নিদারুণ মন,
ধর্ম্মের পত্নীতে আত্মা করিয়া রোপণ।
হতভাগ্য চাষা আমি, কালেতে রোপিয়া ভূমি,
ফলের সময়ে তাঁরে করেছি বর্জ্জন ॥

মিশ্র। **অপরিত্যক্তা ইদানীং** নৈ **ভবিষ্যতি**। †

চেটী। (জনান্তিকে প্রতিহারীর প্রতি) আর্য্য! অমাত্য এই পত্রখান পাঠিয়ে কি বিচারের কায করেছেন? দেখুন দেখি, স্বামী চকের জলে ভেসে যাচ্চেন, যা হ'ক ইনি যে স্বয়ং বিবেচনা ক'রে ক্ষান্ত হবেন, বোধ হয় না, অতেব আপনি গিয়ে মেঘাচ্ছন্ন গৃহ হ'তে নির্ব্বাণ-সমর্থ-আর্য্য-মাধব্যকে নিয়ে আসুন, তিনি এসে ওঁকে শান্ত করুবেন।

প্রতি। ভাল কথা বলেছ। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। অহো! দুষ্মন্তের পিণ্ডগ্রাহী পিতৃ-পুরুষেরা বোধ হয়, এক্ষণে সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন।

"কে আর ইহাঁর পর করিবে তর্পণ।
আমাদের কেবা জল করিবে অর্পণ ॥"
হায় আমি নিঃসন্তান, যেই জল করি দান,
"পিতৃলোক তাহাতে সন্তোষ নাহি পান।
অশ্রু ধারা ফেলি তায়, করি কত দুঃখ হায়,
পিপাসিত হ'য়ে তাঁরা করিছেন পান ॥

* নিশ্চয়ই ইনি প্রিয় সখীকে মনে করে আত্ম নিন্দা কর্চ্ছেন।
† পরিত্যাগী হ'য়ে আর অধিক দিন থাকৃতে হবে না।

মিশ্র। সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেন অন্ধকারং অনুভবতি রাজর্ষিঃ। *

চেটী। ঠাকুর! আপনি অকারণ পরিতাপ কর্‌ছেন। আপ্‌নার সন্তান হ'বার বয়স যায় নি, অপর দেবীর গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন ক'রে, পিতৃ লোকের ঋণ হ'তে মুক্ত হবেন। (আত্মগত) আমার কথা ত শুনলেন না,—উপযুক্ত ঔষধেও রোগীর আতঙ্ক হয়ে থাকে।

রাজা। শোকে অধীর হইয়া—

মূল হ'তে পুরুবংশে,　　　সবে ধন্য পুত্র অংশে,
আমা হ'তে সেই বংশ হ'ল অবসান।
যেমন অনার্য্য দেশে,　　　প্রবাহ চলিয়া শেষে,
স্রোতস্বতী সরস্বতী হৈল অন্তর্দ্ধান॥

(এই বলিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন)

চেটী। (সসম্ভ্রমে) একি! একি! শান্ত হ'ন! শান্ত হ'ন!

মিশ্র। কিং দুহাঙ্কীং এব এনং নিবৃত্তং করিষ্যামি, অথবা শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যা দেবজনন্যা মুখাৎ "যজ্ঞভাগ সমুৎসুকা দেবতা এবতথা করিষ্যন্তি যথা সভর্ত্তা অচিরেণ

* কুলপ্রদীপ সত্ত্বে কেবল ব্যবধান দোষে রাজর্ষি অন্ধকার অনুভব কর্‌ছেন।

† এখন কি আমি ইহাঁকে নিবৃত্ত ক'রব? না,—শকুন্তলার কল্যাণী দেবজননীর মুখেই শুনেছি যে, "যজ্ঞভাগ সমুৎসুক দেবতারা শীঘ্রই এমন উপায় ক'রে দিবেন, যাহাতে তাহার ভর্ত্তা অচিরে তাহাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে অভিনন্দন কর্‌বেন," অতএব এখানে থেকে আমার আর

**ধর্ম্মপত্নীং ত্বাং অভিনন্দিষ্যতি ইতি” তন্ন যুক্তং মে অত্র বিলম্বিতুং, যাবৎ অনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ামি।** †

( আকাশপথে উদ্‌ভ্রান্তগমনে মিশ্রকেশীর প্রস্থান )

নেপথ্যে। হাঁ-হাঁ, আমি ব্রাহ্মণ, অবধ্য, অবধ্য।

রাজা। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া, কর্ণপ্রদান পূর্ব্বক) অয়ে! এ যে মাধব্যের মত আর্ত্তনাদ শুনিতেছি।

চেটী। বোধ হয় তিনি পিঙ্গলিকা প্রভৃতি চেটীদ্বারা পটসুদ্ধ ধরা পড়েছেন।

রাজা। চতুরিকে! তুমি যাও, আমার বচনের দ্বারা দেবীকে তিরস্কার করিয়া আইস, যে তিনি তাহার এমন অশান্ত পরিচারিকাদিগকে নিষেধ করেন না কেন।

( চেটী নিষ্ক্রান্তা )

( নেপথ্যে ভূয় ভূয় সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল )

রাজা। যথার্থইত ভয় প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের স্বর এরূপ বিকৃত হইয়াছে,—এখানে কে আছে?

কঞ্চুকী। ( প্রবেশ করিয়া ) মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রাজা। নিরূপণ কর মাধব্য ব্রাহ্মণ কেন ক্রন্দন করিতেছে?

কঞ্চু। যে আজ্ঞা, দেখিয়া আসি। ( ইতি নিষ্ক্রমণ করিয়া, সভয়ে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। )

রাজা। পর্ব্বতায়ন? কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই ত।

---

† বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন নাই, এখন এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিই গে।

কঞ্চু। না, ভয় নাই।

রাজা। তবে এত কাঁপিতেছ কেন?

একেত জরাতে তব কম্পিত শরীর।
এত কম্প কি কারণ বলহ স্থবির॥
কাঁপিতেছে সর্ব্ব অঙ্গ তোমার সঘনে।
অশ্বত্থ বৃক্ষের দল যথা সমীরণে॥

কঞ্চু। মহারাজ! আপনার সুহৃৎকে পরিত্রাণ করুন।

রাজা। কাহা হইতে পরিত্রাণ করিতে হইবে।?

কঞ্চু। মহৎ বিপদ হইতে!

রাজা। আহা! স্পষ্ট করিয়া বল।

কঞ্চু। ঐ যে আপনার মেঘাচ্ছন্ন নামে দিগবলোকন প্রাসাদ আছে।—

রাজা। সে স্থানে কি হইয়াছে?

কঞ্চু। যে ঊর্দ্ধ প্রাসাদে নীলকণ্ঠ পক্ষিচয়।
উঠে কষ্টে থেকে থেকে যাহার চূড়ায়॥
সেই গৃহ ঊর্দ্ধভাগে আপন সখারে।
নিগ্রহ করিছে কেহ অদৃশ্য প্রকারে॥

রাজা। (সহসা উত্থান করিয়া) আঃ আমার ও গৃহ ভূতের দ্বারা অভিভূত,—অথবা নৃপতির চারি দিকেই বিঘ্ন—

আপনিই প্রতিদিন, হয়ে বিবেচনা হীন,
নাহি জানি কত ত্রুটি করি।
প্রজারা কে কিবা বলে, কোন্ পথে কেবা চলে,
জানিবারে কিবা শক্তি ধরি॥

নেপথ্যে। সত্বর এসগো, সত্বর এস—

রাজা। (শ্রবণ করিয়া সত্বরগমন অবলম্বন পূর্ব্বক) সখে। ভয় নাই, ভয় নাই।—

নেপথ্যে। ভয় নাই কি? কে আমাকে ঘাড়মোড়া দিয়ে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া দিতে ইচ্ছা কর্‌ছে।

রাজা। (দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ধনুঃ ধনুঃ—

প্রতিহারী। (ধনুক হস্তে করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের জয়, মহারাজ! এই শরাসন এই শর ও এই হস্তাবরক।

(রাজা শরসংযুক্ত ধনুক গ্রহণ করিলেন)

নেপথ্যে। **এষ ত্বামপি নবকণ্ঠশোণিতার্থী।**
**শার্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানং॥**
**আর্ত্তানাং ভয়মপনেতু মাত্তধন্বা।**
**দুষ্মন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীং॥**

পশুর রুধির আশে শার্দ্দূল ভীষণ।
আমিও নরের কণ্ঠ ভাঙ্গিতে তেমন॥
আর্ত্তত্রাতা ধনুর্দ্ধারী দুষ্মন্ত কোথায়।
এখন বাঁচিবে যদি স্মরহ তাঁহায়॥

রাজা। (সক্রোধে) কি? আমাকে উদ্দেশ করিয়া আস্পর্দ্ধা করিতেছিস্? থাক্ থাক্, ওরে রাক্ষসাধম! তোকে আর অধিকক্ষণ বাঁচিতে হইবেক না।—(ধনুতে শরসংযোগ করিয়া)—পার্ব্বতায়ন! আমাকে শীঘ্র সোপানমার্গ দেখায়ে দাও।

কঞ্চু। মহারাজ! এই দিকে, এই দিকে—

(সকলের সত্বর গমন)

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বিস্তীর্ণ প্রাসাদ।

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) অহো এস্থান ত শূন্য দেখিতেছি।

নেপথ্যে। আমাকে পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন, আমি আপনাকে দেখ্ছি আপনিই আমাকে দেখ্তে পাচ্ছেন না, বিড়ালের মুখে ইন্দুরের মত আমি জীবনে নিরাশ হচ্চি।

রাজা। রে তিরস্করিণীগর্ব্বিত!. আমার অস্ত্র ও কি তো'কে দেখিতে পাইবে না? থাক্, মনে করিস্‌নে যে বয়স্যকে ধরিয়া আছিস বলিয়া আমি তোকে আঘাত করিতে পারিব না, আমি ও অদৃশ্যভেদী শর সন্ধান করিতেছি।

তুই বধ্য তো'রে শীঘ্র করিয়া সংহার।
রক্ষণীয় ব্রাহ্মণেরে করিব উদ্ধার॥
সলিল মিশ্রিত ক্ষীর যথা হংসগণ।
সলিল ত্যজিয়ে ক্ষীর করয়ে ভক্ষণ॥

(বলিয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন)

মাতলি ও বিদূষকের প্রবেশ।

মাতলি। আয়ুষ্মন্ !

कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः
शरासनं तेषु विकृष्यतामिदं।
प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने
पतन्ति चक्षूंषि न दारुणाः शराः॥

তব শরে বধ হয় স্বর্গ দৈত্যগণ।
ইচ্ছা করেছেন ইন্দ্র শুনহ রাজন্॥
সেই হেতু শত্রু নাশ লয়ে শরাসন।
বন্ধুতে পড়ুক তব স্নেহের নয়ন॥

রাজা। (সসম্ভ্রমে অস্ত্র সংহরণ করিয়া) অয়ে! দেবরাজ সারথি-মাতলে? মঙ্গল ত?

বিদূ। আপনার কি প্রশস্ত মন! যে আমাকে পশুর ন্যায়

বধ করতে যাচ্ছিল, তাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ক'রে কি করে অভিনন্দন করছেন।

মাত। (সস্মিতং) আয়ুষ্মন্! শ্রূয়তাং যদ্ অহমস্মি হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ।

(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আয়ুষ্মন্! শ্রবণ করুন যে কারণে দেবরাজ আমাকে আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা। অবধান করিতেছি. বলুন।

মাত। অস্তি কালনেমি প্রসূতিঃ দুর্জ্জয়ো নাম দানবগণঃ।

কালনেমির বংশে দুর্জ্জয় নামে কতিপয় দানব আছে।

রাজা। হাঁ হাঁ আছে, তাহাদের বিষয় পূর্ব্বে আমি নারদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি।

মাত। সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরবধ্য-
স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা॥
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তি-
স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥

স ভবান্ আত্তচাপ এব ইদানীং ঐন্দ্রং রথম্ আরুহ্য বিজয়ায় প্রতিপদ্যতাং।

তব সখা শতক্রতু করিল স্মরণ।
তাঁহার অবধ্য দৈত্য করিতে নিধন॥
রজনীর অন্ধকার সপ্তাশ্ব-ভাস্কর।
নাশিতে নাহিক পারে নাশে শশধর॥

অতএব আপনি এই দণ্ডেই অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরথে আরোহণ করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করুন।

রাজা। মঘবতের এই আদেশে আমি অনুগৃহীত হইলাম। আপনি মাধব্যের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলেন কেন?

মাত। (সস্মিতং) এবদপি কথ্যতে? কিং নিমিত্তাদপি

**मनस्तापात् आयुष्मान् मया विक्कतो दृष्ट: पश्चात् कोपयितुं आयुष्मन्तं तथा क्कतवानस्मि। कुत:**

**ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रक्कत: पन्नग: फणां कुरुते।**
**तेजस्वी संक्षोभात् प्राय: प्रतिपद्यते तेज:॥**

(ঈষৎ হাস্য করিয়া) ইহাও বলিতেছি, আয়ুষ্মন! কোন কারণে আপনাকে বিকৃত ভাবাপন্ন দেখিলাম, সে কারণ আপনাকে ক্রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঐ রূপ করিয়াছি। যেহেতু

ইন্ধন চালন বিনে অনল ত জ্বলে না।
তাড়ন বিহনে ফনী ফনা কভু তোলে না॥
নিস্তেজ নিদ্রিত কভু উদ্যম দেখায় না।
বিনা ক্রোধে তেজস্বীর তেজ দেখা যায় না॥

রাজা। আপনি ভাল করিয়াছেন। (জনান্তিকে, বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! দেবস্পতির আজ্ঞা অনতিক্রমণীয় অতএব তুমি যাইয়া মদ্‌বচনানুসারে, অমাত্যপিশুনকে এইরূপ বলিও—

তব বুদ্ধি বলে　পালিবে কৌশলে,
প্রজাগণে এইক্ষণ।
জ্যার সংযোজনে,　অন্য প্রয়োজনে,
রবে মম শরাসন॥

বিদূ। যেমন আজ্ঞা করিলেন। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত)

মাত। **आयुष्मन्! रथं आरोहतु।**

আয়ুষ্মন্! রথে আরোহণ করুন।

(রাজা তাহাই করিলেন)

(ইতি সকলে নিষ্ক্রান্ত)

# সপ্তম অঙ্ক।

আকাশ পথে রথারূঢ় রাজা ও মাতলির প্রবেশ।

রাজা। মাতলে! আমি মঘবতের * আজ্ঞা অনুষ্ঠান করিয়াছি বটে কিন্তু তিনি আমার যে রূপ সম্মান করিয়াছেন আমি আপনাকে তদুপযুক্ত জ্ঞান করি না।

মাত। (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন! উভয় অপি অসন্তোষং অবগচ্ছ।

কুতঃ—উপকৃত্য হরেঃ তথা ভবান্
লঘুসৎকারং অবেক্ষ্য মন্যতে।
গণয়ত্যবদান-সম্মিতাং
ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়া মিমাং॥]

(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আয়ুষ্মন্! আপনারা উভয়েই অসন্তোষ অনুভব করিতেছেন।

বাসবের উপকার করি সে প্রকার।
লঘু জ্ঞান হইতেছে তা'তে আপনার॥
তিনিও তদনুরূপ সাধি তব হিত।
লঘু জ্ঞানে হ'তেছেন অন্তরে কুণ্ঠিত॥

রাজা। মাতলে! এমন কথা বলিবেন না, তিনি আমাকে বিদায় দিবার কালীন যে রূপ সম্মান করিয়াছিলেন

* ইন্দ্র, হরি, মঘবত, শতক্রতু, শতমন্যু, বাসব, বিড়োজা, বজ্রপাণি, অমরেশ্বর, দেবস্পতি, আখণ্ডল, ইত্যাদি ইন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

তাহা মনোরথেরও দূরবর্ত্তী; সমস্ত দেবমণ্ডলীর সমক্ষে তিনি আমাকে তাঁহার নিজ অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন।—

মন্দার মাল্যের হেতু জয়ন্ত নন্দন।
প্রার্থিত দেখিয়া ইন্দ্র সস্মিত বদন॥
নিজ বক্ষঃস্থল স্থিত চন্দনে চর্চ্চিত।
সেই মাল্য মম গলে করেন অর্পিত॥

মাত। কিমিব ন আয়ুষ্মান্ অমরেশ্বরাদর্হতি। পশ্য-

সুখপরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং ত্রিদিবমুদ্ধৃত দানবকণ্টকং।
তব শরৈরধুনা নতপর্ব্বভিঃ পুরুষকেশরিণশ্চ পুরা নখৈঃ॥

আয়ুষ্মন্! আপনি অমরেশ্বরের নিকট হইতে কি না প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেখুন—

সুখপরবশ ইন্দ্র স্বর্গ দৈত্য হ'তে।
পরিত্রাণ দুইবার পা'ন দুই মতে॥
নরসিংহ নতপর্ব্ব নখে দৈত্য ক্ষয়।
এখন পরিণত শরে হ'ল তব জয়॥

রাজা। সে সকল সেই শতক্রতুরই মহিমা। দেখুন—

প্রভুর প্রভাব গুণে নিয়োজিত গণ।
মহত্ মহত্ কার্য্য করে সম্পাদন॥
পশ্চাতে না থাকে যদি সহস্রকিরণ।
অরুণ কি পারে তম করিতে বারণ?॥

মাত। সদৃশং তব এতত্। (স্তোকমন্তরং গত্বা) আয়ুষ্মন্? ইতঃ পশ্য নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যং আত্মযশসঃ।

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং
বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
সঞ্চিন্ত্য গীতিক্ষমমর্থতত্ত্বং
দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি॥

একথা আপনারই সদৃশ। ( কিয়দ্দূর গমন করিয়া ) আয়ুষ্মান্? আপনার যশঃ সৌভাগ্য স্বর্গপৃষ্ঠে কিরূপ প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখুন—

সুরনারীগণে চিত্র করি দেবগণ।
কল্পতরু হ'তে পট করিয়া গ্রহণ॥
অঙ্গরাগ অবশিষ্ট বর্ণ ল'য়ে হাতে।
লিখিছেন তব শুভ্র যশোগুণ তা'তে॥

রাজা। মাতলে! অসুর প্রহারোৎসুক্য হেতু ত্বরা জন্য পূর্ব্বে এই প্রদেশ লক্ষ্য করিতে পারি নাই, এখন বলুন পবন পদবীর এ কোন্ স্থান?

মাত। ত্রিস্রোত সংবহতি যো গগণপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্ত্তযতি যশ্চ বিভক্ত রশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়ো
র্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ॥

গগণ গৌরব গঙ্গা গতি যেই স্থানে।
যে স্থানে রবির রশ্মি পড়ে গ্রহ গণে॥
ধূলির সম্পর্ক নাই কভু যেই স্থানে।
গ্রহরা ঘুরিছে যথা বায়ু সঞ্চালনে॥
যেই স্থান পূত হরি দ্বিতীয় চরণে।
সেই স্থানে আসিয়াছি আমরা এক্ষণে॥

রাজা। মাতলে! এই নিমিত্তই কি আমার অন্তরাত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত প্রসন্ন হইতেছে? ( রথচক্র অবলোকন করিয়া ) বোধ করি আমরা মেঘপদবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি।

মাত। আয়ুষ্মন্! কথং অবগম্যতে?
আয়ুষ্মন্! কিরূপে জানিলেন?

রাজা। দেখনা চাতক যত, গিরি গুহা হ'তে কত,
জল লোভে করে আগমন।

ওই দেখ অশ্বগণ, সুরঞ্জিত প্রতিক্ষণ,
গায়ে লেগে বিদ্যুৎ কিরণ ॥
চক্রাঘাত হয় যত, বারি দেখা দেয় তত,
সিক্ত হয় চক্রনেমিগণ।
এই মত দেখি সব, হেন হয় অনুভব,
বারি গর্ভ মেঘোপরি যেতেছি এখন ॥

মাত। অথ কিং, অনন্তর স্বযান্ ভর্ত্তুঁ আয়ুষ্মান্ স্বাধিকার ভূমী বর্ত্তিষ্যতে।

তাহাই বটে, ক্ষণকাল মধ্যেই আয়ুষ্মান্, আপনকার অধিকার ভূমি-পৃথিবীতে উপস্থিত হইবেন।

রাজা। ( অধোদিকে দৃষ্টি করিয়া ) মাতলে! রথের বেগ হেতু মনুষ্য লোক কি আশ্চর্য্যই লক্ষ্য হইতেছে।

শৈল শীর হতে যেন নামিতেছে ভুবন।
উচ্চ শীর হইতেছে ক্রমে শৈলগণ॥
তরুদের স্কন্ধ যত হয় দরশন।
ততই ছাড়িছে তারা পত্র আবরণ॥
জলভাগ অদর্শনে সূক্ষ্ম দেহ প্রায়।
আছে যত নদী সব একত্র দেখায়॥
যতই নীচের দিকে এই রথ ধায়।
কে যেন উপরে পুন আনিছে ধরায়॥

মাত। আয়ুষ্মন্! সাধু দৃষ্টং। ( সবহুমানং অবলোক্য ) অহো! উদাররমণীয়া পৃথ্বী।

আয়ুষ্মন্! যথার্থ দর্শন করিয়াছেন। ( বহু সমাদরে অবলোকন করিয়া ) অহো! পৃথিবী কি উদার রমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে।

রাজা। মাতলে! পূর্ব্বপশ্চিম সাগরবিস্তীর্ণ কনক-ফেণাবাহি নির্ঝর বিশিষ্ট সন্ধ্যাকালীন বিচিত্র জলধরের ন্যায়, ও কোন পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে?

মাত। আয়ুষ্মন্! এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্ব্বতঃ পরং তপস্বিনাং স্থলং।

স্বায়ম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুর গুরুঃ সোঽস্মিন্ সপত্নীক স্তপস্যতি ॥

আয়ুষ্মন্! এ হেমকুট নামে কিংপুরুষ পর্ব্বত, ইহা তপস্বীদিগের তপস্যা সিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান।

ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি আখ্যান।
মারীচ যাঁহার পুত্র, কশ্যপ ধীমান্ ॥
সুরাসুর গুরু সে মারীচ প্রজাপতি।
সস্ত্রীক এস্থানে তপ করেন সম্প্রতি ॥

রাজা। (সাদরে) তবে এ শ্রেয়াংস অতিক্রম করিয়া গমন করা বিধেয় নহে, আমি ভগবান্‌কে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

মাত। আয়ুষ্মন্! প্রথমঃ কল্পঃ। (অবতরণং নাটয়িত্বা) এতৌ অবতীর্ণৌ স্বঃ।

আয়ুষ্মন্! এ অতি উত্তম সংকল্প। (রথ অবতরণ করিয়া) এই আমরা অবতীর্ণ হইয়াছি।

রাজা। (সবিস্ময়) মাতলে!

চক্রের নির্ঘোষ শব্দ নাহি শুনা গেল।
রজকণা উড়িতে দর্শন নাহি হ'ল ॥
অভূমি স্পর্শ হেতু টলেনি স্যন্দন।
নাহি হ'ল অনুভব নেমেছি কখন ॥

মাত। এতাবান্ এব শতমন্যোঃ আয়ুষ্মতশ্চ রথস্য বিশেষঃ।

এইরূপ শতমন্যু ও আয়ুষ্মনের রথের বিশেষ।

রাজা। মাতলে কোন্ দিকে ভগবান্ মারীচের আশ্রম?

মাত। (হস্তেন দর্শয়ন্) পশ্য—

**বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিরুরগত্বগ ব্রহ্মসূত্রোন্তর: ।**
**কণ্ঠে জীর্ণলতা প্রতানবলয়েনাত্যর্থসম্পীড়িত: ॥**
**অংশ ব্যাপি শকুন্ত নীড় নিচিতং বিভ্রজ্জটা মণ্ডলং ।**
**যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসা বভ্যর্কবিম্বং স্থিত: ॥**

( হস্তের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া ) ঐ দেখুন—

যে ঋষির অর্দ্ধাঙ্গ বল্মীকে আবৃত।
সর্পত্বক্ হইয়াছে যজ্ঞ উপবীত ॥
লতায় ঘেরেছে কণ্ঠ জটায় পক্ষি নীড়।
স্থাণুর সমান যিনি অতিশয় স্থির ॥
সূর্য্য অভিমুখ হ'য়ে করেন অবস্থান।
উহাঁরি কিঞ্চিৎ অগ্রে আছেন ভগবান্ ॥

রাজা। ( বিলোকন করিয়া ) ঐ কঠোর তপস্বীকে নমস্কার করি।

মাত। ( **সংযত প্রগ্রহং রথং কৃত্বা** ) **এতৌ অদিতিপরিবর্দ্ধিত-মন্দারবৃক্ষকং প্রজাপতে: আশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্ব: ।**

( রথরশ্মি সংযত করিয়া ) এই আমরা অদিতিপরিবর্দ্ধিত মন্দার বৃক্ষবিশিষ্ট প্রজাপতির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি।

রাজা। অহো! স্বর্গ হইতেও এ স্থান অধিক নির্বৃত্তিরকর, বোধ হয়, যেন আমরা অমৃত হ্রদেই অবগাহন করিতেছি।

মাত। ( **রথং স্থাপয়িত্বা** ) **অবতরতু আয়ুষ্মান্ ।**

( রথ স্থাপন করিয়া ) আয়ুষ্মন্ অবতরণ করুন।

রাজা। ( অবতীর্ণ হইয়া ) আপনিও কি এখন—?

মাত। **সময়যন্ত্রিত এব অয়ং আস্তে রথ:, তদ্বয়মপি অবতরাম: ।** ( **অবতরয়িত্বা** ) **ইত ইত আয়ুষ্মন্! দৃশ্যন্তাং অত্র ভবতা তপোবনভূময়: ।**

সময়ে যন্ত্রিত এই আমার রথ এখন স্থির হইয়াছে, আমিও অবতরণ করিব। (অবতরণ করিয়া) আয়ুষ্মন্! এই দিকে এই দিকে; পূজ্য তপস্বী দিগের তপোবন ভূমি, দেখুন।

রাজা। অহো! এস্থানে তপঃক্লেশ ও স্বর্গসুখ, এ উভয়ের একত্র সংস্থান,-অতি বিস্ময়কর। কেননা—

কল্প তরু বনে বাস, ইচ্ছা মাত্র পূরে আশ,
তবু ভক্ষ্য অনিল কেবল।
রম্য সরোবর জলে, শোভে স্বর্ণ শতদলে,
স্নান মাত্র তাহে পুণ্য ফল ॥
রত্নময় গৃহে বাস, সুরনারী চারি পাশ,
তাহে হয় ধ্যানসংযমন।
অন্যান্য তপস্বিগণ যে ধনে প্রার্থিত হন,
সে সকল এস্থানে মিলন ॥

মাত। ভতূসমিদ্ধী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য, আকাশে) বৃদ্ধসাকল্য! কিং ব্যাপারঃ সম্প্রতি ভগবান্ মারীচঃ? (আকর্ণ্য) কিং ব্রবীষি? দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতা ধর্ম্মং অধিকৃত্য পৃষ্টঃ তন্ অস্যৈ মহর্ষিপত্নীগণসহিতায়ৈ কথয়তিতি, ? নন্ প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ। (রাজানং অবলোক্য) অস্যাং অশোকচ্ছায়ায়াং তাবৎ আস্তাং আয়ুষ্মান্! যাবৎ ত্বাং অহং ইন্দ্র গুরবে নিবেদয়ামি।

মহাত্মাদিগের প্রার্থনা ক্রমশই বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে। (পরিক্রম করিতে করিতে, আকাশে) বৃদ্ধ সাকল্য! ভগবান্ মারীচ সম্প্রতি কি করিতেছেন? (শ্রবণ করিয়া) কি বলিলে? তিনি পতিব্রতা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিত হইয়া, মহর্ষিপত্নীগণসমবেত দাক্ষায়ণীকে সেই ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন? তবে প্রস্তাব সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাদের অবসর প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। (রাজার প্রতি অবলোকন করিয়া) আয়ুষ্মন্! আপনি এই

অশোক তরুর ছায়াতে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমি দেবগুরুকে আপনার আগমন সংবাদ দিয়া আসি।

রাজা। আপনি যেমন বিবেচনা করেন। (এই বলিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন)

( মাতলি নিষ্ক্রান্ত )

রাজা। ( দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন সূচনা করিয়া )

অরে বাহু বৃথা কেন করিছ স্পন্দন।
দিয়াছি জন্মের মত আশা বিসর্জ্জন॥
পূর্ব্বে সেই সুমঙ্গলে করেছি বর্জ্জন।
দুঃখ বিনা কিবা আর ঘটিবে এখন॥

নেপথ্যে। এত দৌরাত্ম্য করিও না, দৌরাত্ম্য করিও না, যেখানে সেখানে নিজের স্বভাব দেখাবে?

রাজা। ( কর্ণপাত করিয়া ) অহো! ইহা ত অবিনয়ের স্থান নহে, তবে কে কাহাকে এরূপ নিষেধ করিতেছে? ( শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, অবলোকন পূর্ব্বক, সবিস্ময় ) অহো! দুই জন তাপসী একটী অতি বীর্য্যশালী বালককে নিবারণ করিতেছে।

স্তনপান করিতেছে কেশরি শাবক।
কেশর ধরিয়ে তার টানিছে বালক॥
ধরিয়া আনিতে চাহে ক্রীড়ার কারণ।
এমন সাহসী শিশু না দেখি কখন॥

(যথা নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারা তাপসীদ্বয় ও বালকের প্রবেশ।)

বালক। ওলে সিঙ্গির ছেলে, হা কল, আমি তোল দাঁত গু'ণব।

প্রথমা। ও অবিনীত! কেন তুমি আমাদের সন্তান

তুল্য আশ্রমপ্রাণিদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য কর?—ওঃ, আরও যে দৌরাত্ম্য বাড়্‌ল!!—ঋষিরা তোমার নাম যে সর্ব্বদমন রেখে-ছেন, সে যথার্থ।

রাজা। কি নিমিত্ত এই বালকের উপর ঔরস পুত্রতুল্য, স্নেহরসে আমার হৃদয় আর্দ্র হইতেছে।—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, অনপত্যতাই আমাকে বাৎসল্য রসে মুগ্ধ করিতেছে।

দ্বিতীয়া। অমন করনা, অমন কর্‌লে কেশরিণী তোমাকে আক্রমণ কর্‌বে, ও'র শিশুকে ছেড়ে দাও।

বালক। (সস্মিত) উঃ আমাল বল ভয়। (বলিয়া মুখ-ভঙ্গি করিয়া অধর দেখাইল)

রাজা। ( সবিস্ময়ে )

মহৎ তেজের বীজ হবে এ তনয়।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেন হেন জ্ঞান হয়॥
কাল পেলে এই শিশু হবে বহুবল।
ইন্ধন পাইলে যেন জ্বলন্ত অনল।

প্রথমা। বাছা! সিংহশিশুকে ছেড়ে দাও, তোমায় একটি অন্য খেলানা দিব।

বালক। কৈ, দাও। (বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল)

রাজা। (বালকের হস্ত দর্শন করিয়া) কি? ইহার করতলে চক্রবর্ত্তি লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে?

প্রলোভের বস্তু হেতু প্রসারিল কর।
অঙ্গুলির রেখা গুলি কিবা শোভাকর॥
উষাকালে প্রস্ফুটিত কমলের দল।
তেমতি অভিন্ন হেরি এই করতল॥

দ্বিতীয়া। সুব্রতে! ওকে পরিত্যাগ কর, ওকে কেবল

কথায় ভুলাতে পার্‌বে না, তুমি আমার কুটীরে গিয়ে সঙ্কোচন ঋষিকুমারের যে একটা রং করা মৃত্তিকার ময়ূর আছে, তাই শুকে এনে দাও।

প্রথমা। কাজেই। (বলিয়া নিষ্ক্রান্ত)

বালক। ততক্ষণ একে নিয়ে খেলা করি।

তাপ। (বিলোকন করিয়া হাস্য করিতে করিতে) ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

রাজা। ইহার চপলতাতেও আমি অভিলাষী হইতেছি।

(নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

আহা এরূপ নন্দন, হাস্য করে অকারণ,
দন্তগুলি মুকুতার মত।
আধ আধ কথা কয়, কথা গুলি মধুময়,
শুনিলে শীতল হয় চিত্ত॥
ধূলা মাখা থাকে গায়, তবুও সুন্দর কায়,
সেই ধন্য অতি ভাগ্যবান্।
কোলে লয় যে তাহায়, সে ধূলা মাখিতে পায়,
কেবা ধন্য তাহার সমান॥

তাপসী। (অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিয়া) ওরে! আমাকে গ্রাহ্য কর্‌চিস নে? (পার্শ্বে অবলোকন) এখানে কোন ঋষিকুমার নাই? (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভদ্রমুখ! এই দুরন্ত-বালকের কঠিন হাত হ'তে এই সিংহীর শিশুকে মুক্ত করে দেন যদি।

রাজা। (তথায় উপস্থিত হইয়া, হাস্য মুখে) ওহে মহর্ষি পুত্র!

আশ্রমের বিরোধী অশান্ত ব্যবহারে।
দূষিতেছ কেন শান্ত সংযমী পিতারে॥?
শৈত্য গুণ স্বভাবতঃ যদিও চন্দন।
কাল সর্প দোষে হয় দোষ নিকেতন॥

তাপসী। ভদ্রমুখ! ইনি ঋষিকুমার ন'ন।

রাজা। হাঁ, ইহার আকার ও কার্য্য দেখিয়া তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু এখানে আছেন বলিয়াই আমি এরূপ বিবেচনা করিয়াছিলাম। (বালকের হস্ত হইতে সিংহ-শাবককে মুক্ত করিয়া দিয়া, স্পর্শসুখ অনুভব করত, স্বগত)

আহা মরি এবালক কুলচন্দ্র কার।
স্পর্শ মাত্র উথলিল সুখ পারাবার॥
না জানি যাঁহার এই কুমার রতন।
কি সুখ তাঁহার মনে হয় অনুক্ষণ॥

তাপ। (উভয়কে বিলোকন করিয়া) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

রাজা। আর্য্যে! আপনার আশ্চর্য্যের কারণ কি?

তাপসী। ভদ্রমুখ! আপনার সঙ্গে এই বালকের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু উভয়ের আকারগত সাদৃশ্য দেখে বিস্ময়াপন্ন হয়েছি। আর এ বালক অতি দুরন্ত, আপনিও অপরিচিত, কিন্তু আপনার বাক্য মাত্রে শান্ত হয়েছে।

রাজা। (বালককে লালন করিতে করিতে) আর্য্যে! যদি ইনি মুনিকুমার নহেন, তবে কোন্ বংশীয়?

তাপসী। পুরুবংশীয়।

রাজা। (স্বগত) তবে কি আমরা একবংশীয়? সেই নিমিত্তেই কি ইহারা আমাদের সমান আকৃতি বলিতে

ছিলেন ? হাঁ, হইতেও পারে, পুরুদিগের কুলের শেষ ব্রতই এই ছিল।

প্রথম বয়সে যাঁরা ক্ষিতির রক্ষণে।
বাস করেছেন শুদ্ধ সুধার ভবনে॥
শেষে তাঁরা যতিব্রত করিয়া আশ্রয়।
করেছেন তরু মূল সুখের আলয়॥

(প্রকাশে) আর্য্যে! কিন্তু মনুষ্য কেমন করিয়া আপন ইচ্ছায় এস্থানে আসিল ?

তাপ। ভদ্রমুখ! যা বল্‌ছেন তা' সত্য, কিন্তু এ বালকের জননী অপ্সরা, তিনি ইহাকে এই দেবগুরুর তপোবনে প্রসব করেছেন।

রাজা। (স্বগত) অহো ? ইহা যে আমার দ্বিতীয় আশার সঞ্চার। (প্রকাশে) আর্য্যে! ইহার জননী কোন্ রাজর্ষির পত্নী ?

তাপ। কে, সেই ধর্ম্মদার পরিত্যাগির নাম মুখে আন্‌বে।

রাজা। (স্বগত) কি ? একথা যে আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে, যাহা হউক, এই শিশুর মাতার নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) অথবা পরস্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করা সাধু ব্যবহার নহে।

মৃন্ময়ুর হস্তে তাপসীর প্রবেশ।

তাপসী। সর্ব্বদমন! দেখ কেমন শকুন্তলাবণ্য।

বালক। (দৃষ্টি করিয়া) কৈ আমাল মা কোথায় ?

(ইহা শুনিয়া উভয়ের হাস্য)

প্রথমা। আহা! দেখেছ, এ কি মাতৃবৎসল, নাম সাদৃশ্য শুনেই বলে, আমার মা কোথায়।

দ্বিতীয়া। বাছা তা' নয়, বলি এই ময়ূরটী কেমন সুন্দর, তা'ই দেখ্‌তে বল্‌ছি।

রাজা। (স্বগত) ইহার মাতার নাম কি শকুন্তলা? অথবা এই নাম সাদৃশ্য অন্য কাহার হইবে, যাহা হউক, এই নাম মাত্র প্রস্তাবে আমার আশার সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু তাহা কেবল নৈরাশ হইবার জন্য।—মৃগতৃষ্ণায় জলের আশা করিয়া কে জল প্রাপ্ত হয়?

বালক। বলদিদি! ময়ুল যদি চল্‌তে পালত, কেমন আহ্লাদ হ'ত। (বলিয়া তাহা লইয়া খেলা করিতে লাগিল)

প্রথমা। (দেখিয়া সবেগহৃদয়ে) ওগো! ইহার রক্ষাকাণ্ড যে হাতে দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

রাজা। আর্য্যে! ব্যস্ত হইবেন না, সিংহ শাবককে মর্দ্দন করিবার সময় উহা পড়িয়া গিয়াছে।

(বলিয়া তুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন)

উভয়ে। তু'ল্‌বেন না, তু'ল্‌বেন না। কি! তু'ল্‌লেন?

(বলিয়া সবিস্ময়ে বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করত পরস্পর মুখাবলোকন)

রাজা। আপনারা কি নিমিত্ত আমাকে নিষেধ করিলেন?

প্রথমা। মহাভাগ! শুনুন তবে—অপরাজিতা নামে যে দেবলতা-সুরমহৌষধি আছে, এ তা'ই, এই বালকের জাত কর্ম্ম সময়ে ভগবান্ মারীচ স্বয়ং তাহা একে পরায়ে

দিয়েছেন, ইহা মাটিতে পড়্‌লে মা, বাপ, আর যার বন্ধন, সে ভিন্ন অন্য কেহই গ্রহণ কর্‌তে পারে না।

রাজা। যদি অপর কেহ গ্রহণ করে ?

প্রথমা। তা' হ'লে সর্প হ'য়ে তা'কে দংশন করে।

রাজা। আপনারা এরূপ আর কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?

উভয়ে। অনেক বার। অনেক বার।

রাজা। (সহর্ষে আত্মগত) তবে আমার পূর্ণ মনোরথকে কেন অভিনন্দন না করি ? (বালককে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন)

দ্বিতীয়া। সুব্রতে! চল, নিয়ম ব্যাকুলা শকুন্তলাকে এই বৃত্তান্ত জানাই গিয়ে।

(উভয়ের সত্বর গমন)

বালক। ছেলে দাও, আমাকে ছেলে দাও, আমি মাল্ কাছে যাই।

রাজা। পুত্র! আমার সহিত তোমার মাতাকে অভিনন্দন করিও।

বালক। দুষ্মন্ত আমাল তাত, তুমি ত নও।

রাজা। (হাস্য করিয়া) এই বিবাদেই আমার প্রত্যয় জন্মিয়া দিল্।

অনন্তর একবেণী ধরা শকুন্তলার প্রবেশ।

শকু। (মনে মনে তর্ক করিতে করিতে) সর্ব্বদমনের ঔষধি বিকারকালে নিয়ম রক্ষা করেছে শুনিয়াও, আমার যে ভাগ্য, আশার সঞ্চার হচ্চে না, অথবা মিশ্রকেশী যা' বলেছিলেন, তা'ই বা হয়। (ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর)

রাজা। (বিলোকন করিয়া, হর্ষ ও খেদের সহিত) অয়ে! এই সেই আমার প্রিয়তমা শকুন্তলা?

ধূসর বরণ, দুখানি বসন,
আহা মরি পরিধান।
শিরোপরি আর, একবেণী সার,
দেখিয়া বিদরে প্রাণ॥
করুণা বিহীন, আমি অতি হীন,
আমারি বিরহ ব্রত।
করি আচরণ, বিশুষ্ক বদন,
সহিছে যাতনা এত॥

শকু। (পশ্চাত্তাপ হেতু বিবর্ণ রাজাকে দেখিয়া, সবিতর্ক) ইনিই কি আর্য্যপুত্র? না,—তবে কে গাত্র সংসর্গে আমার রক্ষামঙ্গলধারী পুত্রকে দূষিত করলে?

বালক। (মাতার নিকট গমন করিয়া) মা, মা, উনিকে? আমাকে ছেলে বলে কোলে কলে ছিলেন?

রাজা। প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য অনুকূল পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে এইক্ষণে তুমি আমাকে পরিচিত বলিয়া গ্রহণ কর, আমার এই ইচ্ছা।

শকু। (স্বগত) হৃদয়! আশ্বাসিত হও, দৈব হিংসা পরিত্যাগ করে, এতকালের পর বুঝি আমার প্রতি সদয় হ'লেন,—ইনিই আমার আর্য্যপুত্র।

রাজা। প্রিয়ে! সুমুখি!

মোহ হেতু মম মন, হয়েছিল বিস্মরণ,
মোহান্তে পেয়েছি আজি তোমার দর্শন।

গ্রহণ বিমুক্ত হ'লে,        যেমন পূণ্যের ফলে,
মৃগাঙ্কের সহ হয় রোহিণী মিলন ॥

শকু। (সহর্ষে ও বাষ্পকণ্ঠে) আর্য্যপুত্রের জ—
(এই অর্দ্ধমাত্র বলিয়াই বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া বিরত হইলেন)

রাজা। প্রিয়ে!

বাষ্পে রোধ করিলেও জয় উচ্চারণ।
জয়ী হইয়াছি আমি দেখে ও বদন ॥

বালক। মা উনি কে?

শকু। (বাষ্পকণ্ঠে) বাছা! ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। (বলিয়া রোদন)

রাজা! সুতনু বিচ্ছেদ ক্লেশ পরিহর হায়।
শুভকালে মোহ হেতু ত্যজেছি তোমায় ॥
পুষ্পমালা দিলে শিরে অন্ধের যেমন।
সর্পের শঙ্কায় তাহা ত্যজে সেইক্ষণ ॥

(এই বলিয়া শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন)

শকু। আর্য্যপুত্র! উঠুন উঠুন, আপনার দোষ কি, সকল সুখ প্রতিবন্ধক আমার পূর্ব্বজন্মের যত পাপ ছিল, তাহা সেই দিনে ফলে ছিল, নচেৎ আর্য্যপুত্র সেরূপ সদয় হ'য়ে বিরূপ হবেন কেন?

(রাজা উত্থান করিলেন)

শকু। আর্য্যপুত্র! এই দুঃখিনীকে আপনার কিরূপে স্মরণ হল?

রাজা। অগ্রে বিষাদ রূপ শেল হৃদয় হইতে উত্তোলন করি পশ্চাৎ কহিব।

তব অশ্রুধারা প্রিয়ে, স্বচক্ষেতে নিরখিয়ে,
মোহ হেতু পূর্ব্বে তাহা করেছি হেলন।
অধরের পীড়া কারী, মুছাইয়া সেই বারি,
পক্ষ্মলাক্ষি দুঃখ আজি করি নিবারণ ॥

(বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন)

শকু। (চক্ষের জল প্রমৃষ্ট হইয়া, অঙ্গুরীয় অবলোকন পূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র! এই সেই অঙ্গুরীয়?

রাজা। হাঁ, ইহারই অদ্ভুত প্রাপ্তিতে, তোমাকে আমার স্মরণ হইয়াছে।

শকু। ওই আমার সর্ব্বনাশ করেছিল, আর্য্যপুত্রের প্রত্যয় করে দিবার সময় ও আমার দুর্লভ হয়েছিল।

রাজা। প্রিয়ে! ঋতু সমাগম কালে, লতা যেমন কুসুম ধারণ করে তুমিও তেমনি আমার সমাগমে এই অঙ্গুরীয় ধারণ কর।

শকু। ওর প্রতি আর আমার বিশ্বাস নাই, ও আর্য্যপুত্রের অঙ্গেতেই থাকুক।

মাতলির পুনঃ প্রবেশ।

মাত। দিষ্ট্যা ধর্ম্মপত্নীসমাগমেন, পুত্রমুখদর্শনেন চ আয়ুষ্মান্ বর্দ্ধতে।

ধর্ম্মপত্নীর সমাগমে, ও পুত্রমুখ সন্দর্শনে আয়ুষ্মান্ বৃদ্ধিশীল হইয়াছেন।

রাজা। সুহৃদ্ হইতেই আমি এই সাধুতর ফললাভ করিয়াছি। মাতলে! দেবরাজ এবিষয় জানিতে পারিয়াছেন?

মাত। ( সস্মিতং ) কিং ঈশ্বরাণাং অপরীক্ষং, এহি ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনমিচ্ছতি।

(ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঈশ্বরদিগের কোন্ বিষয় অপ্রত্যক্ষ আছে? আসুন, ভগবান্ মারীচ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

রাজা। প্রিয়ে! পুত্রকে ক্রোড়ে কর, তোমাকে অগ্রে করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শকু। আর্য্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের সমীপে যেতে আমি লজ্জা বোধ করি।

রাজা। শুভ কর্ম্মের সময় এরূপ করিতে হয়, তুমি চল।

( তাঁহাদের সকলের গমন)

দৃশ্যান্তর—অদিতির সহিত একাসনে মারীচ উপবিষ্ট।

মারীচ। ( রাজাকে অবলোকন করিয়া, দাক্ষায়ণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক ) দাক্ষায়ণি! *

তোমার পুত্রের রণে যাঁর অগ্রগতি।
ভুবন পালক ইনি দুষ্মন্ত ভূপতি॥
যাঁর ধনু ইন্দ্রের কার্য্য করে সম্পাদন।
বাসবের বজ্র আছে শোভার কারণ॥

অদিতি। হাঁ, আকৃতি দ্বারাই ইহাঁর প্রভাব স্পষ্ট অনুভব হচ্চে।

মাত। আয়ুষ্মন্! এতৌ পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরৌ আয়ুষ্মন্তং অবলোকয়তঃ, তৎ উপসর্প।

আয়ুষ্মন্! এই সুরাসুরগণের জনক জননী, আপনাকে স্নেহ চক্ষে পুত্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছেন, অতএব নিকটে চলুন।

* দক্ষকন্যা।

রাজা। মাতলে!

মুনিগণ যাঁহাদের কয়েন বর্ণন।
দ্বাদশ আদিত্যের * উৎপত্তি কারণ॥
যাঁদের শরীর হ'তে জন্মেছেন হরি।
ত্রিভুবনেশ্বর যিনি যজ্ঞে অধিকারী॥
যাঁদের গৃহেতে সেই পুরুষ নারায়ণ।
বামন রূপেতে জন্ম করেন গ্রহণ॥
দক্ষ ও মরীচি বংশে জাত এ দম্পতি।
এক পুরুষ ব্রহ্মা হ'তে যাঁহারা সম্প্রতি॥?

মাত। অথ কিং।

তাহা ভিন্ন আর কি।

রাজা। (প্রণিপাত পূর্ব্বক) আমি বাসব ভৃত্য দুষ্মন্ত, আপনাদিগের উভয়কে প্রণাম করি।

মারীচ। বৎস! চিরজীবী হইয়া পৃথিবী পালন কর।

অদি। তুমি অপ্রতিহত প্রভাবে অদ্বিতীয় রথী হও।

(শকুন্তলা পুত্রসহিত উভয়ের চরণে প্রণিপাত করিলেন)।

মারীচ। বৎসে!

আখণ্ডল তুল্য স্বামী হয়েছে তোমার।
জয়ন্ত সদৃশ সুত হয়েছে কুমার॥
অন্য অশীর্ব্বাদ বাছা কি দিব সম্প্রতি।
পৌলমীর তুল্যা তুমি হও ভাগ্যবতী॥

---

* আদিত্যং প্রথমং নাম, দ্বিতীয়ন্তু দিবাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করং প্রোক্তং, চতুর্থঞ্চ প্রভাকরঃ॥
পঞ্চমন্তু সহস্রাংসুঃ ষষ্ঠংচৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ, অষ্টমং রবিরুচ্যতে॥
নবমং দিনকরঃ প্রোক্তো, দশমং দ্বাদশাত্মকঃ।
একাদশং ত্রিমূর্ত্তিশ্চ, দ্বাদশং সূর্য্য উচ্যতে॥

অদি। যাহু! তুমি ভর্ত্তার বহুমতা হও, এবং এই সন্তান দীর্ঘায়ু হয়ে পিতৃ মাতৃ উভয় কুল উজ্জ্বল করুক। এস এখানে ব'স।

( সকলে প্রজাপতির চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিলেন )

মারীচ। ( প্রত্যেককে নির্দ্দেশ করিয়া )

এই সাধ্বী শকুন্তলা এই সুকুমার।
উপস্থিত এই স্থানে আপনি ও আর॥
কালে তোমাদের এই তিনের মিলন।
শ্রদ্ধা, বিত্ত, বিধি যথা একত্র ঘটন॥

রাজা। ভগবন্! অগ্রে অভিপ্রেত সিদ্ধি পশ্চাৎ আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন লাভ ইহা অতি অপূর্ব্ব অনুগ্রহ। কেননা—

পুষ্পোদ্গম পূর্ব্বে হয় পরে ফলোদয়।
প্রথমে মেঘের সৃষ্টি পরে বৃষ্টি হয়॥
কারণ কার্য্যের বিধি জানি এপ্রকার।
প্রসাদের পূর্ব্বে ফল অতি চমৎকার॥

মাত। **এবং বিস্সগুরবঃ পসীদন্তি।**

বিশ্বগুরুদিগের প্রসন্নতা এই রূপ হইয়া থাকে।

রাজা। ভগবন্! আপনাদিগের এই আজ্ঞাকারিণী কিঙ্করীকে আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিছু কাল পরে ইহাঁর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ইনি আমার সমীপে আনিত হইলে, স্মৃতি শৈথিল্য প্রযুক্ত চিনিতে পারি নাই,—প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম—সেকারণ যুষ্মদ্ গোত্রীয় মহর্ষি কণ্বের নিকট আমি অপরাধী হইয়াছি। পরে এই অঙ্গুরীয় দর্শন হওয়াতে সমুদয় বৃত্তান্ত আমার

স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়, সুতরাং এই ঘটনা আমার অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। কারণ—

সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখে গজের গমন।
প্রত্যয় হ'ল না মনে সংশয় তখন॥
পরে পদচিহ্ন তা'র করি দরশন।
প্রত্যয় হইতে পারে বিচিত্র কেমন॥

মারী। বৎস! তুমি অপরাধ আশঙ্কা করিওনা, তোমার বিস্মৃত হইবার কারণ আছে, তাহা শ্রবণ কর।

রাজা। অবধান করিতেছি, আজ্ঞা করুন।

মারী। যখন মেনকা অপ্সরাতীর্থ হইতে প্রত্যাখ্যান-কাতরা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া, দাক্ষায়ণীর নিকট উপস্থিতা হ'ন, তখন আমি ধ্যানে অবগত হই যে দুর্ব্বাসার শাপে তুমি স্মৃতিশৈথিল্য প্রযুক্ত সাধ্বী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং অঙ্গুরীয় দর্শনে সেই শাপের অবসান হইবে।

রাজা। (উল্লসিত চিত্তে, আত্মগত) আমি এই বচনের দ্বারা অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম।

শকুন্তলা। (স্বগত) দেখ্‌ছি আর্য্যপুত্র আমাকে অকারণে প্রত্যাখান করেন নি,—কিন্তু কৈ কেহ যে আমাকে শাপ দিয়েছিলেন তা'ত কিছুই স্মরণ হয় না, অথবা যে সময়ে আমি শূন্য হৃদয়ে ছিলাম, সেই সময়ে বা শাপ দিয়ে থাক্‌বেন, এই জন্যই বুঝি সখীরা আমাকে অতি আদর পূর্ব্বক বলে দিয়েছিলেন যে "যদি তোমাকে রাজা চিন্‌তে না পারেন তা' হ'লে তুমি তাঁকে এই অঙ্গুরী' দেখাইও।"

মারী। (শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বৎসে! তুমি এখন কারণ বিদিত হইলে অতএব তোমার সহধর্ম্মচারী স্বামির প্রতি আর মন্যু করিও না।

শাপ হেতু স্মৃতি হীন হয়েছিল পতি।
পেয়েছেন মোহ গতে আপনার স্মৃতি॥
সমল দর্পণে প্রতিবিম্ব নাহি ভাসে।
স্বচ্ছতল হইলে সে অবশ্য প্রকাশে॥

রাজা। ভগবন্! যাহা বলিলেন তাহাই বটে।

মারী। বৎস! শকুন্তলার গর্ভজাত তোমার এই পুত্রকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছত? ইহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া বিধিবৎ আমি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছি।

রাজা। ভগবন্! ইনি আমার বংশের প্রতিষ্ঠা।

(বলিয়া হস্ত দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিলেন)

মারী। তুমি পুত্রকে ভাবি চক্রবর্ত্তি বলিয়া জান, ইনি শৌর্য্য প্রভাবে সমস্ত রাজ মণ্ডলের অধীশ্বর হইবেন।

অনুদ্ঘাত গতি রথে করি আরোহণ।
সপ্তদ্বীপে অধিপতি হবে এ নন্দন॥
এক্ষণে হিংস্রকগণে করিয়ে দমন।
করেছেন নাম সর্ব্ব দমন ধারণ॥
ভুবন ভরণ কর্ত্তা হ'য়ে পুনর্ব্বার।
ভরত নামেতে খ্যাতি হইবে ইহার॥

রাজা। ভগবন্! যখন আপনি স্বয়ং ইহার সংস্কার করিয়াছেন তখন সকলই সম্ভব হইতে পারে!

অদি। পূজ্য কণ্বকে, তাঁহার দুহিতার, এই মনোরথ সিদ্ধির সংবাদ জ্ঞাত করান আবশ্যক, দুহিতৃ বৎসলা মেনকা

এখানে আমার পরিচর্য্যা করেন, তিনি অবিলম্বে ইহা জান্তে পার্বেন।

শকু। (আত্মগত) ভগবতী আমার মনের কথা বল্লেন।

মারী। তপঃ প্রভাবে এ সমুদয় পূজ্য কণ্বের প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

রাজা। এই হেতু মহর্ষি আমার প্রতি ক্রোধ করেন নাই।

মারী। (চিন্তা করিয়া) তথাপি তাঁহার দুহিতা সপুত্রে, পতি কর্ত্তৃক পুনঃ গৃহীত হইয়াছেন, এই প্রিয়-বার্ত্তা তাঁহাকে শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। এখানে কে আছ হে—

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া) ভগবন্! এই আমি উপস্থিত আছি।

মারী। বৎস গালব! তুমি আমার বচনানুসারে অবিলম্বে, শূন্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, পূজ্য কণ্বকে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া আইস যে, পুত্রবতী শকুন্তলা, দুর্ব্বাসার শাপ নিবৃত্তিতে স্মৃতি প্রাপ্ত দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পুনঃগৃহীত হইয়াছেন।

শিষ্য। গুরো! আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম।

(নিষ্ক্রান্ত)

মারী। (রাজার প্রতি) বৎস! তুমিও স্ত্রীপুত্র সহিত, তোমার প্রিয় সখা আখণ্ডলের রথে আরোহণ পূর্ব্বক, নিজ রাজধানীতে গমন কর।

রাজা। (প্রণাম পুরঃসর) ভগবানের যেমন অনুমতি।

মারী। সম্প্রতি—তব প্রজাগণ প্রতি, বিড়োজা সদয় মতি,
বর্ষণ করুন্ সুবিচারে।
তুমি যাগ যজ্ঞ কর, তৃপ্ত কর নিরন্তর,
যজ্ঞপতি যজ্ঞের ঈশ্বরে॥

বসুন্ধরা সুখে থাক্, সর্ব্ব লোকে যশ গাক্,
যুগশত বৎসর বৎসর।
স্বর্গলোকে সুরপতি, তুমি মর্ত্ত্যে মহামতি,
জয় লাভ কর পরস্পর॥

রাজা। ভগবন্! যথাশক্তি হিতসাধনে ত্রুটি করিব না।

মারী। বৎস! তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?

রাজা। ইহা অপেক্ষাও যদি আর কিছু প্রিয়কার্য্য থাকে, তবে ইহাই হউক।

রাজার থাকুক মতি, হিতার্থে প্রজার প্রতি,
বেদ মাতা সরস্বতী, যেন হীনা হ'ন না।
ভক্ত গত চিত্ত যাঁর, নীলকণ্ঠ নির্ব্বিকার,
জন্ম মম পুনর্ব্বার, যেন আর দেন না॥

(ইতি সকলে নিষ্ক্রান্ত)

ইতি মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত শ্রীনন্দকুমার সেন-গুপ্ত অনুবাদিত, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক সমাপ্ত।

# পাঠ পরিবর্ত্তন।

| পৃঃ—পং | আছে | হইবে |
| --- | --- | --- |
| ৪৭—৫ | শরীর হয়েছে ক্ষীণ,<br>গাল দুটী প্রভাহীন,<br>ইত্যাদি। | মুখচন্দ্রিমায় দেখি গণ্ডদ্বয় ক্ষীণ।<br>বক্ষোপরে পয়োধরে না দেখি কঠিন ॥<br>ক্ষীণকটি ক্ষীণবাহু পাণ্ডুর বরণ।<br>কন্দর্প পীড়ায় জ্বরা তবু সুদর্শন ॥<br>যেমন মাধবীলতা গ্রীষ্ম সমীরণে।<br>শুষ্কপত্রা হ'লেও প্রমোদে নয়নে ॥ |
| ৭৪-১৮ | বেদিপার্শ্বে হুতাশন,<br>জ্বলিতেছে সর্ব্বক্ষণ,<br>ইত্যাদি। | বেদিপার্শ্বে হুতাশন, জ্বলিতেছে সর্ব্বক্ষণ,<br>আছে দর্ভ যাঁর চারি ধারে।<br>হব্যগন্ধে বহ্নি রূপ, পরব্রহ্ম অনুরূপ,<br>নিষ্পাপ করুন তোমারে ॥ |
| ৮৫-৮ | অশ্বযুক্ত দিবাকর,<br>স্বীয় রথে করি ভর,<br>ইত্যাদি। | অশ্বযুক্ত রথোপরে, ভানু বিচরণ করে,<br>দিবা রাত্র গমনে বিরাম নাহি তাঁর।<br>গন্ধবহ সদা বহে, ভূভার অনন্ত সহে,<br>করগ্রাহী নৃপতির ধর্ম্ম সে প্রকার ॥ |
| ৯০—১২ | হাঁ মহাত্মন! এরূপ<br>চরিত্র অভিনন্দনীয়<br>বটে। ইত্যাদি। | হাঁ মহাত্মন্ এরূপ চরিত্র প্রশংসার<br>যোগ্য বটে, কিন্তু আমরা উদাসীন<br>মধ্যবিধ ভাবেই দেখিব। কারণ—<br>———— |
| ৯২—১২ | কি কর্‌লে সঙ্গোপনে,<br>না বল্‌লে গুরুজনে,<br>ইত্যাদি। | বলিতে কি আছে ইথে, উভয়ের সম্মতিতে,<br>উভয়ে করেছ যেই কায।<br>উভয়ে উভয় চিত, অবশ্যই সুবিদিত,<br>ভালই হয়েছে মহারাজ ॥ |

# পরিশিষ্ট।

## পদ্য অংশের গদ্য।

### প্রস্তাবনা।

যে মূর্ত্তি সৃষ্টিকর্ত্তার আদি সৃষ্টি,* যে মূর্ত্তি বিধি পূর্ব্বক হুতহবি গ্রহণ করিয়া থাকেন,† যে মূর্ত্তি হোত্রী,‡ যে দুই মূর্ত্তি দিবারাত্রি রূপ সময় বিভাগ করিতেছেন,§ যে মূর্ত্তি শব্দগুণ বিশিষ্টা ও বিশ্বব্যাপিনী,|| যে মূর্ত্তি ওদন ওষধি প্রভৃতি সর্ব্ববীজের উৎপাদিকা,¶ যে মূর্ত্তি দ্বারা সকলে জীবন ধারণ করিয়া আছেন,!! প্রত্যক্ষ সেই অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন। পৃষ্ঠা ১

যাবৎ পণ্ডিতগণ এই প্রয়োগ দর্শনে পরিতোষ প্রাপ্ত না হ'ন, তাবৎ আমি ইহাকে প্রশংসা করিতে পারিনা, দেখনা পরিক্ষার্থীরা সুশিক্ষিত হইলেও আপনাদিগের প্রতি বিশ্বাস করে না। পৃ ২

জলে অবগাহন করিলে অতি তৃপ্তি হয়, বনবায়ু পাটল পুষ্পের সংসর্গে অতিশয় সুরভি হয়, ছায়াতে শয়ন করিলে নিদ্রা সুলভে আইসে এবং দিবসের পরিণাম কাল অতি রমণীয়। পৃ ৩

ঐ দেখ প্রমদাগণ ভ্রমরচুম্বিত সুকুমারকেশর শিরীষকুসুম তুলিয়া সদয় ভাবে কর্ণভূষণ করিতেছে। পৃ ৪

তোমার গীতের রাগে আমার হৃদয় হৃত হইয়াছিল যেমন এই দ্রুতগামী হরিণ কর্তৃক এই রাজা দুষ্মন্ত-হৃতচিত্ত হইয়াছেন। পৃ ৫

### প্রথম অঙ্ক।

কৃষ্ণসার মৃগের প্রতি এবং অধিজ্যকার্ম্মুকধারী আপনার প্রতি নেত্র-

---

* জল, † অগ্নি, ‡ যজমান রূপা মূর্ত্তি, § সূর্য্য ও চন্দ্র, || আকাশ, ¶ ক্ষিতি, !! বায়ু।

পাত করিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন পিনাকী আবার মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। পৃ ৬

সে গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া মুহুর্মুহু রথের প্রতি মনোহর দৃষ্টিপাত করিতেছে, শরপতন ভয়ে বারম্বার পশ্চাৎভাগ কুঞ্চিত করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন তাহা পূর্ব্বকায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট করিবে, শ্রমহেতু মুখ বিস্তৃত হওয়াতে অর্দ্ধভুক্ত তৃণ সকল মুখ হইতে পতিত হইয়া পথে বিকীর্ণ হইতেছে, এবং সে এত বেগে লম্ফ প্রদান করিতেছে যেন আকাশ পথে অধিক, ভূমিপথে অল্পমাত্র গমন করিতেছে। পৃ ৫

রশ্মি মুক্ত পাইয়া অশ্বগণ পূর্ব্বকায়া বিস্তার পূর্ব্বক কেশর সমূহ নিশ্চল ও কর্ণ ঊর্দ্ধ করিয়া এমন বেগে দৌড়িতেছে যে তাহাদের ক্ষুরোদ্ধত ধূলিও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে, হে রাজন! অশ্বগণ পথে দৌড়িতেছে কি আকাশমার্গে চলিতেছে, বুঝা যায় না। পৃ ৬

যাহা প্রথমে সূক্ষ্ম বোধ হইয়াছিল, তাহা সহসা দৃষ্টিপথে স্থূল হইয়া উঠিতেছে, অগ্রে যে স্থান মধ্যে বিচ্ছিন্ন বোধ হইয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ সংমিলিতের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে, যে বস্তু স্বাভাবিক বক্র, তাহা দৃষ্টিতে সমরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, রথবেগ হেতু, কোন বস্তুই ক্ষণমাত্রও আমার দূরে বা পার্শ্বে স্থায়ী হইতেছে না। পৃ ৬

এই মৃদু মৃগশরীরে বাণ নিক্ষেপ করিবেন না, বাণ নিক্ষেপ করিবেন না, আপনার বাণপাত তুলারাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করার সদৃশ হইবে, হরিণের অতি ক্ষুদ্র জীবন কোথায়, আপনার বজ্রসার শরের তীক্ষ্ণপাত কোথায়, কোন মতেই তুল্য নহে। পৃ ৭

অতএব আপনি যে শর সন্ধান করিয়াছেন তাহা শীঘ্র প্রতিসংহার করুন, আর্ত্ত পরিত্রাণের নিমিত্তই আপনার অস্ত্রধারণ করা, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে। পৃ ৭

যাঁহার পুরুবংশে জন্ম তাঁহার ইহা উপযুক্তই কার্য্য হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করি আপনি একটি গুণবান্ চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রাপ্ত হউন। পৃ ৭

তপোধনদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে দেখিয়া, জানিতে পারিবেন যে ধনুর্গুণাঙ্কিত আপনকার ভুজ কি রূপ সকলকে রক্ষা করিতেছে। পৃ ৮

ঐ দেখ তরুতলে কোটরস্থিত শুকশারকের মুখভ্রষ্ট নীবারকণা পতিত রহিয়াছে, ঐ দেখ ইঙ্গুদী ফলভেদী চিক্কন উপল খণ্ড পতিত রহিয়াছে, ঐ দেখ বিশ্বস্ততা হেতুক রথধ্বনি শ্রবণেও মৃগগণ পলায়নে পরাঙ্মুখ, এবং জলাশয়ের পথও বল্কল নিপতিত জলরেখার দ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে। পৃ ৯

চপল বায়ুর দ্বারা কুল্যার জল তরঙ্গায়িত হইয়া তীরস্থ বৃক্ষের মূল সকল ধৌত করিয়াছে, হোমঘৃতের ধুম দ্বারা কিসলয় সমুহের বর্ণ ভিন্ন হইয়াছে, আর এই নিকটস্থ উপবনে হরিণশাবকেরা নিঃশঙ্ক চিত্তে কোমল কুশাঙ্কুরের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে। পৃ ৯

এই আশ্রমপদ শান্তি রসের স্থান অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে, এ স্থানে ফললাভের সম্ভাবনা কি? অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। পৃ ১০

এই আশ্রম বাসিনীর এরূপ রূপ যে তাহা রাজঅন্তঃপুরেও দূর্লভ, তবেত বনলতা স্বীয় সৌন্দর্য্য গুণে উদ্যান লতাকে পরাভব করিল। পৃ ১০

যিনি এই স্বভাব সুন্দরী কামিনীকে তপস্যার কষ্ট সাধন করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পদ্মের সুকোমল পত্রধারের দ্বারা সমীবৃক্ষ চ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পৃ ১১

সুক্ষ্মগ্রন্থিদ্বারা তাহার স্কন্ধ দেশ হইতে বল্কল লম্বিত হওয়াতে স্তনযুগল আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহাতেও তাহার শরীরের শোভা হ্রাস পায় নাই, পাণ্ডুপত্রের মধ্যে কুসুম যেমন শোভা পায় ইহার কমনীয় শরীরও বল্কল মধ্যে তাদৃশ শোভা পাইতেছে। পৃ ১২

শৈবালের দ্বারা কমল আচ্ছাদিত হইলেও অতি রমণীয় হয়, সুধাকরের কলঙ্ক মলিন হইলেও অতি শোভাকর হয়, এই সুমধুরাকৃতিরমণী

বল্কল পরিধান করিয়াও, যাহার পর নাই, মনোহারিণী হইয়াছেন— যাহারা স্বাভাবিক সুন্দর তাহাদের ভূষণের অপেক্ষা করে না। পৃ ১২

এই মৃগাক্ষীর বল্কল অতি কঠিন হইলেও তাহার রূপ অতি সুন্দর দৃষ্ট হইতেছে—মনের বিরাগ জন্মিতেছে না—বিকসিত কমলের বৃন্ত অতি কর্কশ হইলেও তাহার শোভার কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। পৃ ১২। ১৩

ইহার অধরের রাগ কিশলয়ের সদৃশ, বাহু দুটি কোমল শাখার অনুকারী এবং ইহার লোভনীয় যৌবন সর্ব্বাঙ্গে কুসুমের ন্যায় ব্যাপিয়া আছে। পৃ ১৩

ইনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পরিগ্রহের যোগ্য, নচেৎ আমার নির্দ্দোষ অন্তঃকরণ ইহার প্রতি অভিলাষী হইবে কেন? কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সাধুদিগের অন্তঃকরণ প্রবৃত্তিই তাহার প্রমাণ। পৃ ১৫

যে দিকে মধুকর গমন করিতেছে বামাক্ষী সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন, তাহাতে তাহার কামবিরহে ভ্রূভঙ্গি ও ভয় বশতঃ দৃষ্টি বিলাস হইতেছে। পৃ ১৫

ওহে মধুকর! তুমি প্রিয়ার কম্পিত ও চলিত অপাঙ্গ বার বার স্পর্শ করিতেছ, রহস্য বক্তার ন্যায় কর্ণের নিকটে গিয়া গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছ, প্রিয়া কর কাঁপাইয়া তাড়না করিতেছেন তথাপি তুমি তাহার রতিসর্ব্বস্ব অধর পান করিতেছ, আমরা তত্ত্ব অন্বেষণে হত হইলাম কিন্তু তুমিই কৃতী, আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইলে। পৃ ১৬

ইনি ভ্রূ বিভ্রমের সহিত ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, রমণীয় স্তনভার ও ঈষৎ কুটিল ত্রিবলি বিশিষ্ট মধ্যভাগ বিবর্ত্তিত করিতেছেন, পল্লব সদৃশ হস্তাগ্র কম্পিত করিতেছেন ও শীৎকার হেতু অধরবিম্ব ভিন্ন করিতেছেন, কেবল মাত্র এক ভ্রমর লঙ্ঘন ভয়েই ইনি বিনা বাদ্যে নর্ত্তকীর ন্যায় হইয়াছেন। পৃ ১৬

দুষ্ট দমনকারী পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা পুরু-বংশোদ্ভব রাজা রক্ষাকর্ত্তা সত্ত্বে, কাহার সাধ্য মুগ্ধ স্বভাবা তপস্বীকন্যাদিগের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করে। পৃ ১৭

মনুষ্য হইতে এরূপ অপরূপ রূপ কখন সম্ভব হয় না, চঞ্চলপ্রভা চপলা কি কখন পৃথিবীতল হইতে উদয় হয়? পৃ ২০

ইনি যাবৎ পরিণীতা না হইবেন তাবৎ কি সম্ভোগ বিরোধী এই বানপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? অথবা যাবজ্জীবন আপন নয়ন সাদৃশ্য হেতুক সহচর ভেবে হরিণীগণের সহবাসে কাল হরণ করিবেন।? পৃ ২১

হৃদয় আশ্বাস যুক্ত হও, সন্দেহ নির্ণয় হইয়াছে, যাহাকে অগ্নি বোধে আশঙ্কা করিয়াছিলে সে এখন স্পর্শ শীতল রত্ন হইল। পৃ ২১

মুনি তনয়াকে যেমন নিবারণ করিবার নিমিত্ত আমি উঠিতে ইচ্ছা করিয়াছি তেমনি হৃদয়কে আশ্বাস যুক্ত করিয়াছি, স্বস্থান হইতে গমন করি নাই কিন্তু যেন গিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি। পৃ ২২

কলস তুলিবার জন্য ইহাঁর স্কন্ধদ্বয় শিথিল হইয়াছে, করতল রক্ত বর্ণ হইয়াছে, প্রমাণাধিক নিঃশ্বাস নিঃসরণ হেতু স্তনদ্বয় এখনও কম্পিত হইতেছে, বদনের ঘর্ম্মে কর্ণের-শিরীষকুসুম রুদ্ধ হইয়াছে, কেশ বন্ধন শিথিল হওয়ায় আলুলায়িত কেশ সকল হস্ত দ্বারা সংযত করিয়া রহিয়াছেন। পৃ ২২

যদিও ইনি আমার কথায় কথা কহেন নাই বটে, কিন্তু আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে অনন্যচিত্তে কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করিয়াছেন, আমার মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া অধিকক্ষণ থাকেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি আমাব্যতীত অন্য দিকে অধিকক্ষণ ছিল না। পৃ ২৩

বৃক্ষশাখায় যে সকল জলার্দ্র বল্কল লম্বিত রহিয়াছে, তাহাতে অরুণ বর্ণ রেণু সকল অশ্বখুরে আহত হইয়া পতিত হওয়াতে শলভ সমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। পৃ ২৪

এই হস্তি রথদর্শনে ভীত ও দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া এরূপ দৌড়িতেছে যে, সম্মুখস্থ তরুর আঘাতে তাহার একটা দন্তভগ্ন হইয়া গিয়াছে, পাদদেশে লতা সকল আশক্ত হওয়াতে পাশবন্ধের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। এ দিকে হরিণগণ তাহার ভয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। এই হস্তি আমাদিগের তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন স্বরূপ, ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পৃ ২৪

আমার শরীর সম্মুখে গমন করিতেছে কিন্তু চঞ্চল মন পশ্চাৎ দিকেই ধাবমান হইতেছে, বায়ুর প্রতিকুলে নীয়মান পতাকার বস্ত্র যেমন পশ্চাদ্দিকেই ধাবমান হয় আমারও মন তদ্রূপ হইয়াছে। পৃ ২৬

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রিয়া কোন মতেই সুলভ নহেন তথাপি আমার মন তাঁহার ভাব দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইতেছে, মনসিজ অকৃতার্থ হইলেও উভয়ের প্রার্থনাকে অনুরাগ যুক্ত করিয়াছে। পৃ ২৮

তিনি অন্যদিকে নয়ন ফিরাইবার সময় আমার প্রতি যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন,-নিতম্বের গুরুত্ব হেতুক যে বিলাসবৎ মন্দ মন্দ গমন করিয়াছিলেন এবং সখীরা "যাইওনা" বলিয়া বাধা দিলে, অসূয়া পূর্ব্বক তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সকলই আমার নিমিত্ত বলিয়া বোধ করিতেছি, অথবা অভিলাষ সকলকেই আপনার মত করিয়া দেখে। পৃ ২৮

আমি মৃগগণের প্রতি জ্যাবদ্ধ শরসংযুক্ত ধনু নমন করিতে উৎসাহি নহি, কারণ তাহারা প্রিয়ার সহিত একত্রে সহবাস করিয়া প্রিয়ার নয়নের কান্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছে, তাহাদের মুগ্ধ নয়ন অবলোকন করিলে প্রিয়ার অলৌকিক বিভ্রমশালী নয়ন যুগল মনে পড়ে। পৃ ৩০

অনবরত ধনুর্জ্যাস্ফালনে ও দুঃসাহসিক কার্য্যে রত থাকায়, মহারাজের শরীর বিলক্ষণ কঠিন হইয়াছে, এত প্রখর সূর্য্য কিরণেও গাত্রে স্বেদ বিন্দু নাই। মেদাদির অপচয় হেতুক শরীর ক্ষীণ হইয়াছে কিন্তু আয়তত্ব হেতুক তাহা লক্ষ হইতেছে না, অতএব ইনি সর্ব্বপ্রকারে গিরিচর হস্তির ন্যায় বলসার দেহ ধারণ করিতেছেন। পৃ ৩১

মৃগয়াতে মেদের বাহুল্য অপনত হইয়া উদর কৃশ হয়, শরীর পটু ও উৎসাহ যোগ্য হয়। ভয় বা ক্রোধ উপস্থিত হইলে জন্তুদিগের চিত্ত বিকার অনুভূত হয়। চঞ্চল লক্ষে শরসন্ধান করিবার শিক্ষা হয়-যাহা ধনুর্দ্ধরের পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়-অতএব অনর্থক লোকে

মৃগয়াকে ব্যসন মধ্যে পরিগণিত করে, এরূপ আমোদ আর কোথায় আছে। পৃ ৩১

মহিষেরা নিরুদ্বেগে নিপানসলিলে পুনঃ পুনঃ শৃঙ্গতাড়না করিয়া অবগাহন করুক, মৃগকুল ছায়াতলে দলবদ্ধ হইয়া রোমন্থ অভ্যাস করুক, বরাহগণ বিশ্বস্ত চিত্তে পল্বলে মুস্তা অন্বেষণ করুক, এবং আমার এই জ্যামুক্ত শরাসন শিথিল ভাবে বিশ্রাম লাভ করুক। পৃ ৩২

তপোবন শান্তরসাস্পদ হইলেও তাহাতে গূঢ়রূপে এক প্রকার তেজ অবস্থিতি করে, যেমন সুর্য্যকান্ত মণি স্বভাব শীতল হইলেও দহনপটু হয়। পৃ ৩৩

নির্নিমেষ ও উর্দ্ধদৃষ্টিতে নিরতিশয় অনুরাগ সহকারে নবোদিত শশিকলাকে লোকে কি অভিপ্রায়ে বিলোকন করিয়া থাকে? ফলতঃ পরিহার্য্য বস্তুর উপভোগে দুষ্মন্তের মন কখন প্রবৃত্ত হয় না। পৃ ৩৪

নবমল্লিকার কুসুম অসম্পৃক্ত অর্কবৃক্ষের উপর পতিত হইলে যেমন তাহাকে অর্ককুসুম বলিয়াই বোধ হয়, সেই রূপ অপ্সরা সম্ভূতা আমাদের এই প্রিয়সখী তাঁহার জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে মহর্ষি তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাতেই ইনি মুনিকন্যা। পৃ ৩৪

বুঝি বিধাতা সমুদয় সৌন্দর্য্যের উপকরণ মনোমধ্যে আহরণ করিয়া, তাহার সারাংশ আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই কৃশাঙ্গীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিধাতার অসীম ক্ষমতা ও তাঁহার অতীব শরীর সৌন্দর্য্য, অবলোকন করিয়া আমার বোধ হয়, যে এই স্ত্রীরত্নসৃষ্টি সামান্যসৃষ্টি হইতে বিভিন্ন। ৩৪। ৩৫

তাহার নির্ম্মল রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল পুষ্প স্বরূপ, নখচ্ছেদ বিরহিত কিসলয় স্বরূপ, অপরিহিত নবরত্ন স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল স্বরূপ, জানিনা কোন্ ভাগ্যবান্‌কে বিধাতা তাহার ভোক্তা করিয়াছেন। পৃ ৩৫

যতক্ষণ আমি তাহার সম্মুখে ছিলাম ততক্ষণ তিনি গোপন

ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যকারণ উদ্ভাবন করিয়াও হাস্য করিয়াছিলেন সুতরাং নিবারিত মদনকে তিনি প্রকাশও করেন নাই সংবরণও করেন নাই। পৃ ৩৫

"আমার পদতলে কুশাঙ্কুর ফুটিয়াছে" বলিয়া সেই ধনী কতিপয় পদগমন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং বৃক্ষশাখায় বল্কল লগ্ন না হইলেও, লগ্ন হইয়াছে বলিয়া ছাড়াইবার ছলে আমার দিকে বারম্বার মুখ ফিরাইয়া বিলম্ব করিয়াছিলেন। পৃ ৩৬

প্রজাদের নিকট হইতে যে কর উদ্ভব হয় তাহা বিনশ্বর, কিন্তু তপস্বীরা নিজ নিজ তপস্যার ষষ্ঠাংশ কর আমাকে প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা অবিনশ্বর। পৃ ৩৬

মহারাজ সর্ব্ব ভোগ্য আশ্রমে বাস করিতেছেন, প্রজা রক্ষা হেতু প্রত্যহ তাঁহার তপস্যা সঞ্চয় হইতেছে, তিনিও জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার ঋষি শব্দটি চারণগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া স্বর্গ পর্যন্ত স্পর্শ করে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ রাজর্ষির রাজশব্দ রাজার প্রথমে থাকে। পৃ ৩৭

ইহা বড় বিচিত্র নহে যে, ইনি একাকী সসাগরা সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিবেন, কারণ ইহাঁর বাহুদ্বয় নগর দ্বারের অর্গলের ন্যায় দীর্ঘ, দেবতারা দৈত্যগণের সহিত শত্রুতা করিয়া যুদ্ধস্থলে কেবল ইহাঁরি শরাসনে ও দেবরাজের বজ্রে, জয় সম্ভাবনা করিয়া থাকেন। পৃ ৩৭

আপনি পূর্ব্ব পুরুষদিগের সদৃশ কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহা আপনার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে, বিপন্নদিগের অভয় দান ব্রতে পৌরবেরাই দীক্ষিত ছিলেন। পৃ ৩৮

আমার মন দ্বৈধ ভাব অবলম্বন করিল কারণ উভয়কার্য্য ভিন্ন দেশে, নদীস্রোত শৈলে প্রতিহত হইলে যেমন বারম্বার প্রতিনিবৃত্ত হয়, আমারও মন তদ্রূপ হইয়াছে। পৃ ৪০

আমরাই বা কোথায়, মৃগশাবকের সহিত পরিবর্দ্ধিত সেই মুনিকন্যাই বা কোথায়, অতএব হে সখে! পরিহাস ছলে যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। পৃ ৪১

## তৃতীয় অঙ্ক।

বাণসন্ধানের কথা দূরে থাকুক তাঁহার ধনুর টঙ্কার শব্দেই বিঘ্ন সকল দূর হইয়াছে। পৃ ৪২

তপস্যার বীর্য্য আমি জানি, সেই বালাও যে পরাধীনা তাহাও আমি অবগত আছি, তথাপি নিম্নগামী জলস্রোতের ন্যায় আমার মন তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে না। পৃ ৪৩

সাগরে যেমন বাড়বানল জ্বলে, হে মন্মথ! তোমাতেও সেই রূপ অদ্যাপি হরকোপ বহ্নি জ্বলিতেছে, অন্যথা—তুমি পুড়ে ভস্মাবশেষ হইয়াও কি প্রকারে মদ্বিধ ব্যক্তিদিগের প্রতি এত উষ্ণ হও। পৃ ৪৩

হে মন্মথ! কুসুমকে যে তোমার শর বলে এবং চন্দ্রেররশ্মিকে যে শীতল বলে এ উভয়ই আমাদিগের পক্ষে অযথার্থ বলিয়া বোধ হয়,—চন্দ্রের কিরণ যদি শীতল হইবে তবে তাহার হিমগর্ভ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ হয় কেন? এবং কুসুম যদি তোমার শর হইবে তবে তাহা বজ্রতুল্য হয় কেন? পৃ ৪৩

হে মকরকেতন! তুমি আমাকে যেমন দিবানিশি নির্দ্দয়রূপ যন্ত্রণা দিতেছ, সেইরূপ যদি সেই মদিরায়ত নয়নাকেও পীড়া দিতে, তাহা হইলে আমার এই যন্ত্রণাভোগ সুখের হইত। পৃ ৪৩

হে অনঙ্গ! আমিই তোমাকে শতশত বৃথা সঙ্কল্প দ্বারা বৃদ্ধি করিয়াছি, এখন আকর্ণ সন্ধানে আমার প্রতিই তোমার বাণ বর্ষণ করা কি উচিত? পৃ ৪৩। ৪

যে সকল পুষ্প তিনি চয়ন করিতে করিতে গমন করিয়াছেন, তাহাদের বন্ধনকোষ এখনও সম্মিলিত হয় নাই এবং যে সকল কিসলয় তিনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখনও দুগ্ধের ন্যায় তরল আটা নির্গত হইতেছে। পৃ ৪৪

হে পবন! তুমি অরবিন্দ-সুরভি এবং মালিনীতরঙ্গকণাবাহী, তুমি আমার অনঙ্গতপ্ত শরীরে সদয়ে আলিঙ্গন করিবার যোগ্য হইয়াছ। পৃ ৪৪

এই বেতস মণ্ডপের পাণ্ডুবর্ণ বালুকাময় দ্বারে অভিনব পদচিহ্ন দেখিতেছি, তাহাদের পুরোভাগ জঘনগৌরব হেতুক উন্নত, পশ্চাৎ অবনত। পৃ ৪৫

ইহাঁর স্তনোপরি উশীরের প্রলেপ রহিয়াছে, হস্তে এক গাছি মৃণাল বলয় আছে, তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, গাত্রদাহে প্রিয়া নিতান্ত কাতরা তথাপি শরীর রমণীয়া। কামসন্তাপ ও নিদাঘ সন্তাপ এ উভয়ই সমান বটে কিন্তু নিদাঘসন্তাপে পীড়িত হইলে যুবতীগণ এরূপ চারুদর্শন হয় না। পৃ ৪৫। ৬

চন্দ্রকিরণ সদৃশ প্রভাশালী এই মৃণাল বলয় ইহার গাত্রদাহ হেতু ম্লান ও শ্যামবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাও তাঁহার দুঃসহ সন্তাপ প্রকাশ করিতেছে। পৃ ৪৬

মুখমণ্ডল ও কপোল দেশ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, কুচদ্বয়ের আর তাদৃশ কাঠিন্য ভাব নাই, মধ্যদেশ অতিশয় ক্ষীণ, অংসদ্বয় শিথিল এবং বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে। কামপীড়ায় ইনি পীড়িত হইয়া বাতাহত শুষ্কপত্র মাধবীলতার ন্যায় শোচনীয়া অথচ প্রিয়দর্শনা হইয়াছেন। পৃ ৪৭

যখন সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী সখীরা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে তখন যে তিনি আপন মনঃপীড়ার কারণ বলিবেন না এমত নহে,—আর তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিয়াছিলেন—তথাপি আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিতে ব্যগ্র হইতেছে। পৃ ৪৭

মদন আমার সন্তাপের হেতু হইয়াছিলেন, তিনিই আবার আমার সন্তাপ হারক হইলেন, যেমন বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলী পরিবৃত তমসাচ্ছন্ন দিনকাল, অগ্রে জীবলোকের সন্তাপহেতু হইয়া পরে তাপ নির্ব্বাপক হন। পৃ ৪৮

প্রতিনিশিতেই আমি করে কপোল বিন্যাস করিয়া এই কমনীয় কান্তির ধ্যান করি, তাহাতে উষ্ণ অশ্রুজল নিঃসৃত হইয়া আমার কনক বলয়কে বিবর্ণ করে। এমন যে জ্যাঘাতাঙ্কিত হস্ত তাহাও কৃশ

হইয়া পড়িয়াছে, সে হেতু পতনোন্মুখ কনক বলয়কে পুনঃ পুনঃ উঠাইয়া দিতে হইতেছে। পৃ ৪৯

হে ভীরু! তুমি যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, তিনি এই তোমার সঙ্গমোৎসুক হইয়া এস্থানেই উপস্থিত আছেন। যাচক লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হউক বা না হউক, লক্ষ্মী যাচককে পাইবেন না কেন? অথবা হে করভোরু! তোমার আশঙ্কা নিষ্ফল, কারণ রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে। পৃ ৫০

ভ্রূলতা উন্নত করিয়া প্রিয়া পদ রচনা করিতেছেন, পুলকাঞ্চিত কপোলের দ্বারা তিনি আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। পৃ ৫০

তোমার হৃদয় আমি জানি না কিন্তু তোমাতে তদ্গতপ্রাণা আমি, আমার অঙ্গে মদন দিবা রাত্রি সন্তাপ দিতেছেন। পৃ ৫১

হে তনুগাত্রি! মদন তোমাকে কেবল তাপ দিতেছেন কিন্তু তিনি আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছেন, দিবসকাল শশাঙ্ককে যে রূপ গ্লানিযুক্ত করে, কুমুদ্বতীকে সেরূপ করে না। পৃ ৫১

তোমার গাত্রে শয্যার কুসুম লীন হইয়া রহিয়াছে, মৃণাল বলয় বিমর্দ্দিত হইয়াছে; তোমার এ শরীর গুরুতর সন্তাপযুক্ত, অতএব এখন শিষ্টাচার রক্ষা করিবার যোগ্য নহে। পৃ ৫১

হে হৃদয়সন্নিহিতে! হে মদিরেক্ষণে! তুমি যদি আমার হৃদয়কে অন্যাসক্ত বিবেচনা কর, তাহা হইলে একে আমি মদন বাণে আহত আছি, তাহার উপর আবার নিহত হইব। পৃ ৫২

আমার বহু পরিগ্রহ হইলেও আমার কুলের এই দুইটি প্রতিষ্ঠা স্বরূপ হইবেক, সমুদ্ররসনা-পৃথিবী, আর তোমাদের দুই জনের এই প্রিয়সখী। পৃ ৫৩

হে রম্ভোরু! তোমার অপরাধ আমি তবে ক্ষমা করিতে পারি, যদি তবাঙ্গশুদ্ধ এবং শ্রান্তিহর এই কুসুম শয্যাতে আমাকে আত্মীয় ভাবিয়া স্থান দান কর। পৃ ৫৩

নলিনী দলের ব্যজন শ্রান্তিহর শীতল জলকণাতে আর্দ্র করিয়া, কি তোমাকে বাতাস করিব? অথবা হে করভোরু! তোমার রক্তপদ্ম

সদৃশ চরণ যুগল আমার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, যাহাতে সুস্থ হও, এমত ভাবে কি সংবাহন করিব ?। পৃ ৫৪

এই কুসুম শয্যা ছাড়িয়া ও এই নলিনীদল বিরচিত স্তনাবরণ ত্যাগ করিয়া তুমি পীড়িত গাত্রে রৌদ্রের তাপে কেমন করিয়া গমন করিবে ? পৃ ৫৫

কুমারীরা বিলক্ষণ ঔৎসুক্য হইলেও দয়িতের প্রার্থনা সাধনে প্রতিকূল হয়, সঙ্গমসুখ প্রার্থনা করে অথচ অঙ্গদানে কাতরা হয়। মদন তাহাদের অন্তরস্থ হইয়াও তাহাদিগকে পীড়া দিতে অক্ষম হয় বরং তাহারাই কালক্ষেপে মদনকে বাধা দেয়। পৃ ৫৫

শুনিয়াছি বহু মুনিকন্যা গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পিতৃজনেরা অনুমোদন করিয়াছেন। পৃ ৫৬

তুমি দূরে গমন করিতেছ বটে কিন্তু আমার হৃদয় হইতে তুমি দূরে যাইতেছ না, যেমন দিবাবসানে বনস্পতির ছায়া দূরে যাইলেও মূল ছাড়া হয় না। পৃ ৫৬

যাহার শরীর এমন কোমল যে অনির্দ্দয়ে উপভোগ করিতেও আশঙ্কা হয়, তাহার চিত্ত এমন কঠিন হইল কেন ? প্রিয়ে ! তুমি কি শিরীষ কুসুমের অনুকরণ করিলে, যাহার অবয়ব কোমল কিন্তু বৃন্ত অতি কঠিন ? পৃ ৫৭

তাহার মণিবন্ধ-বিগলিত এই উশীরপরিমলবাহী মৃণালবলয় আমার সম্মুখে থাকিয়া আমার হৃদয়ের নিগড় তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। পৃ ৫৭

প্রিয়ে ! তোমার এই লীলাভরণ, সে তোমার লোভনীয় ভুজলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে থাকিয়া এই দুঃখিত জনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে তথাচ সে অচেতন কিন্তু তুমি সচেতন হইয়া তাহা করিলে না। পৃ ৫৭।৮

চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বারি প্রার্থনা করিল, অমনি নবমেঘ উদয় হইয়া তাহার মুখে জলধারা বর্ষণ করিল। পৃ ৫৮

হরকোপ অগ্নিতে কামরূপ তরু ভস্মাবশেষ হইয়াছিল, দেবতারা

কি তাহাতে অমৃত বর্ষণ করাতে তাহার এইটি অঙ্কুর স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে? অন্যথা ইহা এমন হৃদয় স্নিগ্ধকর হইবে কেন? পৃ ৫৯

প্রিয়ে! নব নিশাকর বুঝি বিশেষ শোভা পাইবার ইচ্ছায়, আকাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মৃণাল রূপে তোমার কমনীয় কর বেষ্টন করিয়া তাহার উভয় কোটি আশ্রয় করিয়াছে। পৃ ৫৯

আমাকে পিপাসু বুঝিয়া প্রিয়ার এই অপরিক্ষত কোমল অধর, চারু রূপে স্ফুরিত হইয়া আমাকে তাহার অধরামৃত পান করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছে। পৃ ৬০

তোমার যে সুরভিমুখ আমি আঘ্রাণ করিয়াছি তাহাই উপকার পক্ষে বিবেচনা করি, মধুকর কমলের আঘ্রাণ পাইবামাত্রেই পরিতুষ্ট হয়। পৃ ৬০

হায়! প্রিয়া যখন অঙ্গুলি দ্বারা অধরৌষ্ঠ আবৃত করিয়াছিলেন, নিষেধ করিতে করিতে লজ্জা ব্যাকুলতার সহিত মুখ ফিরাইয়াছিলেন, আহা! সে কি মনোহর ভাব, তখনও আমি সেই পক্ষ্মলাক্ষীর মুখ উন্নত করিয়া চুম্বন করিতে পারি নাই। পৃ ৬২

এই সেই তাঁহার শরীরলুলিতা পুষ্পময়ী শয্যা, শিলাতলে বিস্তৃত রহিয়াছে, এই সেই তাঁহার নখলিখিত কমনীয় মন্মথ পত্র, নলিনীপত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে, এই সেই তাঁহার হস্তবিগলিত মৃণাল বলয়, ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, আহা! এই সকল দর্শন করিয়া প্রিয়া-পরিভুক্ত এই বেতস গৃহ হইতে, অধুনা শূন্যা হইলেও, সহসা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছি না। পৃ ৬২

যদি আমি পুনর্ব্বার প্রিয়াকে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আর কখনই বৃথা কালক্ষেপ করিব না, কারণ অভিলষিত বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। আমার এই মূঢ় হৃদয় এখন ক্লিষ্ট হইয়া বিঘ্ন গণনা করিতেছে, কিন্তু তখন প্রিয়ার সম্মুখে কেন এরূপ কাতর হয় নাই। পৃ ৬২

সায়ংকালীন সবন কর্ম্ম আরব্ধ হইবা মাত্র, হুতাশন বিশিষ্ট বেদীর চতুষ্পার্শ্বে সন্ধ্যামেঘ সদৃশ কপিশবর্ণ নিশাচরগণ নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া বিচরণ করিতেছে। পৃ ৬৩

## চতুর্থ অঙ্ক।

তুই যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথিকে অবমাননা করিলি, তাহাকে বিশেষ রূপ স্মরণ করিয়া দিলেও, সে তোকে স্মরণ করিবেক না। পৃ ৬৫

ওদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে গমন করিতেছেন, এদিকে সূর্য্য অরুণকে অগ্রে করিয়া প্রকাশমান হইতেছেন, আহা! এই তেজোদ্বয়ের যুগপৎ একের উন্নতি অপরের অবনতি দ্বারা যেন বলিয়া দিতেছে, যে সকল লোকই দশার অধীন। পৃ ৬৭

সুধাকর দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইলেন, কুমুদ্বতী ম্লান হইয়া পড়িলেন—তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই।—আহা! যে অবলারা সর্ব্বদাই পতিবিরহ সহ্য করে তাহাদের কতই কষ্ট। পৃ ৬৭

সন্ধ্যারাগ সদৃশ কর্কন্ধুর উপর নিশার তুষার পড়িয়া রঞ্জিত করিয়াছে, ময়ূর সকল বীতনিদ্র হইয়া কুশাচ্ছাদিত কুটীরপটল পরিত্যাগ করিতেছে, হরিণগণ খুর কুট্টিত বেদিপ্রান্ত হইতে উঠিয়া নিজ নিজ অঙ্গ আয়ত করিবার মানসে পশ্চাদ্ভাগ উন্নত করিতেছে। পৃ ৬৮

যে চন্দ্র, ভূধরশ্রেষ্ঠ সুমেরুর শিখরে পদার্পণ করিয়া, অন্ধকার বিনষ্ট করত, বিষ্ণুর মধ্যধাম আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন সেই চন্দ্র অল্পজ্যোতি হইয়া গগণ হইতে পতিত হইতেছেন। আহা! অতিরিক্ত ক্রম হইলে মহতেরও পতন হয়। পৃ ৬৮

হে ব্রহ্মন্! শমীবৃক্ষ যেমন ভুবনের হিতার্থ নিজ গর্ভে অগ্নিধারণ করে, সেইরূপ তোমার কন্যাও স্বীয়গর্ভে মহারাজ দুষ্মন্তের তেজধারণ করিতেছেন। পৃ ৭০

কোন তরু ইন্দুসদৃশ পাণ্ডুবর্ণ মাঙ্গলিক পট্টবস্ত্র, কোন তরু চরণ শোভাকর লাক্ষারস, কোন তরু (বনদেবতারা) কিসলয় সদৃশ কোমল হস্ত নির্গত করিয়া অলঙ্কার প্রদান করিলেন। পৃ ৭২

অদ্য শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন এহেতু আমার হৃদয় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, বাষ্পবারিতে নয়ন অনবরত পরিপূর্ণ

হইতেছে, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া বাক্ নিঃসৃত হইতেছে না,—জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি।—আমি অরণ্যবাসী, স্নেহ বশতঃ আমারও ঈদৃশ বিকলতা উপস্থিত হইয়াছে, না জানি গৃহীরা কন্যার নববিচ্ছেদে কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। পৃ ৭৩

শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির প্রিয়তমা ছিলেন তুমিও সেইরূপ পতির প্রণয়িণী হও, এবং শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পুরুরাজ তুল্য তুমিও একটি সম্রাট পুত্রলাভ কর। পৃ৭৪

যে ভগবান্ অগ্নি এই বেদীর সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, যাঁহার প্রান্তদেশে দর্ভসকল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, সেই যজ্ঞবহ্নি হব্যগন্ধদ্বারা তোমার পাপ সকল নষ্ট করিয়া তোমাকে পবিত্র করুন। পৃ ৭৪

যিনি তোমাদের মূলে জলসেচন না করিয়া অগ্রে জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহপ্রযুক্ত তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না, সেই শকুন্তলা অদ্য স্বামিসদনে যাইবেন তোমরা সকলে অনুমতি প্রদান কর। পৃ ৭৫

ইহাঁর গমনের পথ নলিনীপত্রবিশিষ্ট হরিৎবর্ণ সরোবর দ্বারা রমনীয় হউক, ছায়াপ্রধান তরুসকলের দ্বারা মরীচিতাপ নিবারিত হউক, পথের ধূলি সকল পদ্মের রেণুসদৃশ কোমল হউক, পবন শান্ত ও অনুকূল হউক, পথ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল দায়ক হউক। পৃ ৭৫। ৬

একত্র সহবাস হেতু বন্ধুসম বৃক্ষেরা, কোকিলের প্রতিভাষে শকুন্তলার গমনে অনুমতি প্রদান করিতেছেন। পৃ ৭৬

ঐ দেখ, মৃগীরা কুশগ্রাস উদ্গীরণ কর্‌চে, ময়ূরীরা নৃত্য পরিত্যাগ কর্‌চে, এবং বনলতা সকল ম্লানভাবে জীর্ণ পত্র নিক্ষেপ কর্‌চে। পৃ ৭৬

তুমি আমার চির অভিমত আত্ম সদৃশ ভর্ত্তা আপনার গুণেই লাভ করিয়াছ, তোমার নিমিত্ত আমি বিচিন্ত হইয়াছি, এই ক্ষণে এই নব মল্লিকাকে এই সহকারের সহিত মিলাইয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। পৃ ৭৭

যাহার মুখে কুশ সূচি বিদ্ধ হইলে ব্রণ শুকাইবার জন্য তুমি ইঙ্গুদী তৈল দান করিতে, যাহাকে সর্ব্বদা এক এক মুষ্টি শ্যামাক প্রদান করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে, সেই তব কৃতকপুত্র মৃগশিশু তোমার গমনের পথ রোধ করিতেছে। পৃ ৭৮

অনবরত অশ্রুধারা পতিত হওয়ায় তোমার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, অতএব অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া পথ দেখিয়া চল, ভূমিভাগ স্থানে স্থানে উচ্চ নীচ, না দেখিয়া পদনিক্ষেপ করাতে পদস্খলিত হইতেছে। পৃ ৭৮

চক্রবাক পদ্মপত্রের অন্তরাল হ'তে আপন প্রিয়াকে মুহুর্মুহু ডাকচে কিন্তু চক্রবাকী তাতে কোন উত্তর দিচ্চে না, কেবল মৃণাল মুখে করে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েচে। পৃ ৭৯

আমরা তপস্বী, সংযমই আমাদের ধন, তোমার অতি উচ্চকুল, আর তোমার প্রতি ইহাঁর অবান্ধব কৃত স্নেহ প্রবৃত্তি, এই সকল উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া, তুমি ইহার প্রতি পত্নীসাধারণ দৃষ্টি রাখিবে, তাহার পর তাহার ভাগ্যাধীন যে সকল বিষয়, তাহা কন্যার বন্ধুজনের আশার অতীত বলিয়া দিবার নহে। পৃ ৭৯

তুমি সর্ব্বদা গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, স্বামী অন্যায় পূর্ব্বক রোষ প্রকাশ করিলেও কদাচ তাহার প্রতিকূল আচরণ করিবে না, পরিজনদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিবে এবং বিলাসে কদাচ লালসা করিবে না, নববধূরা এইরূপ আচরণ করিলে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অন্যথা তাহারা বন্ধুবর্গের দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। পৃ ৮০

তুমি মহাকুলীন ভর্ত্তার শ্লাঘনীয় গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্পত্তি বহুল নানা কার্য্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিবে, পরে পূর্ব্বদিক যেমন প্রভাকরকে প্রসব করিয়া প্রসন্ন হয়, তুমিও তাদৃশ প্রভাবশালী পবিত্র তনয় প্রসব করিয়া আমার বিচ্ছেদ জনিত শোক বিস্মৃত হইবে। পৃ ৮১

তুমি দিগন্তব্যাপিধরিত্রীর একাধিপতি মহারাজ দুষ্মন্তের মহিষী হইয়া, তাঁহার ঔরসে অপ্রতিহতপ্রভাব তনয় প্রসব করিবে, এবং সেই তনয়ের

প্রতি সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তুমি স্বামীর সহিত পুনর্ব্বার এই শান্তিরসাস্পদ তপোবনে আসিবে। পৃ ৮১।২

বৎসে! কুটীরের দ্বারে গিয়া যখন তোমার স্বহস্ত রোপিত নীবারাবলি বিলোকন করিব, তখন আমার শোক কিরূপে যাইবে বল? পৃ ৮২

কন্যা সন্তান পরেরই সামগ্রী, পরের ধন আমার নিকট এতদিন গচ্ছিত ছিল, এখন যাহার ধন তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পৃ ৮৩

## পঞ্চম অঙ্ক।

আচার বলিয়া যে বেত্র যষ্টিকে আমি রাজঅন্তঃপুরে ধারণ করিয়াছি, এখন বার্দ্ধক্য বশতঃ গমনাগমনে অসমর্থ হওয়ায়, সেই যষ্টি আমার চলিবার অবলম্বন হইয়াছে। পৃ ৮৪

বৃদ্ধ ব্যক্তির মতি কি অবস্থাই প্রাপ্ত হয়! দীপশিখা নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার নিষ্প্রভ একবার উজ্জ্বল হয়, সেই রূপ বৃদ্ধ ব্যক্তির অন্তঃকরণেও ক্ষণেকে জ্ঞানোদয় ক্ষণেকে অজ্ঞান উপস্থিত হয়। পৃ ৮৪

মহারাজ সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে পালন করিয়া শান্তমনে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন দ্বিপেন্দ্র বহুক্ষণ হস্তিযূথ চরাইয়া প্রখর রবির করে পরিতপ্ত হইয়া শীতল পর্ব্বত গুহায় বিশ্রাম করিতেছেন। পৃ ৮৪।৫

ভানু একবার মাত্র অশ্বদিগকে যে রথে যোজনা করিয়াছেন আর তাঁহার বিরাম নাই, গন্ধবহ রাত্রিদিন সঞ্চালন করিতেছেন, অনন্ত নিরন্তর পৃথিবীর ভার ধারণ করিয়া আছেন, প্রজাদিগের ষষ্ঠাংশ বৃত্তি-গ্রাহী রাজাদিগেরও ত সেই রূপ ধর্ম্ম? পৃ ৮৫

রাজ্যলাভ করিলে লোভের নিমিত্ত যে ঔৎসুক্য থাকে তাহাই নিবারিত হয়, লব্ধরাজ্যের পরিপালনে দুঃখ যাদৃশ, সুখ তাদৃশ নহে, স্বহস্তে বৃহৎ ছত্র ধারণ করিলে যে পরিমাণে ছায়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রম তদপেক্ষা অধিক। পৃ ৮৫

আপনি স্বসুখে নিরভিলাষী, লোকদিগের মঙ্গলার্থ নিরন্তর

ক্লেশ অনুভব করেন, অথবা বিধাতা আপনার ন্যায় মহাপুরুষদিগকে সেই উদ্দেশেই সৃষ্টি করিয়াছেন; যেমন তরুগণ আপন আপন মস্তকে দিনকরের তীব্রকর ধারণ করিয়া শীতল ছায়া দানে আশ্রিতদিগের তাপ নিবারণ করে। পৃ ৮৫।৬

আপনি বিধিমত শাসন করিয়া কুপথগামী ব্যক্তিদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, প্রজাদিগের হিতার্থে পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছেন, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং প্রজাগণের অসীম বন্ধু কার্য্য অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। পৃ ৮৬

ওহে মধুকর! তুমি অভিনব মধু লোভে, আম্র মঞ্জরীতে সেরূপ অনুরাগ প্রকাশ ক'রে, এখন কমল মধু পান করিবা মাত্র কি তাহাকে একেবারে ভুলে গেলে? পৃ ৮৭

জীব সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইলেও রমণীয় বস্তু দর্শনে কিম্বা সুমধুর শব্দ শ্রবণে, যে অকস্মাৎ পর্য্যাকুলহৃদয় হয় সে কেবল জন্মান্তরের সৌহৃদ্য অব্যক্ত রূপে তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। ৮৭

সত্যব্রত মুনিদের কি কেহ অকারণ তপস্যা বিঘ্ন করিয়াছে? কি কোন দুরাত্মা বন্য প্রাণিদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে? অথবা কি কোন দুর্ব্বৃত্ত হতভাগ্য ফল মূল নষ্ট করিয়া তপোবনের তরুলতাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। পৃ ৮৮।৯

মহাভাগ্যবান্ এই নরপতি সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, এস্থানে অতি নীচ বর্ণের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট ব্যক্তিও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, তথাপি আমরা চিরকাল নির্জ্জনে বাস করি বলিয়া এই জনাকীর্ণ গৃহকে যেন অগ্নিতুল্য তেজোময় বোধ হইতেছে। পৃ ৮৯

যেমন স্নানোত্থিত ব্যক্তি তৈলাক্ত ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা করে, শুচি অশুচিকে অবজ্ঞা করে, জাগ্রত নিদ্রিতকে তাচ্ছিল্য করে, এবং স্বাধীন পরাধীনকে হেয়জ্ঞান করে, সেইরূপ সাংসারিক সুখাসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি আমারও অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইতেছে। পৃ ৮৯।৯০

তরুগণ ফলভরে নম্রভাব অবলম্বন করে, নবজলধর জল ভরে স্থির-ভাব গ্রহণ করে, সৎপুরুষেরা সমৃদ্ধিশালী হইলে উদ্ধত স্বভাব হয়েন না।—পরোপকারীদিগের এইরূপই স্বভাব। পৃ ৯০

অহো! এই অবগুণ্ঠনবতী অপরিস্ফুটলাবণ্যময়ী এ কামিনী কে? পাণ্ডুপত্রানুরূপ তপোধনদিগের মধ্যে যেন নবীন কিশলয়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। পৃ ৯০

আপনি ধার্ম্মিকদিগের রক্ষাকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে ধর্ম্ম কার্য্যের বিঘ্ন কেন হইবে? সূর্য্যদেব উদিত থাকিতে অন্ধকারের আবির্ভাব হইবে কেন? পৃ ৯১

পূজনীয়দিগের মধ্যে আপনি যেমন প্রধান, মূর্ত্তিমতী শকুন্তলাও সেইরূপ সুশীলা, অতএব সমান গুণসম্পন্ন বর বধূ পরস্পর মিলন করাইয়া প্রজাপতি কোন অংশেই নিন্দার কার্য্য করেন নাই। পৃ ৯২

শকুন্তলা গুরুজনের অপেক্ষা করেন নি, তুমিও বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা কর নি, তোমরা দু'জনে মিলে যা' করেছ, তা'তে অন্যের কথা ক'বার কি আছে। পৃ ৯২

সতী স্ত্রী অত্যন্ত সুশীলা হইলেও চির দিন পিত্রালয়ে বাস করিবে না, করিলে লোকে তাহাকে নিন্দাবাদ করে, একারণ যদি সে পতির অপ্রিয়ও হয় তথাপি পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলে লইয়া যাইতে চাহে। পৃ ৯৩

স্বয়ং উপস্থিতা এই মনোবিমোহিনীকে আমি বিবাহ করিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না, অতএব কেমন করিয়া তাহাকে গ্রহণ করি, ভ্রমর যেমন নিশান্তে তুষার সংযুক্ত কুন্দকুসুম ভোগ করিতেও পারে না, পরিত্যাগ করিতেও পারে না, সেইরূপ আমারও অবস্থা ঘটিয়াছে। পৃ ৯৩।৪

তুমি মুনির অগোচরে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে, তথাপি তিনি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। চোরের ন্যায় তুমি যে ধন চুরি করিয়াছ, তিনি সেই ধন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমাকে দান করিতেছেন, অতএব গ্রহণ কর, মুনির অপমান করিও না। পৃ ৯৪

কুলভাঙ্গী নদী যেমন আপন প্রবাহকে আবিল ও তীরতরুকে পাতিত করে, সেইরূপ তুমিও আমার নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক দিতে ও আমাকে পতিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। পৃ৯৫

অজ্ঞান ইতর প্রাণিদিগের স্ত্রীজাতির মধ্যেও এইরূপ স্বভাব শিক্ষিত চাতুরী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের জ্ঞান আছে তাহাদের কথা কি কহিব, দেখ কোকিলেরা স্বীয় শাবকদিগকে, যাবৎ তাহাদের উড়িবার ক্ষমতা না হয়, তাবৎ, অন্য পক্ষিদ্বারা প্রতিপালন করিয়া লয়, তাহা তাহাদিগকে কে শিখাইয়া দেয়। পৃ ৯৬

ইহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে কিন্তু কটাক্ষ দৃষ্টি নাই, বাক্যগুলি অতি কঠোর—প্রতারণার অভিলাষ থাকিলে এরূপ কটূক্তি করিত না,—সমস্ত বিম্বাধর শীতার্ত্তের ন্যায় কম্পিত হইতেছে এবং ভ্রূদ্বয় এত কুটিল হইয়াছে যে বোধ হয়, যেন তাহা একেবারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে। পৃ ৯৭

নির্জ্জনকৃত প্রণয় বৃত্তান্তে আমি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছি ও বলবৎ রূপে তাহা অস্বীকার করিতেছি এই বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে ইনি আপন নেত্রযুগল নিরতিশয় রক্তবর্ণ ও ভ্রূদ্বয় কুটিল করিয়াছেন, যেন ক্রোধে স্মরের শরাসনই বা ভগ্ন করেন। পৃ ৯৭

তোমরাই প্রমাণ, তোমরাই লোকের ধর্ম্মস্থিতি জান, লজ্জার বশীভূত মহিলারা তা' কি করে জানবে। পৃ ৯৭

এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা না করিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। অজ্ঞাত কুলশীলের সহিত প্রণয় করিলে সেই প্রণয় অবশেষে শত্রুতা হইয়া উঠে। পৃ ৯৮

যিনি আজন্ম শঠতা কাহাকে বলে জানেন না, তাহার কথা অপ্রমাণ হইল, আর যাহারা প্রতারণা বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে, তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবে। পৃ ৯৮

ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, পত্নীর উপর স্বামীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। পৃ ৯৮

রাজা যেরূপ বলিতেছেন যদি তুমি সেইরূপ হও, তাহা হইলে তোমার কুলে আর কি প্রয়োজন? আর যদি তুমি আপনাকে শুচি, পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পৃ ৯৯

শশাঙ্ক কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন, দিবাকর পঙ্কজিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বীয় নারী ভিন্ন পরকীয় নারী স্পর্শ করিতে পরাঙ্মুখ হন। পৃ ১০০

আমিই বা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি অথবা ইনিই মিথ্যা বলিতেছেন, এরূপ সন্দেহ স্থলে আমি দার পরিত্যাগ করি, কি পরস্ত্রী স্পর্শে পাতকী হই, এ দুয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ, আপনিই বলুন। পৃ ১০০

সেই বালা স্বামী ভাগ্য নিন্দা করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পৃ ১০০

স্ত্রীদেহাকৃতি একটি জ্যোতিঃ অপ্সরাতীর্থের নিকট আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃ ১০১

প্রত্যাখ্যাতা মুনিতনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলাম, কি না, স্মরণ হয় না, কিন্তু আমার হৃদয় যেরূপ ব্যকুল হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছি পক্ষে কতক বিশ্বাস হয়। পৃ ১০২

## অঙ্কাবতার।

য়ার য়া জাৎব্যবসা তা' নিন্দের হ'লেও ছেড়ে দেবার নয়, পশু মারা দারুণ কম্ম হলেও, দয়াল ছিরিত্তির বামুনেরা জোগ্‌গিতে পশু মারবেনই মারবেন। পৃ ১০৪

## ষষ্ঠ অঙ্ক।

ঈষৎ তাম্র ও হরিৎ বর্ণ বৃন্তে সংলগ্ন আম্রমুকুল সকল, ইহারা বসন্ত কালের প্রাণের স্বরূপ, আহা! কি আনন্দ দায়ক,—ইহাদিগের যথোচিত সম্মান করা আমার উচিত। পৃ ১০৮

হে চূতাঙ্কুর! আমি তোমাকে ধনুর্দ্ধারী কামদেবের চরণে সমর্পণ

কর্‌ছি, তুমি এখন তাঁর পঞ্চম শর হয়ে তাঁর নামের সার্থকতা কর। জগতের যুবক যুবতী তোমার লক্ষ্য হ'ক। ১০৯

আম্রের মুকুলসকল অনেক দিন নির্গত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের রজবন্ধ হইতেছে না, কুরুবক সকল পুষ্ট হইয়াও সেই কোরক অবস্থা-তেই রহিয়াছে, শিশির কাল গত হইয়াছে তথাপি পুংস্কোকিল দিগের ধ্বনি কণ্ঠদেশে অস্ফুরিত ভাবে রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় কন্দর্পও চকিত হইয়া বাণ অর্দ্ধ সন্ধান করতঃ তাহা পুনর্ব্বার তূনীর মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। ১০৯

এখন মহারাজ রম্যবস্তু দেখিলে বিরক্ত হয়েন, পূর্ব্বের মত সচিব-দিগের সহিত প্রতিদিন আর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন না, শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেন। অন্তঃপুরিকাগণ আসিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দাক্ষিণ্য প্রযুক্ত উচিত উত্তর দিতে গিয়া তিনি অগ্রেই শকুন্তলে! বলিয়া সম্বোধন করিয়া বসেন, শেষে লজ্জায় অধোবদন হন। পৃ ১১০

তিনি অঙ্গের আভরণ সকল নিষেধ করিয়াছেন কেবল বামপ্রকোষ্ঠে এক গাছি সুবর্ণ বলয় আছে, তাহাও কৃশতা প্রযুক্ত শিথিল হইয়া পঁড়ি-য়াছে। সন্তাপযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধর রক্ত বর্ণ হইয়াছে এবং চিন্তার জাগরণে নেত্রদ্বয় তাম্র বর্ণ হইয়াছে তথাপি স্বীয় অসামান্য প্রভাব হেতুক, ক্ষীণ হইলেও শাণিত মণির ন্যায়, তাঁহার শরীরের উজ্জ্বল কান্তিই লক্ষিত হইতেছে, ক্ষীণতা লক্ষ্য হইতেছে না। পৃ ১১১

হায়! যখন কুরঙ্গনয়না প্রিয়তমা আমাকে স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন আমার হত হৃদয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, এখন অনুতাপ ভোগ করিবার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে। পৃ ১১২

যে অজ্ঞানতিমির মুনিসুতার প্রণয় বৃত্তান্তের স্মৃতি রোধ করিয়াছিল, তাহা যেমন আমার মন হইতে মুক্ত হইয়াছে, অমনি মনসিজ আমাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ধনুকে চূতাঙ্কুর-শর যোজনা করিয়াছেন। পৃ ১১৩

অঙ্গুলীয় মুদ্রা দর্শন করিয়া আমার যেমন স্মরণ হইয়াছে যে প্রিয়ত-মাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি ও দুঃখে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ

করিয়াছি, অমনি সুরভি বসন্তকাল কোথা হইতে উপস্থিত হইয়াছে। পৃ ১১৩

আমার নিকট হইতে প্রিয়া নিরাকৃত হইয়া যখন স্বীয় স্বজন দিগের অনুগমন করিতেছিলেন তখন গুরুতুল্য গুরুশিষ্য তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে "থাক" বলিয়া নিবারণ করিল, হায়! তখনও তিনি, নির্দ্দয়হৃদয় আমার প্রতি বারবার বাষ্প-কলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। ওহ! তাঁহার সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া বিষযুক্ত শল্যেতে যেন আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। পৃ ১১৫

শকুন্তলার সহিত আমার সমাগম কি স্বপ্ন? কি ইন্দ্রজালই বা হইবে? কি মতিভ্রম? কি জন্মান্তরীয় পুণ্যরাশি ছিল তাহারই বা তাবৎ মাত্র ফল? যাহা হউক, তখন সেই পুণ্যের ক্ষয় হেতু আমার উচ্চশিখররোহিণী আশা, এককালে নিম্ন ভূমিতে পতিত হইয়াছে, আর তাহার পুনরুত্থান হইবে এমন বোধ হয় না। পৃ ১১৬

রে অঙ্গুরীয়! তোর সুকৃতি অতি অল্প তাহা অল্পকাল ভোগ্য ফলের দ্বারা জানা যাইতেছে, নতুবা তুই তাহার সেই অরুণ বর্ণ মনোহর নখযুক্ত করাঙ্গুলিতে স্থান পাইয়া কেন পুনর্ব্বার জলে ভ্রষ্ট হইবি।? পৃ ১১৭

তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে, গণনা যে দিন শেষ হইবে সেই দিন আমার অন্তঃপুরবাসী লোক আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবে। পৃ ১১৮

অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার সেই কোমল করাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া, তুই কি কারণে জলে নিমগ্ন হইয়াছিলি? অথবা অচেতন ব্যক্তি গুণগ্রহণে সমর্থ নহে, নচেৎ আমিই বা কেন প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিব। পৃ ১১৮

আহা! তাহার কি নয়ন যুগল, অপাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কি ভ্রূলতা, লীলা হেতুক ঈষৎ কুঞ্চিত, কি সহাস্য বদন, দন্তপংক্তির মধ্যে বিকীর্ণ হাস্য কিরণে যেন জ্যোৎস্নার প্রকাশ, কি পাটলবর্ণ ওষ্ঠাধর, পক্ক বদরীর ন্যায় রক্তিমা, প্রিয়ে! তুমি চিত্রে লিখিত কিন্তু বিভ্রম বিলাসাদি হেতু বোধ হইতেছে যেন তুমি আমার সহিত কিছু কথা কহিবে। পৃ. ১১৯

যাহা যাহা চিত্রে লিখিলে অবিকল হয় না, তাহা চিত্রকরেরা অন্য প্রকারে চিত্রিত করিয়া থাকেন, আমি সেরূপ করিলেও তাঁহার রূপলাবণ্য কিঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পৃ ১২০

চিত্রফলক সমতল কিন্তু চিত্র কর্ম্মের গুণে স্তনদ্বয় উন্নত, নাভি নিম্ন, ত্রিবলি উচ্চনীচ বোধ হয়, এবং রঙ্গতৈল প্রদান করাতে সর্ব্বাঙ্গে মাধুরী ও কোমলতা দীপ্তি পাইতেছে। প্রিয়ে! তুমি আমার দিকে প্রণয় সূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছ, সস্মিত বদনে যেন আমাকে কিছু বলিবে। পৃ ১২০

পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সমাগত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া এখন তাঁহার চিত্রপটকে বহু সমাদর করিতেছি। সখে! সুশীতল-সলিল-পূর্ণা সরোবর পথে পরিত্যাগ করিয়া এখন মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবমান হইতেছি। ১২০

ঘর্ম্মাক্ত অঙ্গুলি স্পর্শে একটি মলিন রেখা চিত্রের প্রান্তে দৃষ্ট হই-তেছে এবং কপোল হইতে অশ্রু বিন্দু পতিত হইয়া এই স্থানের রঙ্ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। পৃ ১২১

স্রোতস্বতী মালিনীর বালুকাময় পুলিনে হংসমিথুনেরা যে রূপে কেলি করিয়াছিল তাহা লিখিব, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চমরী অধিষ্ঠিত হিমালয়ের পবিত্র স্থান লিখিব, এবং শাখায় বল্কললম্বিত তরুগণের মূলদেশে কৃষ্ণসারমৃগী মৃগের শৃঙ্গে আপন বাম নয়ন যেরূপে কণ্ডূয়ন করিয়াছিল তাহাও চিত্রিত করিতে ইচ্ছা আছে। পৃ ১২২

সখে! প্রিয়ার কর্ণে লম্বমান শিরীষ পুষ্পের আভরণ লেখা হয় নাই এবং তাঁহার স্তনদ্বয় মধ্যে শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণ তুল্য রমণীয় শুভ্রকান্তি মৃণাল সূত্রও বিন্যস্ত করা হয় নাই, তাহাও চিত্রিত করিতে হইবে। পৃ ১২২।১২৩

তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত মধুকরী তৃষ্ণাতুর হইয়া কুসুমে বসিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে, সে তোমা ব্যতীত একাকিনী মধুপান করিবেক না। পৃ ১২৩

রতি সময়ে প্রিয়ার নবীন কিসলয় সদৃশ লোভনীয় যে অধর সদয়

ভাবে আমি চুম্বন করিয়াছি, রে ভ্রমর! যদি তুই প্রিয়ার সেই অধর দংশন করিস, তাহা হইলে আমি তোকে কমলের উদর মধ্যে বন্ধন করিব। পৃ ১২৩।১২৪

আমি তন্ময়হৃদয়ে প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন সুখ অনুভব করিতেছিলাম, তুমি এমন সময়ে স্মরণ করিয়া দিয়া প্রিয়াকে পুনর্ব্বার চিত্রলিখিতা করিয়া তুলিলে। পৃ ১২৪

সমস্ত রাত্রি জাগরণ হেতু স্বপ্নেও প্রিয়ার সহিত আমার সমাগম লাভের আশা নাই এবং, সেই অবিশ্রান্ত অশ্রুজল চিত্রলিখিতা প্রিয়াকেও দেখিতে দেয় না। পৃ ১২৫

প্রজাদিগের যে যে প্রিয়বন্ধু বিয়োগ হইবে, দুষ্মন্ত তাহাদিগের সেই সেই ব্যক্তির স্থানীয় হইয়া পাপ ব্যতিরিক্ত কার্য্য করিবেন, তুমি এইরূপ ঘোষণা করিয়া দাও। পৃ ১২৭

কুলস্থিতির একমাত্র কারণ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে আত্মা রোপন করিয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, সময়ে বীজ বপন করিয়া ভবিষ্যতে উপাদেয় ফলদাত্রী বসুন্ধরাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। ওহ! পৃ ১২৮

"ইহার পর আমাদিগের বংশে শ্রুতিসংহিতা অনুসারে কে আর তর্পণ করিবে।"—আমার পিতৃলোক এইরূপ ভাবিয়া, পুত্রহীন আমি তর্পণকালীন যে জল প্রদান করি, তাঁহারা তাহাতে শোকাশ্রু ধৌত করিয়া পান করেন। পৃ ১২৮

হায়! এই পৌরবকুল মূল হইতে পুন্যবান সন্তান পরম্পরায় সমাগত হইয়া সম্প্রতি পুত্রহীন অনার্য্য আমাতে শেষ হইল।—সরস্বতীর পবিত্র স্রোতপরম্পরা যেমন বহুদূরে আসিয়া শেষে সংপ্রজাহীন অনার্য্য দেশে লুপ্ত হইয়াছে, আমারও বংশ সেইরূপ হইবে। ওহ! পৃ ১২৯

একেইত তোমার শরীরে বার্দ্ধক্যের কম্প আছে, সম্প্রতি তাহার উপর আবার বিশেষরূপ কম্প হইতেছে কেন? কম্প্রশীল অশ্বত্থপল্লব যেন বায়ুভরে অধিকতর কাঁপিতেছে। পৃ ১৩১

অতি উচ্চ আরোহণশীল কপোতেরাও, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া যে প্রাসাদের অগ্রভাগে উঠিয়া থাকে, সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে

কোন অদৃশ্য ভূত আসিয়া, আপনার সখাকে নিগ্রহ করিতে করিতে লইয়া গেল। পৃ ১৩১

দিন দিন আপনারই কার্য্যে কত ত্রুটী হইতেছে, তাহাই জানিতে পারি না, প্রজাদের মধ্যে কে কোন্ পথ অবলম্বন করে, তাহা জানিতে কাহার প্রভুত্ব আছে? পৃ ১৩১

এই আমি—নরকণ্ঠশোণিত লোলুপ চেষ্টমান শার্দ্দূল যেমন বন্য পশুকে নষ্টকরে, সেইরূপ তোকে সংহার করিব, তোর ধনুর্ধারী দুষ্মন্ত এখন কোথায়? সে আর্ত্তকে পরিত্রাণ করুক না। পৃ ১৩২

হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ মাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ এই তুই বধ্য, তোকে বধ করিয়া রক্ষণীয় ব্রাহ্মণকে রক্ষা করি। পৃ ১৩২

দেবরাজ-ইন্দ্র অসুরদিগকে আপনার শরের লক্ষ্য করিয়াছেন, অতএব আপনার এই শরাসন সেই উদ্দেশেই আকর্ষণ করুন।—বন্ধুজনের উপর সাধুদিগের প্রসাদ সৌম্য দৃষ্টি পতিত হয়, নিদারুণ শর পতিত হয় না। পৃ ১৩৩

তব সখা শতক্রতু তাঁহার অবধ্য দানবদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন; * সপ্তাশ্ব-রবি রজনীর অন্ধকার নাশ করিতে পারেন না; কিন্তু নিশানাথ চন্দ্র তাহা দূর করিয়া থাকেন। পৃ ১৩৪

ইন্ধনকাষ্ঠকে পরিচালিত না করিলে অগ্নি প্রজ্জলিত হয় না, ভুজঙ্গমকে বিরক্ত না করিলে ফণা উত্তোলন করে না, তেজস্বীরা সংক্ষোভিত না হইলে নিজ নিজ তেজ প্রাপ্ত হয় না। পৃ ১৩৫

তোমার বুদ্ধিই এইক্ষণে প্রজাদিগকে পালন করুক, আমার জ্যাযুক্ত এই ধনুক অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। পৃ ১৩৫

---

* সূর্য্যের সপ্তাশ্বের নাম।

জয়ো, জয়শ্চ, বিজয়ো, জিতপ্রাণো, জিতাশ্রয়ঃ।
মনোজবঃ, তীর্থকরো, বাজিনঃ সপ্তকীর্ত্তিতঃ॥

## সপ্তম অঙ্ক।

আপনি ইন্দ্রের তাদৃশ উপকার করিয়া যেমন লঘু সৎকার মনে করিতেছেন, ইন্দ্রও সেইরূপ স্বকৃত সৎকারকে আপনার উপকারের অযোগ্য জ্ঞান করিয়া কুণ্ঠিত হন।" পৃ ১৩৬

ইন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তী আপন পুত্র জয়ন্তকে মন্দার মাল্যের নিমিত্ত প্রার্থিত বুঝিয়া, ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নিজ বক্ষস্থিত চন্দনচর্চ্চিত সেই মন্দার মাল্য আমার গলে পরাইয়া দিয়াছিলেন। পৃ ১৩৭

সুখপরায়ণ ইন্দ্র পূর্ব্বে পুরুষকেশরী-বিষ্ণুর নতপর্ব্ব নখের দ্বারা, ইদানীং আপনার পরিণত পর্ব্ব শরের দ্বারা, স্বর্গ দানব হইতে মুক্ত হইয়াছেন। পৃ ১৩৭

নিযুক্তেরা যে মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হয়, সে কেবল প্রভুদের প্রভাব মাহাত্ম, সহস্রকিরণ-সূর্য্য অরুণকে অগ্রেসর করেন বলিয়াই অরুণ অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম হন। পৃ ১৩৭

দেবতারা সুরসুন্দরীদিগের অঙ্গরাগের অবশিষ্ট বর্ণ লইয়া, কল্পতরু সমুৎপন্ন বসনে আপনার যশগান লিখিতেছেন। পৃ ১৩৮

গগণের প্রতিষ্ঠা আকাশবাহিনী গঙ্গা যেস্থানে প্রবাহিত হইতেছেন, যে স্থানে সূর্য্যরশ্মি বিভক্ত হইয়া রাশিচক্রে পতিত হইতেছে, যে স্থানে প্রবহ নামক বায়ু ঐ জ্যোতির্গণকে ঘূর্ণায়মান করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে ধূলির সম্পর্ক নাই, ও বামনরূপী নারায়ণের দ্বিতীয় পাদক্ষেপ হেতু পবিত্র, ইহা সেই স্থান। পৃ ১৩৮

চাতকগণ জলকণা পানার্থ পর্ব্বতবিবর হইতে নির্গত হইতেছে, অশ্বগণ ক্ষণপ্রভার প্রভায় রঞ্জিত হইয়াছে, এবং চক্রাঘাত হেতু নিঃসৃত বারিকণাতে চক্রনেমি সকল আর্দ্র হইতেছে, এই সকল দেখিয়া জানিতেছি যে আমরা বারিগর্ভ মেঘের উপর দিয়া গমন করিতেছি। পৃ ১৩৮।৯

মেদিনী যেন শৈল শিখর হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেছে, শৈলগণ যেন ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, পাদপগণ যেন পত্রপুঞ্জের অভ্যন্তরে লীন

ছিল এইক্ষণে তাহাদের আবরণ হইতে বাহির হইতেছে, পূর্ব্বে নদীগণ সঙ্কীর্ণ ও নষ্টসলিলা জ্ঞান হওয়াতে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছিল, এইক্ষণে যেন তাহারা ক্রমে সংযুক্ত হইয়া আসিতেছে। আরও এমত বোধ হইতেছে, কেহ যেন ভূলোককে উত্তোলন করিয়া আমার পার্শ্বে আনিয়া দিতেছে। পৃ ১৩৯

যে কশ্যপ প্রজাপতি স্বয়ম্ভব পুত্র মরীচি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সুরাসুরের জনক মারীচ প্রজাপতি এই পর্ব্বতে সপত্নীক তপস্যা করিতেছেন। পৃ ১৪০

তোমার রথের চক্রনেমির কোন শব্দ শুনা গেল না, ও তাহার ঘর্ষণে ধুলি উড়িতেও দেখা গেল না, ভূতলের সহিত তাহার সংযোগ না থাকায় উদ্ধত ও হইল না, এই জন্য ইহার অবতরণ লক্ষ্য হয় নাই। পৃ ১৪০

ঐ যে তপোধন, যাঁহার শরীরের অর্দ্ধভাগ বল্মীকে নিমগ্ন রহিয়াছে, সর্পত্বক যাঁহার ব্রহ্মসূত্র হইয়াছে, যিনি কণ্ঠের চতুর্দ্দিকে লতাপ্রতানে জড়িত হইয়া সংপীড়িত হইতেছেন, যাঁহার বিস্তৃত জটাভার অংসস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ও যাহাতে বিহঙ্গমগণ নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবংযিনি স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে সূর্য্যবিম্বাভিমুখে দৃষ্টি যোগ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, উহাঁরই কিঞ্চিৎ অগ্রে ভগবানের আশ্রম। পৃ ১৪১

যে স্থানে কল্পবৃক্ষ পরিপূরিত বন—কোন বস্তুর অভাব নাই—সে স্থানে বায়ুভক্ষণে জীবন ধারণ!, যে স্থানে সরোবর স্বর্ণপদ্ম সমূহে পরিপূরিত সে স্থানে কেবল পুণ্যার্থ অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন!; যে স্থানে বিলাসযুক্ত রত্নময় শিলাগৃহ, সে স্থানে বসিয়া কেবল ধ্যান!; যে স্থানে সুরনারী চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান, সে স্থানে তাহাদের সম্মুখে কেবল সংযম সাধন! অতি আশ্চর্য্যকর!! অতএব অন্যান্য মুনিগণ যে সকল বস্তুর আশায় কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন, ইহাঁরা সেই সকল বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যবর্ত্তী হইয়া তপস্যা সাধন করিতেছেন। পৃ ১৪২

ওরে বাহু! তুমি কেন বৃথা স্পন্দিত হইতেছ, আর কি আমার সে মনোরথ পূর্ণ হইবে? পূর্ব্বে যখন বিচেতন হইয়া আমি রাজ-

লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন দুঃখ ভিন্ন আর কি লাভ হইতে পারে। পৃ ১৪৩

একটি সিংহশিশু তাহার মাতার স্তন অর্দ্ধমাত্র পান করিয়াছে, একটি বালক নিজ করে সেই সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া উৎপীড়ন করিতেছে। পৃ ১৪৩

এই বালক কোন তেজস্বী মহাপুরুষের ঔরস জাত হইবে, এমন বোধ হয়, স্ফুলিঙ্গাবস্থায় স্থিত অগ্নির ন্যায় কালে ইনি প্রবল হইয়া উঠিবেন। পৃ ১৪৪

প্রলোভনীয় বস্তুর প্রার্থনায় বালক নিজ সশির কোমল সংলিপ্তাঙ্গুলিক কর * প্রসারণ করিল। আহা! যেন উষাকালীন লোহিত বর্ণে রঞ্জিত একটি পঙ্কজের দল প্রস্ফুটিত হইল। পৃ ১৪৪

যাহারা এইরূপ বালকের অকারণ হাস্যকালে ঈষৎ উশ্থিত দন্তমুকুল দর্শন করে, অর্দ্ধ বিনির্গত অপরিস্ফুট শ্রবণ মধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করে, এবং ক্রোড়ে আসিবার জন্য ব্যাকুল তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া তাহার শরীরলগ্ন ধূলিতে শরীর ধূসরিত করে তাহারাই ধন্য। পৃ ১৪৫

ওহে বালক! তুমি কেন আশ্রম বিরুদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা তোমার সংযমশীল সত্বগুণাশ্রয় জন্মদাতার নাম কলঙ্কিত করিতেছ? চন্দন তরু সত্বগুণ বিশিষ্ট হইলেও কালসর্প্পশিশুর সংযোগে দূষিত হয়। পৃ ১৪৬

কাহার পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখ অনুভব হইল, আহা! যাঁহার এই পুত্র, তিনি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া না জানি কতই অনুপম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পৃ ১৪৬

প্রথমে যাঁহারা পৃথিবী রক্ষার্থে সুধাসিক্ত সৌধ মধ্যে বাস করিয়াছেন; তাঁহারাই পশ্চাৎ নিরন্তর যতিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তরুমূল গৃহ করিয়াছেন। পৃ ১৪৭

অতি ধূসরবর্ণ বসনযুগল পরিধান, নিয়ম [illegible] মুখ মলিন, এক-

---

* হংসবৎ জলাকার সশির কোমল ত্বক সংলিপ্তাঙ্গুলিক কর, ইহা রাজলক্ষণ।

মাত্র বেণীধারণ—আহা! সাধ্বী পতিব্রতা, নিষ্করুণ নরাধম আমারই নিমিত্ত এই দীর্ঘ বিরহব্রত পালন করিতেছেন। পৃ ১৫০

সুমুখি! মোহান্ধে আমার হৃদয় তখন মুগ্ধ হইয়াছিল, মোহোপগমের পর, অদ্য ভাগ্য বলে তোমাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াছি, যেমন গ্রহণান্তে শশাঙ্কের সহিত রোহিণীর মিলন হয়। পৃ ১৫০

সুমুখি! তোমার জয়শব্দ বাষ্পের দ্বারা রুদ্ধ হইলেও, তোমার এই বিরহ মলিন বদনমণ্ডল দর্শনে আমি জয় লাভ করিয়াছি। পৃ ১৫১

সুতনু! প্রত্যাখ্যান জনিত দুঃখ তুমি হৃদয় হইতে দূর কর, সে সময়ে আমার মনে প্রবল সম্মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, অজ্ঞানান্ধব্যক্তি দিগের প্রায় শুভ কর্ম্মে এই রূপ বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্ধ ব্যক্তির মস্তকে পুষ্প মাল্য প্রদান করিলে সে তাহাকে সর্প আশঙ্কা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। পৃ ১৫১

সুতনু! কান্তে! তোমার অধরপীড়াদায়ক যে অশ্রুবিন্দু পূর্ব্বে আমি পতিত হইতে দেখিয়া, মোহহেতু উপেক্ষা করিয়াছিলাম, অদ্য সেই তোমার কুটিলপক্ষ্ম লগ্ন অশ্রু বিন্দু মুছাইয়া দিয়া মনের সকল দুঃখ নিবারণ করি। পৃ ১৫২

ইনি তোমার পুত্রের রণস্থলে অগ্রগামী বীর, ইনি ধরাতলের অধিপতি দুষ্মন্ত, ইঁহার শরাসনে মঘবতের কার্য্য সম্পাদিত হয়, অতএব মঘবতের বজ্র এইক্ষণে এক প্রকার আভরণ স্বরূপ হইয়া আছে। পৃ ১৫৩

প্রাচীন মুনিগণ যাঁহাদিগকে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তির কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ত্রিভুবনপতি যজ্ঞাধিকারী দেবরাজ যাঁহাদিগের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, স্বয়ং পুরুষোত্তম ভূভার হরণের নিমিত্ত বামন রূপে যাঁহাদিগকে জনক জননী রূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইঁহারাই কি সেই যুগল মূর্ত্তি? যাঁহারা দক্ষ ও মরীচি হইতে সম্ভূত, ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে এক পুরুষ মাত্র অন্তর? পৃ ১৫৪

তোমার ভর্ত্তা আখণ্ডল সদৃশ, পুত্র, জয়ন্ত সদৃশ, তোমাকে অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি পৌলমীর* সদৃশী ভাগ্যবতী হও। পৃ ১৫৪

* পুলোম কন্যা পৌলমী (ইন্দ্রাণী)।

এই সাধ্বী শকুন্তলা, এই সদ্‌গুণ সম্পন্ন পুত্র, এবং এই তুমি, তোমরা একত্রিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন শ্রদ্ধা, বিত্ত, এবং বিধি, একত্র মিলিত হইয়াছে। পৃ ১৫৫

অগ্রে পুষ্প প্রকাশিত হয় তৎপরে ফল, অগ্রে মেঘোদয়, পরে বারি-বর্ষণ, কারণ কার্য্যের এইরূপ বিধি আছে, কিন্তু আপনাদিগের অনুগ্রহের পূর্ব্বেই আমার সম্পদ লাভ হইয়াছে। পৃ ১৫৫

হস্তিকে সম্মুখে যাইতে দেখিয়া সে সময়ে তাহার গমনে সংশয় উপ-স্থিত হইল, পরে তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে হস্তি বলিয়া প্রত্যয় করা যেরূপ, আমার বিকৃত মনের কার্য্যও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। পৃ ৫৬১

শাপ প্রভাবে তোমার ভর্ত্তার স্মৃতি লোপ হইয়াছিল, সেই জন্যই তুমি নিরাকৃতা হইয়াছিলে, এইক্ষণে তাঁহার মনের মোহ দূর হইয়াছে সুতরাং তাঁহার প্রতিও তোমার প্রভুতা জন্মিয়াছে, মল প্রভাবে দর্প-ণের স্বচ্ছতা লোপ হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছ-তল হইলেই প্রতিবিম্ব পতিত হয় পৃ ১৫৭

তোমার এই পুত্র অনুদ্‌ঘাত গতিশীল রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন এবং এইক্ষণে পশুদিগকে দমন করাতে "সর্ব্বদমন" নাম ধারণ করিয়াছেন, উত্তর কালে সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া "ভরত" নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। পৃ ১৫৭

বিড়োজা তোমার রাজ্য মধ্যে প্রচুর বৃষ্টিদান করুন এবং তুমিও নিয়ত যজ্ঞ করিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন কর, এইরূপে উভয়ে, উভয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ হেতু প্রশংসনীয় কার্য্য কলাপ শত শত যুগ সম্পাদন করিয়া উভয়েই জয়শালী হও। পৃ ১৫৮।৫৯

পৃথিবীপতি প্রজাগণের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হউন, বেদবেদাঙ্গ সহিত মহতী বাণী পরিহীনা না হউন, এবং ভগবান স্বয়ম্ভু নীলকণ্ঠ ভক্তের শক্তি অবগত হইয়া আমার পুনর্জন্ম নিবারণ করুন। পৃ ১৫৯

সমাপ্ত।

# পাঠ পরিবর্তন

| পৃ—পং | | হইবে। |
|---|---|---|
| ১০—২ | (বলিয়া প্রদান, সারথিও গ্রহণ করিয়া বলিলেন) | (বলিয়া প্রদান, সারথিও গ্রহণ করিলেন) |
| ২৮—৩ | যতদিন দার পরিগ্রহ না করেছেন। | যতদিন তিনি তাহার পানিগ্রহণ না কর্‌ছেন। |
| ৪৩—১১ | অন্যথা, যদ্যপি তুমি হতে ভস্মময়। | অন্যথা, তাহাতে পুড়ে হ'য়ে ভস্মময়। |
| | এত তাপ না সহিত আমার হৃদয়॥ | কিসে এত উষ্ণ হও মাদৃশ জনায়॥ |
| ৪৬—৩ | গ্রীষ্মতাপে হলে নারী। | গ্রীষ্মেতে তাপিত নারী। |
| ৫১—১৮ | শুষ্ক পরিতাপে তুমি বিষম কাতর। | শুষ্ক পরিতাপে তুমি ক্লিষ্টা অতিশয়। |
| | শরীরের প্রতি কেন এত অনাদর॥ | শিষ্টাচার রক্ষা করা এ নহে সময়॥ |
| ৫৪—২২ | ভিজায়ে ভিজায়ে জলে, | আর্দ্রিত করিয়া জলে, |
| ৭৫—১৫ | তোমাদের অঙ্গ, না করিত ভঙ্গ, কখন আপন করে॥ | তোমাদের দল, অত্যন্ত কোমল ভাঙ্গিত না নিজ করে॥ |
| ঐ—১৭ | কুসুম কলিকা ভার। | কুসুম কলিকা চয়। |
| ঐ—১৯ | উথলিত অনিবার॥ | উথলিত অতিশয়॥ |

PRINTED AND PUBLISHED BY K. N. BHUTTACHARJEE AT THE NEW ARYA PRESS,
43/1 *Bhowani Churn Dutt's Lane, Calcutta.*